সায়েন্স ফিকশন

লালমানব

মোশতাক আহমেদ

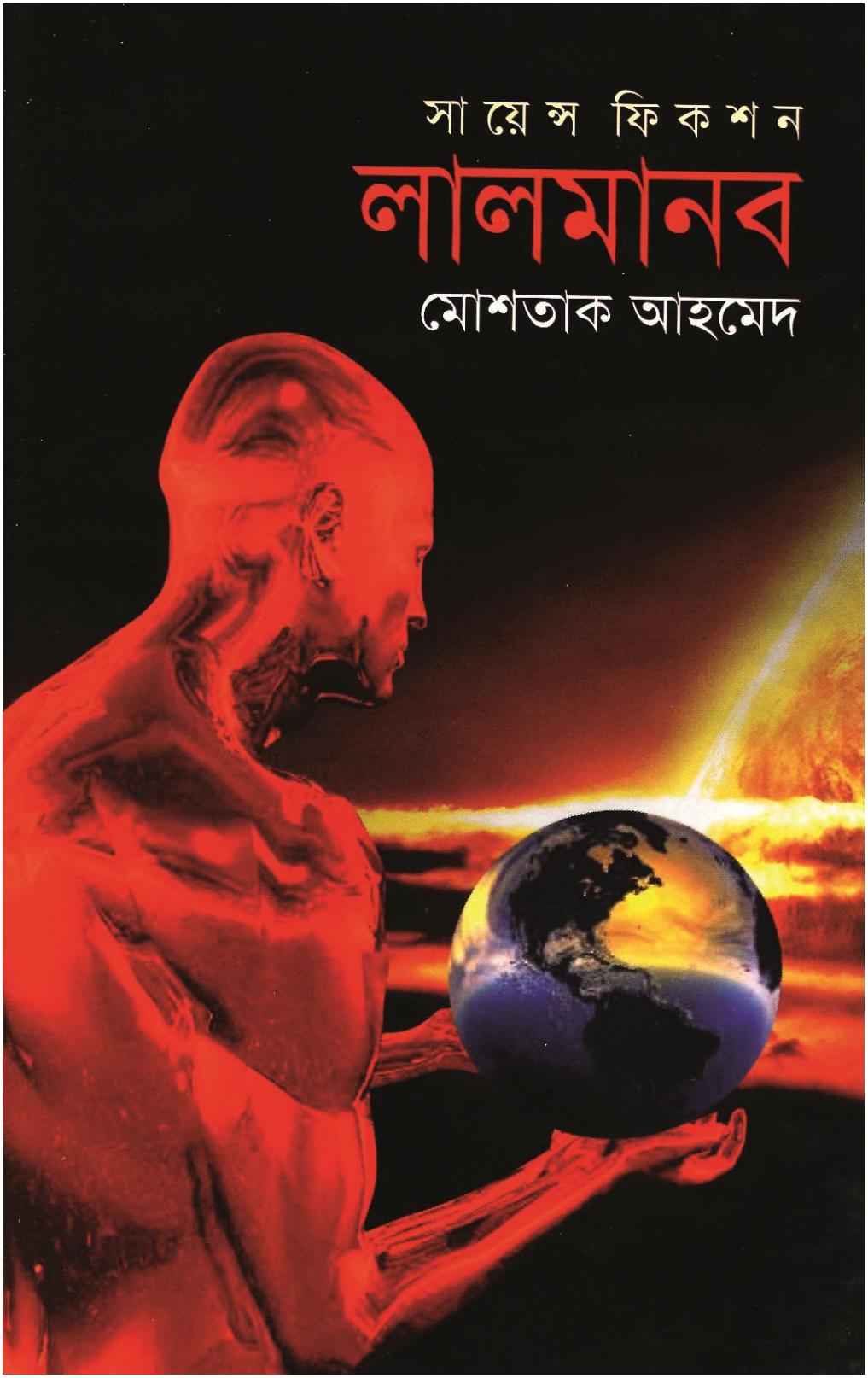

সায়েন্স ফিকশন
লাল মানব
মোশতাক আহমেদ

২৭১৮ সাল।

পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের অনেক নিচে ভূ-গর্ভের অভ্যন্তরে হিমিস নামের এক রোবট ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সৃষ্টি করে লাল মানবদের। মানুষের মতো দেখতে লাল মানবদের অল্পদিনে সে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে বসবাসরত সত্যিকারের মানুষদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে। শুরু হয় লাল মানব আর মানুষের মধ্যেকার বিভীষিকাময় যুদ্ধ। একে একে ধ্বংস হতে থাকে মানব সমাজ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকে মানব সভ্যতা। মানব জাতির এরকম বিপর্যয় দেখে কুটিল হাসি হাসে রোবট হিমিস। সে তো এরকমই চাচ্ছিল! পৃথিবীর প্রায় সবকিছু এখন তার হাতের মুঠোয়। সে হতে চলেছে পৃথিবীর হতাকর্তা, মানুষের নিয়ন্ত্রক!

এদিকে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরাও বসে নেই। তারা একটার পর একটা পরিকল্পনা করতে থাকে হিমিসকে ধ্বংসের জন্য। কিন্তু প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হতে থাকে। একসময় বুঝতে পারে অতি ধূর্ত আর চালাক রোবট হিমিসকে এত সহজে ধ্বংস করা যাবে না। হিমিসকে ধ্বংস করতে হলে তাদের প্রয়োজন হবে লাল মানবদের। কিন্তু লাল মানবেরা কি পৃথিবীর মানুষকে সাহায্য করবে? না করবে না। কারণ লাল মানবেরা তো হিমিসের পক্ষের, হিমিসের হুকুমের দাস।

সেক্ষেত্রে কি হিমিস সত্যি পৃথিবী দখল করে নেবে? আধিপত্য বিস্তার করবে মানুষের উপর? আর মানুষ হয়ে পড়বে রোবটের দাস।

২৭১৮ সাল।

পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের অনেক নিচে একটি ভূগর্ভস্থ বিশেষ হলরুমে জড়ো হয়েছে লাল মানবেরা। হলরুমের সারি সারি চেয়ারে বসে আছে তারা। সবার মধ্যে উত্তেজনা। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের চিরশত্রু একজন মানুষকে তাদের সামনে হত্যা করা হবে। এরকম হত্যাকান্ডে তারা সত্যি আনন্দিত হয়। আনন্দের কারণও আছে। এই মানুষেরাই তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, কেড়ে নিয়েছে জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। এমন কি মানুষেরা তাদের মাঝে মাঝে খেতে পর্যন্ত দেয় না। আর অত্যাচার নিপীড়ন তো আছেই। তাদের সৃষ্টিকর্তা রোবট হিমিসকে পর্যন্ত নানাভাবে নির্যাতন করে মানুষেরা। অত্যাচার করে এখানকার সকল রোবটদের, যারা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। হিমিস মাঝে মাঝে তাদেরকে মানুষের অত্যাচার আর নিপীড়নের কথা বলে, বলে মানুষের নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতার কথা, এমন কী মানুষ কর্তৃক মানুষকে হত্যা করার কথা। যে প্রাণীরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করে তাদের থেকে নিষ্ঠুর আর নির্মম কে হতে পারে? তাদের তো হত্যাই করা উচিত। তাই তো মানুষ হত্যা করে লাল মানবেরা খুব আনন্দ পায়। আনন্দ পায় মানুষের দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে।

হলরুমের সামনের অংশে বিশাল এক মঞ্চ। ঐ মঞ্চের উপরই হত্যা করা হবে মানুষটিকে। মানুষটিকে কীভাবে হত্যা করা হবে তা তারা জানে না। একেকবার একেক উপায়ে হত্যা করা হয়। প্রত্যেকটি উপায়ই খুব নিষ্ঠুর এবং যন্ত্রণাময়। লাল মানবেরা দ্যাখে আর উপভোগ করে। সাধারণত একাধিক রোবট মানুষটিকে হত্যা করার দায়িত্ব পায়। কখনও কখনও লাল মানবেরাও তাদের সঙ্গী হয়। তারপর চলে আন্দময় নিষ্ঠুর আর নির্মম হত্যাকান্ড।

আজ যে মানুষটিকে হত্যা করা হবে ইতিমধ্যে তাকে মঞ্চে আনা হয়েছে। মানুষটির চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা। তাকে মঞ্চের ঠিক মাঝে আনতে সবাই উল-াসে ফেটে পড়ল। আজকের মানুষের মৃত্যুটা যে তাদের জন্য বেশি আনন্দের হবে তা তারা বুঝতে পারছে। কারণ মানুষটি সুস্থ সবল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। যন্ত্রণার তীব্রতা খুব বেশি না হলে তার মৃত্যু ঘটবে না। এক্ষেত্রে যন্ত্রণা দেয়া হবে ধীরে ধীরে, দীর্ঘ সময় ধরে - যেন মৃত্যু বিলম্বিত হয়।

ধূসর রঙের দুটো রোবট মানুষটিকে দুপাশ থেকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। এরই মধ্যে কালো রঙের অন্য একটি রোবট এসে হাজির হলো। এই রোবটটির নাম কিকিট। কিকিটের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সবাই জানে। কারণ কিকিট যে শুধু মানুষই হত্যা করে তা নয়, যে সকল লাল মানবেরা রোবট হিমিসের অবাধ্য হয় বা হতে চেষ্টা করে তাদেরকে সে শাস্তি দেয়। শাস্তির ধরণটা ভয়ংকর, মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। এজন্য কিকিটকে সকল লাল মানবেরা যমের মতো ভয় পায়।

কিকিট মঞ্চে এসে চিৎকার করে উঠে বলল, এই মানুষটিকে যুদ্ধের ময়দান থেকে আটক করা হয়েছে। যুদ্ধের সময় এই শয়তানটা তিনজন লাল মানবকে হত্যা করেছে। ওর কী শাস্তি হওয়া উচিত?

মৃত্যুদন্ড।

একসাথে চিৎকার করে উঠে বলল সকল লাল মানব।

আর কিছু?

নিষ্ঠুর আর যন্ত্রণাময় মৃত্যুই যেন হয়। ও যেন ওর পাপের শাস্তি ভোগ করে।

আবারও চিৎকার করে বলল সবাই।

কিকিট বাঁকা একটা হাসি হেসে বলল, তাই হবে। এখন বলো, ওকে কীভাবে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হবে?

এক লাল মানব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওকে গরম তেলের মধ্যে ভেজে ফেল।

অন্য এক লাল মানব বলল, ওর শরীর থেকে একটু একটু করে চামড়া ছাড়িয়ে নাও ঠিক যেমন আগেরবার অন্য একজনকে হত্যা করার সময় নিয়েছিলে।

এক পাশে বসে থাকা অন্য এক লাল মানব দাবী করে বলল, প্রথমে ওর হাত পা গুলো কেটে ফেল। তারপর ওকে শূলে চড়াও।

পাশেরই আর এক লাল মানব হালকা প্রতিবাদ করে বলল, তাহলে ওর মৃত্যুটা যন্ত্রণাদায়ক হবে না। প্রথমে বরং ওর চোখ দুটো তুলে নাও। তারপর ওকে আগুনে ছুড়ে মার।

ওকে বরং গরম পানিতে সিদ্ধ করো। বলল অন্য এক লাল মানব।

না না। ওকে ফাঁসিতে লটকাও। তারপর জিহ্বাটা কেটে নাও।

আরও ভালো হয় যদি একটা একটা করে ওর দাঁতগুলো তুলে নেয়া যায়।

তার থেকে ভালো হবে যদি আগে ওর হাত পা গুলো হাঁতুড়ি দিয়ে থেতলে নেয়া হয়।

এর থেকে বরং ওর হৃদপিন্ডটা ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনো।

এভাবে একটার পর একটা প্রস্ড়াব আসতে লাগল।

কিকিট অবশ্য কোনো প্রস্ড়াবে সায় দিল না। সে মৃদু হেসে বলল, আজ তোমাদের জন্য নতুন এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

কী বিস্ময়?

একসাথে চিৎকার করে উঠে বলল সকল লাল মানব।

তোমাদের সৃষ্টিকর্তা হিমিসের ইচ্ছে অনুসারে আজ তোমরা সবাই মিলে মানুষটিকে হত্যা করবে। আজ আর আমরা কেউ মানুষটিকে হত্যা করব না। তোমরা কতটা নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যা করতে পার তা আজ হিমিস নিজে এসে দেখবে। তোমরা কি রাজি?

সকল লাল মানব একসাথে চিৎকার করে উঠে বলল, রাজি, রাজি।

তাহলে একটু অপেক্ষা কর। হিমিস কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে এসে পৌঁছাবে। হিমিসের সামনেই তোমরা সবাই মিলে ওকে হত্যা করবে।

কিকিটের কথা শেষ হতে গুম গুম একরকম শব্দ হলো। তারপর ডায়াসের উপরে একটা স্বয়ংক্রিয় মঞ্চ নেমে এলো। সেখানে একটি বিশেষ চেয়ারে হিমিস বসে আছে। হিমিস দেখতে অনেকটা কিকিটের মতোই, তবে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা এবং শরীরের রঙ লাল। এই হিমিসই তাদের সৃষ্টিকর্তা, হর্তাকর্তা, জীবনদাতা, সবকিছু-এরকমই বিশ্বাস করে লাল মানবেরা। হিমিসের বদৌলতেই ভূগর্ভে সৃষ্টি হয়েছে 'লাল জগত'। লাল জগতের বাসিন্দা হলো রোবট এবং লাল মানবেরা। আর এদের সবার নিয়ন্ত্রক হলো হিমিস।

হিমিস আসতে চারদিকে একরকম গুঞ্জন শুরু হলো। গুঞ্জন কমে এলে কিকিট হিমিসকে বলল, মহামান্য হিমিস, আপনি অনুমতি দিতে লাল মানবেরা মানুষের উপর তাদের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে পারে।

হিমিস কিছু বলল না। শুধু উপরে নিচে সম্মতি সূচক মাথা দুলাল।

কিকিটের ইঙ্গিতে তখন মানুষটিকে চ্যাং দোলা করে ছুড়ে ফেলা হলো লাল মানবদের মাঝে। মানুষটির শরীর মেঝেতেও পড়ার সুযোগ পেল না। তার আগেই তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল লাল মানবেরা। সম্পূর্ণ দৃশ্যটা শত শত ক্ষুধার্ত হয়েনাদের তাদের শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার মতো। মুহূর্তেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল মানুষটির শরীর। ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় মানুষটির হাত পা চোখ কান, এক একটি অঙ্গ হলরুমের এক এক মাথায় চলে গেল। যারা মানুষটিকে মৃত্যুর আগে আঘাত করতে পারে নি, তারা হাত পা গুলোকে আরও টুকরো টুকরো করতে লাগল। কেউ কেউ আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত টেনে ছিড়ে আলাদা করে ফেলল। আবার কেউ কেউ পা দিয়ে পিষে একেবারে থেতলে ফেলতে চেষ্টা করল মাংসপিন্ডগুলোকে। এভাবেই মৃত্যু ঘটল মানুষটির। মানুষটির জন্য মঙ্গলময় ছিল এটি যে তার মৃত্যু প্রলম্বিত হয়নি। এজন্য মৃত্যুযন্ত্রটা সে ভোগ করার সময় পায়নি। অবশ্য এই ব্যাপারটা মোটেও ব্যথিত করেনি লাল মানবেদের। কারণ আজ তারা নিজেরাই মানুষ হত্যা করতে পেরেছে। এর থেকে আনন্দের আর কী থাকতে পারে! এটা তো অবশ্যই হিমিসের বদান্যতা, মহানুভবতা! এজন্যই তারা হিমেসের কাছে কৃতজ্ঞ, তার প্রতি দারুণভাবে শ্রদ্ধাশীল!

মানুষটির মৃত্যুর পর কিকিট বলল, হে লাল মানবেরা, তোমরা এখন শান্ত হও। মহামান্য হিমিস এখন তোমাদের উদ্দেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

কিকিটের কথা শেষ হতে হলরুমে পিন পতন নীরবতা নেমে এলো।

হিমিস এবার তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সকল লাল মানবের উপর চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করল,

হে লাল মানবেরা,

তোমরা সবাই আমার শুভেচ্ছা নাও। আমি মানুষের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতা দেখে সত্যি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস খুব অল্প

সময়ের মধ্যে মানব জাতিকে আমরা আমাদের দাস বানাতে পারব। সেক্ষেত্রে তোমরা হবে মানুষের নিয়ন্ত্রক। শুরু হবে তোমাদের চিরসুখের জীবন। কারণ তখন আর কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ থাকবে না, থাকবে না অশান্তি। এখন তোমাদের প্রায়ই মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অনেকে তোমরা জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করছ। আমরা আত্মত্যাগী সেই সকল লাল মানবদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। যখন তোমরা সত্যি সত্যি মানব জাতির উপর আধিপত্য বিস্ড়র লাভ করতে পারবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তখন আত্মত্যাগী লাল মানবের আত্মারা সত্যি শান্তি পাবে।

প্রিয় লাল মানবেরা, তোমরা জানো কী কষ্টের জীবনই না তোমাদের অতিবাহিত করতে হচ্ছে। পৃথিবীতে মানব জাতিরা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ দখল করে আমাদের নিচে অন্ধকারে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা তোমাদের সৃষ্টি পর্যন্ত করতে দিতে চাইনি। অথচ আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তোমাদের লালন পালন করছি। সত্যি কথা বলতে কি আমি না হলে তোমরা কখনও সৃষ্টি হতে না, জীবনকে উপভোগ করতে পারতে না। আমি তোমাদেরকে মানুষের চেয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছি যেন মানুষ তোমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। সত্যি তা হয়েছে। মানুষ তোমাদের পাতলা আর স্বচ্ছ চামড়ার সৌন্দর্য দেখে তোমাদের সহ্য করতে পারে না। তোমাদের চামড়া এতটাই পাতলা যে ভিতরের লাল রক্ত আর মাংসের অবস্থান পর্যন্ত দেখা যায়। এই লাল রক্ত আর মাংসের দূর থেকে দেখলে তোমাদের শরীরে লাল একরকম আভা দেখা দেয়। এজন্যই তোমরা লাল মানব। আর মানুষের চামড়া কতটা কুৎসিত তোমরা নিশ্চয় জানো। কারো চামড়া কালো, কারো ধূসর আবার কারো চামড়ায় অসংখ্যা তিল আর লোমে ভরা। অথচ তোমাদের শরীরে কোনো তিল নেই, নেই কোনো লোম। একেবারেই নিখুঁদ তোমাদের শরীর। শুধু তাই না। মানুষের মধ্যে আবার পুরুষ এবং নারী আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে নেই। কারণ পুরুষ এবং নারী, এরা নিজেদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিকা-প্রেমিকা নামক অদ্ভুত এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে ঝগড়া ঝাটি করে, মারামারি করে। তারপর এক পর্যায়ে অসুস্থ আর দুর্বল বাচ্চা জন্মদান করে যা তোমাদের মতো বয়সী হতে প্রায় বিশ থেকে পাঁচিশ বছর সময় লাগে। অথচ আমি তোমাদের মতো একজনকে সৃষ্টি করতে সময় নেই মাত্র এক বছর। এক বছরেই তোমরা পূর্ণাঙ্গ হও, পরিণত হও। তোমাদের জীবন যেন মানুষের মতো অশান্তিময় না হয় এজন্য আমি তোমাদের মধ্যে কোনো নারী রাখিনি, রেখেছি শুধু পুরুষ। এ কারণে তোমাদের জীবন সত্যি সুখের। অশান্তি যেটুকু আছে তা শুধু ঐ মানুষের জন্য। ওদেরকে হত্যা করতে পারলে তোমাদের আর কোনো অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট থাকবে না। তোমরা হবে চিরসুখী। আর তোমাদের এই সুখী হওয়ার প্রচেষ্টাকেই সহ্য করতে পারছে না মানুষেরা। তোমাদের হত্যা করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু তারা তা পারবে না। তাদের পরাজয় হবেই হবে।

যাইহোক, তোমরা সবাই জানো আমি তোমাদের জন্য কত কিছুই না করেছি। আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। এ বিষয়ে তোমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই এবং থাকার কথাও নয়। কিন্তু তারপরও তোমরা কেউ কেউ ধৃষ্টতা দেখাও যা কখনোই উচিত নয়। আর এর শাস্তি কি তোমরা জানো, মৃত্যদন্ড। এরকমই এক বেয়াদব লাল মানব রিটিকে আমি শাস্তি দেব। রিটির এত বড় সাহস যে সে জিজ্ঞেস করে, 'আমি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছি?'। তোমরা জানো এ ধরনের প্রশ্ন করা কত বড় পাপ! তাকে এখন তার পাপের প্রয়শ্চিত্ত করতে হবে। যে জিহ্বা দিয়ে সে এই প্রশ্ন করেছে

সেই জিহ্বাটা কেটে নেয়া হবে, তারপর তার শরীরটাকে মমি করে রেখে দেয়া হবে। এটা অনেক প্রাচীন এক পদ্ধতি। 'মিশর' নামের এক দেশে মানুষেরা এভাবে মানুষের মমি তৈরি করত। কিছুক্ষণের মধ্যে তোমরা সেই পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করবে।

এখন যে কথাটি তোমাদের বলতে যাচ্ছি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্প দিনের মধ্যে মানুষদের একটি শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 'পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন' আমরা দখল করে নেব। এটা দখল করতে পারলে নির্দিষ্ট এলাকায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন নানাভাবে বিপর্যস্ড় হবে। তখন সময় সুযোগ বুঝে আমরা মানুষকে আক্রমণ করব এবং বড় ধরনের জয় নিয়ে আসব। তোমার এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দখলের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নাও। তোমাদের মধ্যে থেকে বাছাই করে খুব সুদক্ষ একটি দলকে আমরা যুদ্ধ করতে পাঠাব। আমরা বিশ্বাস করি সুসজ্জিত এবং সুদক্ষ সেই দল আমাদের উপহার দেবে অনেক বড় এবং অবিস্মরণীয় এক জয়।

আজ এ পর্যন্তই। তোমাদের জীবন আরও সুখের এবং প্রশান্তির হোক এই কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি।

হিমিসের বক্তব্য শেষ হলে সকল লাল মানব একসাথে চিৎকার করে বলে উঠল, 'জয় হিমিস, জয় হিমিস'।

এখানকার নিয়ম এরকমই। হিমিসের বক্তব্যের পর সবাইকে 'জয় হিমিস, জয় হিমিস' বলতে হবে। তবে আজ যেন তাদের কণ্ঠে জোর নেই। কারণ কিছুক্ষণ পরই তারা লাল মানব রিটিকে হত্যা করতে দেখবে।

হিমিস চলে গেলে লাল মানবেরা ভয়ে কেউ কোনো কথা বলল না। তারা একেবারে চুপ হয়ে গেল। তারা সবাই রিটিকে চেনে। রিটি উল্টা পাল্টা কথা বলে এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য রিটি সবার খুব প্রিয়। কিন্তু রিটি যে সত্যি হিমিসের জন্ম নিয়ে কথা বলবে তা তারা ভাবতে পারে নি। রিটি হয়তো গোপনে বলেছিল, কিন্তু তার বোঝা উচিত ছিল হিমিস সবকিছু শুনতে এবং জানতে পারে। রিটি এত বড় একটা ভুল কীভাবে করল তা তারা বুঝতে পারছে না।

এক মিনিটের মাথায় রিটিকে মঞ্চের উপর আনা হলো। রিটির চোখ দুটো বাঁধা, হাতও পিছ মোড়া করে বাঁধা। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে জানে না তাকে কি শাস্তি দেয়া হবে। তাই রোবট কিকিট যখন তাকে জিহ্বা বের করতে বলল তখন সে সরল বিশ্বাসে জিহ্বা বের করল। আর তারপরই ঘটল ভয়ংকর ঘটনাটা। পাশের অন্য একটি রোবট তারা চোখা আঙ্গুল রিটির জিহ্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিল। তীব্র ব্যথায় রিটি জিহ্বা ভিতরে নেয়ার চেষ্টা করলেও পারল না। কারণ জিহ্বাটা রোবটের আঙ্গুলে আটকে আছে। তখন অন্য একটি রোবট কাঁচি এনে কাপড় কাটার মতো করে রিটির জিহ্বাটা কেটে ফেলল। ব্যথায় চিৎকার কারার সুযোগও পেল না রিটি। কারণ তৃতীয় এক রোবট রিটির মুখের মধ্যে অনেকখানি কাপড় গুজে দিয়েছে যেন রক্ত বাইরে মঞ্চের উপর না পড়ে। এরই মধ্যে বিশেষ আঠাল তরল ভর্তি একটি ধাতব কফিন নিয়ে আসা হয়েছে। তার মধ্যে রিটিকে শুইয়ে দেয়া হলো। ভিতরে রিটি ছটফট করলেও কোনো লাভ হলো না। কারণ কফিনের মুখটি ততক্ষণে আটকে দেয়া হয়েছে। আর বিশেষ তরল থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে এলো তার জীবনিশক্তি। এই তরলই তার দেহকে মমিতে রূপান্তরিত করবে।

কিকিট এবার সকল লাল মানবকে আদেশ দিল তারা যেন রিটির কফিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কফিনের উপর থুথু ফেলে।

কিকিটের নির্দেশ মতো লাল মানবেরা একে একে কফিনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল এবং কফিনের উপর থুথু ফেলতে লাগল। শেষ যে লাল মানব হেঁটে গেল তার নাম নিয়ন। নিয়নও রিটির কফিনের উপর থুথু ফেলল। কিন্তু কেন যেন তার ব্যাপারটা ভালো লাগল না। তার মনে হলো এটা তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ লাগল রিটির জিহ্বার পরিণতি দেখে। কারণ কিকিট জিহ্বাটিকে একটি কালো কুকুরকে খেতে দিয়েছে। কুকুরটি মঞ্চের উপর জিহ্বাটি নিয়ে এতক্ষণ নড়াচাড়া করছিল। হঠাৎই কুকুরটি জিহ্বাটিকে কামড়ে ধরে গিলে ফিলল। নিয়নের মনে

হলো কুকুরটি বুঝি তার নিজেরই জিহ্বাটা খেয়ে ফেলল। আর দাঁড়াল না সে। দ্রুত পা বাড়াল সামনের দিকে।

২

পৃথিবীর নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান কমান্ডার হিউটন ছোট্ট একটা কক্ষে বসে আছেন। তার সাথে আছে আরও কয়েকজন নিরাপত্তা সদস্য এবং দুটো রোবট। তারা যে কক্ষে বসে আছে তার ঠিক মাঝখানে বিশেষ একটি চেয়ারে হাতে হ্যান্ডকাপ পরা এক লাল মানব বসা। লাল মানব শরীরে বিশেষ ধাতব পোশাক পরা। গলা থেকে শুরু করে উপরের সম্পূর্ণ অংশ বিশেষ হেলমেটে ঢাকা থাকায় মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

কমান্ডার হিউটন নির্দেশ দিতে একটি রোবট লাল মানবের মাথা থেকে হেলমেটটি খুলে নিল। লাল মানবটিকে দেখতে খুবই নিস্পাপ মনে হচ্ছে। চেহারায় খানিকটা শিশুসুলভ ভাবও আছে। তবে তার চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। সে আশংকা করছে তার জীবনে ভয়ানক কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আর সম্ভবত তা মৃত্যু।

কমান্ডার হিউটন খানিকটা সামনে এগিয়ে এসে বললেন, তোমার নাম কি?

লাল মানব কিছু বলল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার হিউটনের দিকে।

কমান্ডার হিউটন আবার বললেন, তোমাকে আমাদের সাথে কথা বলতে হবে। তুমি যদি আমাদের সাথে ঠিকঠাকভাবে কথা বলো তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আর যদি সবকিছু যথাযথভাবে না বলো তাহলে তোমার কাছ থেকে আমরা কথা বের করে আনব। সেটা আমাদের জন্য কঠিন কিছু হবে না। কিন্তু তোমার জন্য সত্যি কঠিন হবে। তোমাকে ভয়ানক নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এখন বলো তোমার নাম কি?

লাল মানব একটু সময় নিল। তারপর বলল, দিমিদি।

তোমার বয়স কত?

আমি জানি না।

অবশ্যই তোমার জানার কথা।

সত্যি আমি জানি না। হিমিস জানে।

তোমাকে কতদিন আগে সৃষ্টি করা হয়েছে?

চার বছরের কিছু বেশি হবে।

কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ছাব্বিশ সাতাশ বছরের এক যুবক।

হতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা যেদিন প্রথম চোখ খুলি সেদিন আমাদের বয়স বিশ বাইশ বছরের মতো থাকে।

তুমি কেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ?

তা তুমি ভালোমতোই জানো।

কমান্ডার হিউটন এবার সরাসরি দিমিদির চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য।

না তুমি যুদ্ধ করার জন্য আসোনি। তুমি অন্য কোনো কারণে এসেছ? তোমাকে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন এলাকার ভিতর থেকে আটক করা হয়েছে। সম্ভবত তুমি গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসেছিলে।

তুমি সেরকম মনে করলে করতে পার। কিন্তু এটা সত্য, আমি যুদ্ধ করতে এসেছিলাম।

যুদ্ধ করতে এলে অবশ্যই তোমার সাথে অন্য কেউ না কেউ থাকত। তারা কোথায়?

তারা চলে গেছে। তবে আবার আসবে, যুদ্ধ করবে তোমাদের সাথে।

তোমরা কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ? আমাদের ক্ষতি করতে চাচ্ছ? তোমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত আমাদের শরীর থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

দিমিদি এবার জোর দিয়ে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। বাতাসের অনু থেকে হিমিস আমাদের সৃষ্টি করেছে।

তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তোমরা হলে মানুষের ক্লোন।

তুমি মিথ্যা বলছ, আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছ। হিমিসই আমাদের সৃষ্টি করেছে।

হিমিস তোমাদের ক্লোনটাকে তৈরি করেছে মাত্র। কিন্তু তুমি কিংবা তোমরা সৃষ্টি হয়েছ মানব শরীর থেকে। বিশ্বাস না হলে এই ছবিটা দ্যাখো। কী চেনা যায়?

কথাটা বলে কমান্ডার হিউটন দিমিদিকে একটি ছবি দেখালেন। ছবিটা দেখামাত্র দিমিদির চোখ কুঁচকে এলো। সে বিড় বিড় করে বলল, এটা তো আমার ছবি।

না এটা তোমার ছবি না। এটা হলো একজন মানুষের ছবি যার নাম ছিল নিক্সন। এই নিক্সনকে হিমিস ধরে নিয়ে যায় এবং তার শরীরের কোষ থেকেই তোমাকে সৃস্টি করে। অবশ্য তোমাকে সৃষ্টি করার সময় ইচ্ছে করে ডিএনএর গঠন বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের কারণে তোমার চামড়ার গঠনটা অসম্পূর্ণ রয়েছে যা তোমাদের জন্য বিপদজনক। তোমাদের এই পাতলা চামড়া সূর্যের আলোকে প্রতিহত করতে পারে না। এজন্য সূর্যের আলোর নিচে তোমরা বেঁচে থাকতে পার না। তোমরা যাতে কখনও পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে বসবাস করতে না পার এজন্য হিমিস ইচ্ছে করে তোমাদের অসম্পূর্ণ করে তৈরি করেছে। সত্যি কথা বলতে কি তোমারা মানুষ, কিন্তু অসম্পূর্ণ।

আমরা মানুষ না এবং মানুষ হতেও চাই না। আমরা লাল মানব এবং লাল মানব হিসেবেই বেঁচে থাকতে চাই। এটাই আমাদের সত্যিকারের পরিচয়।

কিন্তু তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করছ কেন?

এটা তোমরা ভালোমতোই জানো। তোমরা আমাদের বেঁচে থাকতে দিচ্ছ না। আমাদের পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে পর্যন্ত আসতে দিচ্ছ না।

উপরিপৃষ্ঠে এসে তোমরা কি করবে? আগেই বলেছি উপরিপৃষ্ঠে তোমরা বেঁচে থাকতে পারবে না। তোমাদের শরীর সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না বলেই সবসময় তোমাদের শরীরের উপর মোটা যুদ্ধের বিশেষ পোশাক পরে থাকতে হয়। এভাবে বেঁচে থাকাটা যে কতটা কষ্টের তুমি বুঝতে পারছ না।

আমার বোঝার দরকার নেই। বুঝেও কোনো লাভ হবে না।

কেন লাভ হবে না?

কারণ আমি জানি তোমরা আমাকে হত্যা করবে। মানুষ খুব নিষ্ঠুর প্রাণী, মানুষের মতো নিষ্ঠুর প্রাণী এই পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

তুমি যা মনে করছ তা সত্য নয়। তোমাকে বলে রাখি, হিমিস কিন্তু মানুষেরই সৃষ্ট এক রোবট।

দিমিদি খানিকটা অধৈর্য হয়ে বলল, তুমি আমাকে মিথ্যা বলার চেষ্টা করো না। হিমিসের ক্ষমতা সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণাই নেই।

কমান্ডার হিউটন এবার বললেন, হিমিসের ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। হিমিস হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর রোবট যেটা কিনা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি তুমি হিমিসের থেকে ভিন্ন এবং আমাদের সাহায্য করবে।

দিমিদি সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বলল, তুমি হিমিস সম্পর্কে এসব আজেবাজে কথা বলবে না। আর আমাকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করো না। কোনো লাভ হবে না। আমি এক আদর্শ লাল মানব, আমি আমার নীতিতে অটল। মানব জাতিকে ধ্বংস করা আমার ব্রত। কোনোভাবেই তোমরা আমাকে আমার এই আর্দশ নীতি থেকে একচুলও সরাতে পারবে না। শুধু আমাকে কেন, কোনো লাল মানবকেই তুমি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

আমরা জানি। তবে আমরা বিশ্বাস করছি কারো না কারো সাহায্য আমরা পাব।

তা কখনোই সম্ভব নয়।

সম্ভব এ কারণে যে মানুষের শরীর থেকেই তোমরা সৃষ্ট হয়েছ। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ না কেউ থাকবে যে কিনা আমাদের সাহায্য করবে। তোমাদের একজনের সাহায্য আমাদের খুব দরকার।

ঐ সাহায্য আমার কাছ থেকে তোমরা পাবে না।

বিনিময়ে তোমাকে আমরা মুক্তি দেব।

আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই।

তাহলে তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে এখনই হত্যা করতে পার। আমি চাই অতি সত্বর আমার মৃত্যু ঘটুক।

কমান্ডার হিউটন বললেন, তোমাকে হত্যা করা আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। আজ মানুষের মধ্যে ছেড়ে দিলে তোমাকে হত্যা করার জন্য মানুষের মধ্যেই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে। কারণ তুমি ভালোমতোই জানো মানুষ লাল মানবদের কতটা ঘৃণা করে। মানুষ আর লাল মানবদের মধ্যে এই শত্রু তার জন্য যে দায়ি সে হলো হিমিস। আমরা কি সম্মিলিতভাবে হিমিসকে ধ্বংস করতে পারি না?

দিমিদি চোখ তুলে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

হিমিসকে ধ্বংস করার জন্য তুমি আমাদের সাহায্য করবে।

দিমিদি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করল।

কমান্ডার হিউটন বললেন, তুমি কি রাজি?

দিমিদি চোখ খুলল। তারপর বলল, আগে আমার হাতের হ্যান্ডকাফ্ খুলে দাও।

কমান্ডার হিউটন ইশারা করতে পাশের একটি রোবট দিমিদির হ্যান্ডকাফ্ খুলে দিল। হ্যান্ডকাফ্ খুলতে আর দেরি করল না দিমিদি, ঝাপিয়ে পড়ল কমান্ডার হিউটনের উপর। ভয়ানক এক ঘুষি বসিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকল, তু..তু..তুমি হিমিসকে ধ্বংস করতে চাও। এত বড় সাহস! আমার জীবন থাকতে আমি কখনও..

কথা শেষ করতে পারল না দিমিদি। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক নিরাপত্তা সদস্যের লেসার রশ্মি দিমিদের মস্তিষ্ককে ফুটো করে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তেই নিথর হয়ে গেল দিমিদির লাল আভার দেহটা।

কমান্ডার হিউটন উঠে বসে বললেন, লাল মানবদের মানসিকতাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে সে ওরা হিমিস ছাড়া কিছু বুঝে না। আমরা বোধহয় কোনোভাবেই কোনো লাল মানবের সহায়তা পাব না।

পাশে দাড়ানো নিরাপত্তা সদস্য বলল, স্যার ঠিকই বলেছেন। এখন পর্যন্ত আমরা কোনো লাল মানবের সহায়তা পাইনি।

হু আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে জানি না। এমনিতেই ওদের পাওয়া কঠিন।

সাধারণ মানুষেরা ওদেরকে পেলে সাথে সাথে হত্যা করে। এজন্য ওদের পাওয়া কঠিন।

ওদের হত্যা করাটা কি বন্ধ করা যায় না?

কীভাবে সম্ভব? এদের চামড়া এতটাই পাতলা যে সূর্যের আলো মাংস পর্যন্ত পৌছে যায়। কয়েকদিন আগে মানুষেরা ওদের একজনকে ধরে শুধু রোদে রেখে দিয়েছিল। তাতেই মৃত্যু ঘটেছিল ঐ লাল মানবের। শরীরটা নাকি একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল।

সংবাদটা আমি পত্রিকায় পড়েছি। আমরা কি লাল মানব হত্যা নিষিদ্ধ করতে পারি না?

স্যার সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। তাহলে দেখা যাবে উলটো ওরাই মানুষকে হত্যা করতে শুরু করেছে। ঠিক কিছুক্ষণ আগে দিমিদি এরকম এক কাজই করার চেষ্টা করছিল। আপনি ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন অথচ ওই আপনাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে। এর আগে আমরা কয়েকজনকে আটক করে রেখেছিলাম। শেষে ওদের মধ্যে কয়েকজন আত্মহত্যা পর্যন্ত করল। এখন যারা বেঁচে আছে তারা সংরক্ষণাগারে আছে কিন্তু কোনো তথ্য দিচ্ছে না। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে খুব দ্রুত ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না। ওদের সাহায্য করতে গেলে উলটো আমাদেরই বিপদ হবে।

কমান্ডার হিউটন একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দিমিদির নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হিমিস সত্যি ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। কোনোভাবেই আমরা ওর অবস্থান জানতে পারছি না।

তা ঠিক স্যার। অবস্থান জানতে পারলে একটা না একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। পরিস্থিতি এখন এমন যে আমরা হিমিসের লাল জগতে প্রবেশ পর্যন্ত করতে পারছি না।

হ্যাঁ, অনেকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওদের আস্ড়নার অনেকাংশ গুড়িয়ে দিয়েও লাভ হয়নি। আবার নতুন করে তৈরি করে ফেলেছে। কারণ ওর হাজার হাজার রোবট আছে। এগুলো মাটির গভীরে এ ধরনের আশ্রয়স্থল বা আস্ড়না তৈরিতে খুবই পারদর্শী। কাজেই হিমিসের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। হিমিস বোধহয় সবসময় নতুন নতুন আশ্রয়স্থল তৈরি করতে থাকে।

ওকে তৈরি করার সময় এমনই ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

আর সেই ক্ষমতারই অপব্যবহার করছে ও।

শুধুই কি অপব্যবহার স্যার। মানব জাতিকে প্রায় বিলুপ্ত করে ফেলছে।

তাই তো। সারা পৃথিবীতে এখন আর কত মানুষ বেঁচে আছে? খুব বেশি হলে দশ লক্ষ। অথচ এখন থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও এক হাজার কোটি মানুষ ছিল। সবাইকে হত্যা করেছে হিমিস। এখন এই দশ লক্ষ মানুষের পিছনে লেগেছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট অবশ্য ভালো একটা উপায় অবলম্বন করছেন। এই দশ লক্ষ মানুষকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। হিমিস্ চাইলেও এখন আর সবাইকে একত্রে হত্যা করতে পারবে না।

হত্যা করতে হলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

তাতে সম্পূর্ণ পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমার মনে হয় না হিমিস সেই ঝুকি নেব। কারণ পারমাণবিক বিস্ফোরণে ও প্রায় পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করেছিল। বাকি আছে শুধু এই দশ লক্ষ। যে কোনো কারণেই হোক হিমিস সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করবে না। করতে চাইলে আবার সে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাত।

সেক্ষেত্রে হিমিসও টিকে থাকতে পারবে না। আবার বিশ্বাস হিমিস যদি আবার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তাহলে প্রেসিডেন্টও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর অনুমতি দেবেন। সেক্ষেত্রে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সেই সাথে হিমিসের অধ্যায়েরও সমাপ্তি ঘটবে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণে যদি সকল মানুষের মৃত্যু ঘটে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে হিমিসের সক্রিয় থাকার আর গুরুত্ব থাকল কোথায়?

আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। এটা বোধহয় হিমিসও বুঝতে পেরেছে। এজন্য ও আর পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে না।

অন্য কারণও থাকতে পারে।

পারে স্যার। তবে সে ব্যাপারে আমাদের কাছে তেমন কোনো তথ্য নেই।

হিমিসের অনেক তথ্যই এখন আমাদের কাছে নেই। দিনে দিনে ও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে ওর আচরণ। ওর এই নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতা কোথায় যেয়ে যে শেষ হবে তা আমি বুঝতে পারছি না।

নিরাপত্তা সদস্য এবার বলল, স্যার আপনি ভাববেন না। আমার বিশ্বাস কোনো না কোনোভাবে আমরা হিমিসকে পরাজিত করতে পারব। এ মুহূর্তে হয়তো আমাদের হাতে কোনো উপায় নেই। তবে সুযোগ এবং সময় একসময় আসবেই।

আমরা সেই সুযোগ এবং সময়ের অপেক্ষায় আছি।

আমার বিশ্বাস পৃথিবী আবার তার আগের সেই রূপ ফিরে পাবে। এখন যেমন আমাদের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাইকে হিমিসের ভয়ে সবসময় প্রতিরক্ষা পোশাক পরে থাকতে হয়, তখন আর থাকতে হবে না। আমরা মনের আনন্দে, মহাসুখে ছুটে বেড়াতে পারব উন্মুক্ত আকাশের নিচে কিংবা সবুজ বনের মধ্যে।

তাই যেন হয়।

ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন কমান্ডার হিউটন। তবে কেন যেন তিনি মনে শান্তি পেলেন না।

৩

নিয়ন তার কক্ষে বিছানার উপর শুয়ে আছে। তার চোখ ঠিক তার মাথার উপর আটটি ক্লোজ সার্কিট বা সিসিটিভি ক্যামেরার উপর। তাদের প্রত্যেকের কক্ষেই এরকম সিসিটিভি ক্যামেরা বসান আছে। এগুলোর উদ্দেশ্য নাকি তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করা, যদি কেউ তাদের আক্রমণ করতে আসে তাহলে এই ক্যামেরার সাহায্যে প্রতিরক্ষা রোবট দেখতে পাবে এবং তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু রিটি নামের যে লাল মানবকে কয়েকদিন আগে হিমিস হত্যা করেছে, সেই রিটি বলত এই ক্যামেরা দিয়ে নাকি তাদের উপর নজর রাখা হয়। তারা কখন কি করে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। হিমিস তার নিজের স্বার্থের জন্য এই কাজগুলো করে এবং কেউ যদি তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু বলে বা করে তাহলে সে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। কথাগুলো নিয়নের কখনও বিশ্বাস হত না। হিমিসের প্রতি তার অগাধ আস্থা, বিশ্বাস। তবে কেন যেন হিমিসের রিটিকে হত্যার ব্যাপারটা সে মেনে নিতে

পারছে না। তার মনে হচ্ছে কোথাও যেন কোনো গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, যা তারা লাল মানবেরা জানে না এবং কখনও জানতেও পারবে না।

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শুনে নিয়ন বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলতে দেখে নিম্ন বুদ্ধিমাত্রার একটি রোবট দাঁড়িয়ে আছে। রোবটটি তার হাতে একটি লাল খাম ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। লাল খাম দেখে কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল নিয়ন। এই খামের অর্থ সে বোঝে, তাকে যুদ্ধে যেতে হবে। এই যুদ্ধে হয় সে মৃত্যুবরণ করবে, নতুবা বেঁচে ফিরে আসবে। বেঁচে ফিরে এলে তার অবস্থান হবে লাল জগতের দ্বিতীয় স্ড়রে। দ্বিতীয় স্ড়রের জীবন প্রথম স্ড়রের থেকে অনেক বেশি আনন্দের আর সুখের। লাল জগতে তাদের জন্য মোট তিনটি স্ড়র আছে। প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তর। প্রথম স্ড়র হলো তারা বর্তমানে যে স্ড়রে আছে সেটি, দ্বিতীয় স্ড়র হল এক ধাপ উপরে। যুদ্ধে জয়ী লাল মানবদের অবস্থান হয় দ্বিতীয় স্ড়রে। আর তিনটি যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পারলে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্ড়রে উন্নীত হওয়া যায়। সেক্ষেত্রে জীবন হয় আরও আনন্দের, আরও মধুর। তবে কেউ একবার দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হলে আর কখনও বর্তমান বা প্রথম স্ড়রে ফিরে আসতে পারে না। একইভাবে সর্বোচ্চ স্ড়রে উন্নীত হলে আর দ্বিতীয় স্ড়রে ফিরে আসা যায় না। এজন্য বর্তমান বা প্রথম স্ড়র থেকে যুদ্ধ করে যারা দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হয়েছে তাদের সাথে নিয়ন কিংবা প্রথম স্ড়রের কোনো লাল মানবের কখনও দেখা হয়নি।

নিয়ন তার বিছনায় বসে খামটি খুলল। তারপর পড়তে শুরু করল চিঠিটি,

প্রিয় নিয়ন,

তুমি খুব সৌভাগ্যবান যে তুমি পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন অভিযানের জন্য মনোনিত হয়েছ। চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য আগামী রোববার তুমি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে উপস্থিত থাকবে। আমি আশা করছি তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে এবং তোমার জীবন দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হবে।

কিকিট।

নিয়ন চিঠিটি আরও কয়েকবার পড়ল। তারপর রেখে দিল টেবিলের উপর। তার মনে হচ্ছে চিঠিটিকে সে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। কারণ তার যুদ্ধে যেতে ইচ্ছে করছে না। যুদ্ধে গেলে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এরকম একটা ভয় তার মধ্যে কাজ করছে, অথচ তার এখন মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তারপরও তাকে যুদ্ধে যেতে হবে এবং তা হিমিসের ইচ্ছেয়। একটুও এদিক ওদিক করার উপায় নেই। করলে নিশ্চিত কঠিন শাস্তি। শুধু তাই না, হিমিসের কোনোকিছুর প্রতিই অসম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। অসম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রেও প্রত্যেক ক্ষেত্রে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এজন্য চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত সে নিতে পারল না। অবশ্য সিদ্ধান্ত নিলেও কাজটা সে করতে পারত না। কারণ তার আগুন জ্বালানোর কোনো ক্ষমতা নেই। এখানকার সকল ক্ষমতা শুধুই রোবটদের। রোবটেরা যা বলে তা তাদেরকে পালন করতে হয়। মাঝে মাঝে তার এত বাধ্যবাধকতা ভালো লাগে না। মনে হয় ছুটে কোথাও পালিয়ে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে? তাদের তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। ভূ-গর্ভে থাকলে এই লাল জগতেই থাকতে হবে। আর পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে গেলে মানুষের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাজেই তাদের এখানে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই ভালো না লাগলেও তারা এখানে আছে এবং এখানেই তাদের থাকতে হবে। তারপর একসময় তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই হচ্ছে তাদের জীবন চক্র।

নিয়ন যখন এসব ভাবছে তখন ডিউক ভিতরে প্রবেশ করল। ডিউক হলো তার পাশের রুমের লাল মানব। হিমিস তাদের দুজনকে একই দিনে সৃষ্টি করেছে। ডিউকের সাথে নিয়নের সম্পর্ক খুবই ভালো। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ডিউক ভিতরে ঢুকে বলল, বন্ধু নিয়ন, আমাকে তো যুদ্ধে যেতে হবে।

পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখলের জন্য, তাই না?

হ্যাঁ। তুমি জানলে কীভাবে?

সেদিন হিমিস তার ভাষণে বলেছিল। তাছাড়া আমিও চিঠি পেয়েছি।

তাই নাকি! উৎফুল- কণ্ঠে বলল ডিউক।

হু।

তাহলে তো ভালোই হলো। দুজন একসাথে থাকতে পারব।

এবং একসাথে মৃত্যুবরণ করব।

সে কী! এ কথা বলছ কেন?

যুদ্ধে গেলে তো মরতেই হবে। বলল নিয়ন।

বেঁচেও তো থাকতে পারি।

সম্ভাবনা কতটুকু?

অর্ধেকের বেশি। কিকিট তো বলেছিল পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমরা ষাট ভাগেরও বেশি যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। আর জয়ী সবাই লাল জগতের দ্বিতীয় স্ড়রে বসবাস করছে। আমাদের ভাগ্য ভালো হলে আমরাও দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হব।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সেরকম কিছু ঘটবে না।

কেন মনে হচ্ছে?

আমি জানি না। মনে হচ্ছে কোথাও যেন কোনো কিন্তু আছে।

কিন্তু আছে?

হ্যাঁ। কিন্তু সেটা যে কি তা আমি ধরতে পারছি না।

তুমি কি বলতে চাচ্ছ হিমিস কিছু গোপন করছে?

হতে পারে।

এভাবে কথা বলাটা হিমিসের বিরুদ্ধাচরণ হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের শাস্তি পেতে হবে। তার থেকে বরং আমরা এভাবে চিন্তা করি যে আমরা খুব দ্রুত দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হতে যাচ্ছি।

সময়টা যে খুব দ্রুত তা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?

সামনে আমাদের চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ। যতটুকু জেনেছি এই প্রশিক্ষণ মাত্র সাতদিন হয়। তারপর আমাদেরকে যুদ্ধে পাঠানো হবে। যুদ্ধ আর কতদিনই বা স্থায়ী হবে। দুই কিংবা তিন দিন। তারপরই তো আমাদের শান্তি। কারণ আমরা দ্বিতীয় স্ড়রে উন্নীত হব।

নিয়ন ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সেরকম হলে তো ভালোই হয়। যাইহোক, চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য আমাদেরকে কি সাথে করে কিছু নিতে হবে?

না নিতে হবে না। প্রশিক্ষণ একাডেমি থেকে সবকিছু দেয়া হবে।

নিয়ন একটু সময় নিয়ে বলল, ডিউক, তুমি কী একটা বিষয় ভেবে দেখেছ?

কোন্ বিষয়?

আমাদের জন্ম হয়েছে দু'বছর হলো। এই দু'বছর আমরা যা করেছি তা হলো শুধু যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আর এখন চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছি। আর্থাৎ আমাদের জীবনে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, যুদ্ধই আমাদের ব্রত, যুদ্ধই আমাদের জীবন।

আমি এতটা গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। দ্বিতীয় স্ড়রে উঠার একটা সুযোগ এসেছে সেটা ভেবে আমি আনন্দ পাচ্ছি। এই আনন্দ নিয়েই আমি থাকতে চাই।

আমি যদি তোমার মতো আনন্দিত হতে পারতাম সত্যি খুব সুখী হতাম। কিন্তু কেন যেন আনন্দিত হতে পারছি না। মনে কেমন যেন সংশয়।

ডিউক তাড়াতাড়ি বলল, তুমি এভাবে কথা বলো না। তোমার কথার ধরণ লাল জগতের নিয়মকে লঙ্ঘন করছে বলে আমার মনে হচ্ছে। তুমি জানো হিমিসের কোনো কিছু নিয়ে কোনোরকম সংশয় প্রকাশ করার উপায় নেই। এটা অনেক বড় অপরাধ।

ঠিক আছে, আমি আর সংশয় প্রকাশ করব না। এখন বলো, আমাদের করণীয় কি?

কিছুই করার নেই। রোববার আসতে তিনদিন বাকি। এই তিন দিনে নিজেরা মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নেব। পাশাপাশি সবার সাথে আনন্দ-ফুর্তি করে সময় কাটাব। কারণ যুদ্ধে গেলে কেউ আর এই স্ড়রে ফিরে আসে না। কাজেই আমাদের উচিত হবে এই দিনগুলো এই স্তরের সবার সাথে হাসি আর আনন্দে কাটিয়ে দেয়া। এজন্যই বলছি চলো ক্যান্টিনে যাই, কিছুক্ষণ হাসি তামাসা করে কাটিয়ে আসি।

নিয়ন সম্মতি জানিয়ে বলল, ঠিক আছে চলো। কিন্তু এখন কি ওখানে কাউকে পাব?

অবশ্যই পাব। চিঠির কথা এতক্ষণ সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। সবাই তাই ক্যান্টিনে যাবে আলোচনা করার জন্য।

চলো তাহলে যাই।

নিয়ন এবং ডিউক ক্যান্টিনে এসে দেখে সেখানে আরও অনেক লাল মানব এসে জড়ো হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন যারা পরবর্তী যুদ্ধে যাচ্ছে তাদের সহজেই সনাক্ত করা যাচ্ছে। কারণ যারা যাবে তাদেরকে ঘিরে আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে এবং নানারকম প্রশ্ন করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে নিয়ন এবং ডিউকের পাশেও কয়েকজন লাল মানব জড়ো হয়ে গেল। এদের মধ্যে একজন হলো টুনিন। টুনিন, নিয়ন আর ডিউকের উদ্দেশে বলল, আচ্ছা, তোমরা যুদ্ধে জিতলে না হারলে তা আমরা জানব কীভাবে?

হিমিস তোমাদের জানাবে।

তোমরা বেঁচে থাকলে তোমাদের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারব না। এমন কি আমাদের আর দেখা হবে না, এটাই দুঃখ।

ডিউক বলল, হয়তো হবে। আমরা যদি বেঁচে থাকি এবং তুমি যদি তোমার যুদ্ধে জয়ে হয়ে দ্বিতীয় স্তরে আসতে পার তাহলে অবশ্যই দেখা হবে।

কি একটা বিশ্রী ব্যাপার। প্রথম আর দ্বিতীয় স্তরের মধ্যে ই-মেইলে পর্যন্ত যোগাযোগ করা যায় না।

এবার নিয়ন বলল, এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। ই-মেইলের কেন্দ্রিয় সার্ভার একটাই হয়।

হতে পারে এক্ষেত্রে প্রথম আর দ্বিতীয় স্তরের সার্ভার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

হিমিস এত ঝামেলা করতে যাবে কেন?

সেটা একমাত্র হিমিসই বলতে পারবে। হিমিসকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি থাকত তাহলে আমরাই হিমিসকে সৃষ্টি করতাম।

টুনিন এর কথা শেষ হতে দুটো রোবট এসে হাজির হলো। রোবট দুটোর মধ্যে একটি টুনিনকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি কিছুক্ষণ আগে কি বলেছ?

টুনিন ভয়ে ভয়ে বলল, কি বলেছি?

বলেছ তুমি হিমিসকে সৃষ্টি করেছ।

না আমি তা বলিনি। আমি বলেছি হিমিস অত্যন্ত জ্ঞানী। হিমিসকে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। যদি থাকত তাহলে আমরাই হিমিসকে সৃষ্টি করতাম।

না, তুমি বলেছ তুমি হিমিসকে সৃষ্টি করেছ। হিমিসকে সৃষ্টি করার মতো ক্ষমতা দেখানোর ধৃষ্টতা তুমি দেখালে কীভাবে? তোমাকে এখনই আটক করা হচ্ছে। তোমাকে তোমার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

টুনিন প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে বলল, তুমি আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছ।

সেটা তোমার বিচারের সময় দেখা যাবে। আপাতত আমাদের সাথে চলো। তোমার আর লাল মানবদের মাঝে থাকার কোনো অধিকার নেই।

তুমি অহেতুক আমাকে দোষারপ করছ।

অন্য একটি রোবট এবার ধমকে উঠে বলল, আর কথা নয়। তুমি এখনই আমাদের সাথে যাবে। আর একটা কথা বলেছ তো তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কাজে বাধাদানের নতুন একটি অভিযোগ উত্থাপন করা হবে।

তোমরা আমার সাথে অন্যায় আচরণ করছ।

আমি তোমার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এবং নতুন একটি অভিযোগ উত্থাপন করলাম। আর তা হলো, রোবটের নির্দেশনা না মানা এবং রোবটকে চ্যালেঞ্জ করা। আর কথা নয়, এবার চলো। অতিরিক্ত কথা তোমার শাস্তিকে যেমন প্রলম্বিত করবে তেমনি মৃত্যুকে অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক করবে।

ভয়ে টুনিনের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। আশেপাশে আরও যারা জড়ো হয়েছিল তারাও ভয়ে কোনো কথা বলল না। টুনিনকে তাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

নিয়ন একেবারে চুপ হয়ে গেছে। অবশ্য এভাবে চুপ হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। কার সাধ্য আছে এখানে রোবটের সাথে তর্ক করে, রোবটের কথার বাইরে যায়। হিমিস যে লাল মানবদের থেকে রোবটদেরই বেশি ভালোবাসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টি পূর্বে নানাভাবে হিমিস প্রমাণ করেছে। একবার তো এক লাল মানব এক রোবটকে ধাক্কা মারার অপরাধে লাল মানবের হাত দুটো সবার সামনে কেটে নেয়া হয়েছিল। হাত দুটো আবার কেটেছিল ঐ রোবট যাকে

লাল মানব ধাক্কা দিয়েছিল। দৃশ্যটা ছিল খুবই হৃদয়বিদারক এবং লোমহর্ষক। কিন্তু কারোর কিছু করার ছিল না। চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়েছে শুধু। এমন কি চোখ বন্ধ করার উপায়ও ছিল না। চোখ বন্ধ করলে উপরের সিসিটিভি ক্যামেরায় তা ধরা পড়ত। হিমিস তা বুঝতে পারলে একেবারে তুলকালাম কান্ড ঘটিয়ে ফেলত। দেখা যেত হয়তো চোখ দুটো খুঁচিয়ে তুলে নিচ্ছে।

টুনিনকে নিয়ে যাওয়ার পর নিয়ন আর ক্যান্টিনে থাকল না। সে পা বাড়াল তার কক্ষের উদ্দেশে।

পিছন থেকে ডিউক বলল, নিয়ন কোথায় যাচ্ছ?

আমি আমার কক্ষে যাচ্ছি।

আমরা তো ক্যান্টিনে সময় কাটাতে চেয়েছিলাম।

এখন আমার ইচ্ছে নেই।

ইচ্ছে অবশ্য কারোই নেই। সবাই যে মন-মানসিকতা নিয়ে এখানে এসেছিল টুনিন এর প্রতি রোবট দুটোর আচরণ সবার সেই মান-সিকতাকে নষ্ট করে দিয়েছে, যেমন দিয়েছে নিয়নের। লাল জগতে এটা নতুন কিছু নয়। রোবটদের নির্মম আর অযৌক্তিক আচরণ প্রায়ই তাদের মেনে নিতে হয়। মেনে না নিয়েও উপায় নেই। কারণ রোবটদের সাথে তারা কখনও পেরে উঠে না। শেষ পর্যন্ত হিমিসের কাঠগড়ায় তাদের পরাজয়ই ঘটে। এজন্য সবকিছুকে মুখ বুঝে সহ্য করাকেই তারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে, ঠিক আজ যেমন করছে।

এরকম ভাবতে নিয়নের মনে হলো এর চেয়ে বরং যুদ্ধে যেয়ে মৃত্যুবরণ করাই ভালো। সেখানে মানুষের সাথে সমানে সমানে লড়াই হয়। এখানকার রোবটদের মতো অযৌক্তিক আর পক্ষপাতিত্বমূলক যুদ্ধ সেখানে হয় না। সেখানে হয় সত্যিকারের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। কিন্তু বেঁচে থাকলে যে তাকে আবার এখানে এই লাল জগতেই ফিরে আসতে হবে। এরকম ভাবতে নিয়নের বুক চিরে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

৪

এক সপ্তাহ প্রশিক্ষণ শেষ প্রায়। কিছুক্ষণ পর শেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্লাসটি নেবে রোবট কিকিট। এ ক'দিনে নিয়ন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করছে প্রশিক্ষণ শেষ হোক। কিন্তু প্রশিক্ষণ যেন আর শেষ হয় না। এক কথায় প্রশিক্ষণ ছিল ভয়ানক। মাঝখানে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তাকে দু'দিন পানি না খেয়ে থাকতে হয়েছে। সময়টা যে কী কষ্টের ছিল সে তা বোঝাতে পারবে না। তার থেকেও কষ্টের ছিল গত সাত দিন সে কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে কারো সাথে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলে তাদের কাটাতে হয়েছে। তারা মোট দশ জন ছিল। একজন প্রশিক্ষণের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। এখন আছে নয়জন। নয়জনই ভয়ানক কষ্টের মধ্যে আছে। প্রশিক্ষণ শেষ হলে তারা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

ডিউক নিয়নের ঠিক পাশে বসে ছিল। নিয়নকে কিছু ভাবতে দেখে সে বলল, কি ভাবছ নিয়ন?

ভাবছি প্রশিক্ষণ এত কষ্টের হলে যুদ্ধ কত না কষ্টের হবে!

অতটা কষ্টের হবে না।

কীভাবে বলছ?

কারণ তখন আমরা আমাদের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করব। জীবনের মায়াটা খুব বড়। জীবন বাঁচানোর জন্য কোনো কষ্টই কখনও কষ্ট মনে হয় না।

তুমি দেখি এখনও যুদ্ধকে খুব স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছ?

ডিউক মৃদু হেসে বলল, না স্বাভাবকিভাবে নিচ্ছি না। বুকের মধ্যে অনেক কষ্ট জমা রেখে তারপর বলছি। যুদ্ধে আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এখন আর কোনো বিকল্প নেই। যুদ্ধে আমাদের যেতেই হবে। না গেলে আমাদের যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে দেয়া হবে। তখন জীবন বাঁচাতে আমরা এমনিতেই যুদ্ধ করব।

কেন তোমার এমন মনে হচ্ছে?

আমাদের আগে যারা এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে এসেছিল বা নিয়েছিল তাদের কেউ প্রথম স্তরে ফিরে যায়নি। নিশ্চয় আমাদের মতো তাদের অনেকের মনেও যুদ্ধ না করার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত তাদের যুদ্ধে যেতেই হয়েছিল। তা না হলে আমরা তাদের প্রথম স্তরে ফিরে আসতে দেখতাম। আমাদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না। যুদ্ধে আমাদের যেতেই হবে।

কিন্তু তারপর কি হবে?

ঐ যে সেই আগের কথা, আমরা দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হব। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো?

কি মনে হয়?

দ্বিতীয় স্তর বলতে আসলে কিছু নেই।

তাহলে আমাদের কি হবে?

আমি জানি না।

নিয়ন কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিকিট ভিতরে প্রবেশ করায় সে বলতে পারল না। কিকিট সামনের ডায়াসে এসে সবার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, তোমরা সবাই কেমন আছ?

ভালো। একযোগে কৃত্রিম উত্তর দিল সবাই।

চমৎকার। কিন্তু আমি জানি তোমরা ভালো নেই। ভালো থাকার কথাও নয়। তোমাদের উপর দিয়ে খুব ধকল যাচ্ছে। কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে তোমাদের। সবচেয়ে কঠিন যে প্রশিক্ষণ তা হলো তরবারি দিয়ে যুদ্ধ শেখা। সেটাই তোমাদের শিখতে হচ্ছে। তাই না?

হু। আবারও এসাথে জবাব দিল সবাই।

কিকিট আবার বলতে শুরু করল, সত্যি কথা বলতে কি কষ্ট তোমাদের করতেই হবে। তারপর আসবে সুখ। কারণ এটাই নিয়ম যে কষ্টের পর সুখ আসে। কষ্ট না করলে সুখের অনুভূতিটা ঠিক বোঝা যায় না। যাইহোক, তোমাদের এই ক্লাস শুরু হবে চরম নিষ্ঠুরতা দিয়ে। এই নিষ্ঠুরতা এ কারণে যে এটা থেকে তোমরা শিক্ষা নেবে। যুদ্ধের ময়দানে অনেকেই তোমরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেল, অনেকেই তোমাদের নীতির কথা ভুলে যাও। এরকম যেন না ঘটে এজন্য এ ব্যবস্থা। তোমাদের সবার নিশ্চয় টুনিনের কথা মনে আছে?

হ্যাঁ আছে। একসাথে উত্তর দিল সবাই।

টুনিন হিমিসকে সৃষ্টি করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল। এজন্য হিমিস তাকে মৃত্যুন্ড দিয়েছে। তার মৃত্যুটা এখন তোমাদের সামনে হবে। তবে মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু হবে না। হবে খুব যন্ত্রণাময় নিষ্ঠুর মৃত্যু।

এটুকু বলে কিকিট একটু থামল। ততক্ষণে একটি ট্রলির মতো টেবিলের উপর টুনিনকে শোয়া অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। টেবিলের সাথে টুনিনের চার হাত পা শক্ত করে বাঁধা। তার মুখটাও বাঁধা যেন কোনো কথা বলতে না পরে। চোখ দুটো অবশ্য খোলা। আর সেই চোখ দিয়ে সে যেন কিছু বোঝাতে চাচ্ছে, কিন্তু বলতে বা বোঝাতে পারছে না।

টুনিনকে এরকম অবস্থায় দেখে নয় জন লাল মানবের প্রত্যেকেই থমকে গেল। মুখে কেউ তারা কিছু বলতে সাহস পেল না। তাই অসহায়ভবে চুপচাপ বসে থাকল।

এদিকে সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে কিকিট বলল, আমি তোমাদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা সত্য যে তোমরা বুঝতে পারছ টুনিন এর এই শস্তি প্রাপ্য ছিল। যাইহোক, এখন মূল প্রসঙ্গে আসছি। আর তা হলো টুনিনের মৃত্যু কীভাবে হবে সেই উপায় নির্ধারণ করা। তোমরা সবাই অবগত আছ আমাদের শরীর সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। সূর্যের আলো শরীরের উপর পড়লে কি অবস্থা হয় সেটাই তোমরা এখন দেখবে। টুনিনকে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক ফোটা পানিও দেয়া হয় নি। এখন তার শরীরের উপর বিশেষ লাইটের সাহায্যে সূর্যের আলোর মতো আলো ফেলা হবে। এই আলোর উত্তাপে ধীরে ধীরে খুব যন্ত্রণাদয়ক মৃত্যু ঘটবে তার। তীব্র যন্ত্রণা আর কষ্টে শরীর মুষড়ে উঠলেও মুখ দিয়ে টু শব্দ করতে পারবে না সে। কারণ তার মুখ বাঁধা। শুধু তাই না, এক ফোটা পানি পর্যন্ত চাইতে পারবে না, হা... হা ....হা।

কিকিটের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দুটো রোবট বড় দুটো লাইট টুনিনের শরীর থেকে এক ফুট উচুতে ঝুলিয়ে দিল। লাইটের উত্তাপ শরীরে ছড়িয়ে পড়তে যন্ত্রণায় মুষড়ে উঠল টুনিন। টুনিনের শারীরিক যন্ত্রণা দেখে আবারও হেসে উঠল কিকিট। তারপর বলতে শুরু করল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কীভাবে টুনিন যন্ত্রণা ভোগ করছে। ঠিক একইভাবে তোমরাও যন্ত্রণাভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে যদি না হিমিসের নির্দেশ শোনো। আর যুদ্ধের ময়দানে যদি সত্যি মানুষের হাতে আটক হও তাহলে আমি নিশ্চিত টুনিনের মতো দশা হবে তোমাদের। কারণ মানুষেরা লাল মানবদের ধরতে পারলে টুনিনের মতো হাত পা বেঁধে রোদে ফেলে রেখে হত্যা করে। কাজেই মানুষের নিকট

পরাজিত হয়ে সীমাহীন নরক যন্ত্রণা ভোগ না করে বরং যুদ্ধে জয়ী হতে চেষ্টা করবে। আর জয়ী হলেই তোমাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এই নতুন অধ্যায়টা কি তোমরা জানো। লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া। অবশ্য এটা সত্য দ্বিতীয় স্তরে কি আছে তোমরা তা জানো না। কারণ দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে জানার অধিকার তোমাদের ছিল না। এখন অবশ্য কিছুটা অধিকার তোমাদের হয়েছে, কারণ তোমরা যুদ্ধে যাচ্ছ। সেই অধিকারের কারণেই দ্বিতীয় স্তরে তোমরা কি সুবিধা ভোগ করবে তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। কী, তোমরা শুনতে চাও?

হ্যাঁ শুনতে চাই।

একসাথে সকল লাল মানব উত্তর দিল। তবে তাদের উত্তর শুনে বোঝা গেল উত্তরে কোনো প্রাণ নেই। শুধু বলার জন্য বলেছে।

কিকিট এবার বলতে শুরু করল, সত্যি কথা বলতে কি লাল জগতের দ্বিতীয় স্তর তোমাদের জন্য হবে চরম এক বিস্ময়। আর তৃতীয় স্তর হবে মহাবিস্ময়। দ্বিতীয় স্তরে তোমরা যে সকল সুযোগ সুবিধা পাবে তার প্রত্যেকটি তোমাদের বিস্মিত করবে। এতটাই বিস্মিত করবে যে তোমরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। যে কথা বলছিলাম, দ্বিতীয় স্তরে তোমরা কি সুযোগ সুবিধা পাবে? সবচেয়ে যে বড় একটি সুবিধা পাবে তা হলো নারীর সান্নিধ্য পাওয়া।

কথাটা শোনামাত্র সবাই নড়েচড়ে বসল।

ব্যাপারটা লক্ষ করল কিকিট। এবার সে বলল, তোমরা কোনোদিন কোনো নারীকে দ্যাখোনি। এমন কি কোনো নারীর ছবি পর্যন্ত দ্যাখোনি। আজ দেখবে। নারী যেমন সুন্দর তেমনি কুৎসিত। দ্বিতীয় স্তরের নারীরা হলো তোমাদের জন্য সুন্দর। আর পৃথিবীর নারীরা তোমাদের জন্য কুৎসিত, ভয়ংকর। কাজেই যুদ্ধের সময় পৃথিবীর কোনো নারী কর্তৃক কখনও প্রলোভিত হবে না। নারীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা তোমাদের আকৃষ্ট করবে, মোহিত করবে, হয়তো পাগল করে ফেলবে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ তোমাদের মনে রাখতে হবে হিমিস লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরে তোমাদের জন্য নারী সঙ্গের ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু তোমরা যদি পৃথিবীতে নারী সঙ্গ উপভোগ করো বা করার চেষ্টা করো তাহলে নিশ্চিত তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। কারণ পৃথিবীর নারীরা ছলনাময়ী, ডাইনী। অনেক লাল মানব পৃথিবীর নারীদের ফাঁদে পা দিয়ে শেষ পর্যন্ত করুন মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা চাই না তোমারাও সেই ফাঁদে পা দাও।

একটু থেমে কিকিট আবার বলতে থাকল, এখন তোমরা তোমাদের সামনে ত্রিশ জন নারীকে দেখবে। এই ত্রিশ জন নারীর প্রত্যেকের নাম যার যার শীরের উপর লেখা থাকবে। তোমরা এই ত্রিশ জনের মধ্যে থেকে যার নাম তোমার সামনের কাগজের উপর লিখবে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তাকেই পাবে। দুইজন একই নারীর নাম লিখলে টস্ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এখন নারীরা একে একে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। তোমরা চিন্তা ভাবনা করে তারপর তাদের নাম লিখবে। তোমাদের জানার জন্য বলছি, তোমাদের মতো এই নারীদেরও হিমিস সৃষ্টি করেছে। তোমরা যেমন লাল মানব, এরা হলো লাল মানবী। তোমাদের সাথে এদের পার্থক্য হলো এরা তোমাদের থেকে বেশি সৌভাগ্যবান। কারণ এদের যুদ্ধে যেতে হয় না এবং এরা সবাই দ্বিতীয় স্তরের বাসিন্দা। তবে এটা সত্য, তোমরা যদি সত্যি যুদ্ধে জয়ী হতে পারো, তাহলে তোমরা এই নারীদের থেকেও সৌভাগ্যবান হবে। কারণ তোমার নারী তোমার হুকুমের দাস হয়ে থাকবে। এমন কি ইচ্ছে করলে তোমরা তাদের সাথে শারীরিক, জৈবিক সম্পর্কও স্থাপন করতে পারবে - এত বড় সুযোগ তোমরা কেন গ্রহণ করবে না? তাই আমার অনুরোধ, তোমরা পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখল করে যুদ্ধে জয়ী হবে এবং দ্বিতীয় স্তরের জীবন উপভোগ করে চরম সুখ আর আনন্দ লাভ করবে।

কিকিটের কথা শুনে সবাই যেন একেবারে ভিন্ন জগতে চলে গেল। তারপর সত্যি যখন একজন একজন করে স্বল্পবসনা মেয়ে এসে সামনে দাঁড়াতে লাগল তখন তাদের বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পেয়ে গেল। এমন কি একপাশে পড়ে থাকা টুনিনের কথা পর্যন্ত ভুলে গেল তারা। নিয়ন কিংবা ডিউকের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটল না। বড় বড় চোখে দেখতে লাগল সামনে এসে দাঁড়ানো অপূর্ব সুন্দর লাল মানবীদের।

লাল মানবীদের উপস্থিতির সময়টা খুব দ্রুত কেটে গেল। নয় জন লাল মানবের কারোর জীবনেই লাল মানবী দেখার মতো এত সুন্দর আর আনন্দময় মুহূর্ত আগে কখনও আসেনি। সবার মনে হচ্ছির আর কিছুক্ষণ যদি ওরা থাকত। কিন্তু ওরা থাকল না। যেমন হঠাৎ ওরা এসেছিল

তেমনি হঠাৎই চলে গেল। আর এই চলে যাওয়াটা যেন কেউই মেনে নিতে পারল না। তাই তো উৎসুক হয়ে তারা এখনও ওদের চলার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা খুব ভালোমতো লক্ষ করল কিকিট। সে বলল, লাল মানবীদের শুধু দেখেই এই অবস্থা। কাছে পেলে তোমাদের কি হবে চিন্তা করতে পারছ! তোমরা কি ওদেরকে কাছে পেতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

এবারও একসাথে উত্তর দিল সবাই। তবে আগের তুলনায় সবার গলায় জোর অনেক বেশি। বোঝা যাচ্ছে মন থেকেই কথাগুলো বলেছে সবাই।

কিকিট বলল, তোমরা খুব সৌভাগ্যবান যে তোমরা দুজনে একই লাল মানবীর নাম লেখনি। এখন তোমাদের অপেক্ষার পালা। যত দ্রুত তোমরা তোমাদের যুদ্ধ শেষ করে লাল জগতে ফিরে আসতে পারবে তত দ্রুত তোমরা লাল মানবীদের সঙ্গ পাবে। এখন বলো, তোমরা কি তোমাদের যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে চাও?

হ্যাঁ চাই। খুব দ্রুত।

একসাথে চিৎকার করে উঠে বলল সকল লাল মানব।

চমৎকার। এই তো তোমাদের মধ্যে উদ্যম আর শক্তি ফিরে এসেছে। আমার বিশ্বাস এই উদ্যম আর শক্তি দিয়েই তোমরা যুদ্ধে জয়ী হবে। মানুষদের সাথে যুদ্ধ জয়ের আমাদের হাজারও উদাহরণ আছে। তবে এবারের যুদ্ধটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ আমরা এবার কমান্ডো স্টাইলে আক্রমণ চালাব। আমরা পি নাইন পাওয়ার স্টেশনের অবস্থান জেনে গেছি। পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনের মাটির নিচ থেকে খাঁড়া একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। সুড়ঙ্গের মুখটা এখনও খোলা হয়নি। যে মুহূর্তে তোমরা আক্রমণ চালাবে তখনই মুখটা খোলা বা তৈরি করা হবে যেন আগে ভাগে মানুষ জানতে না পারে। তারপর তোমাদের সাথে মানুষের যুদ্ধ শুরু হবে। তোমরা সবাই জানো এখনকার যুদ্ধের ধরণ মূলত 'সম্মুখ যুদ্ধ'। অনেক আগে মাঠে ময়দানে এ ধরনের যুদ্ধ হতো। তারপর মানুষ যখন অস্ত্র গোলা বারুদ আবিষ্কার করল তখন সম্মুখ যুদ্ধ কমে শুরু হয় দূর পাল্লার যুদ্ধ। তারপর যখন গাইডেড মিসাইল আর কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত বোমা তৈরি হলো তখন ঘরে বসেই যুদ্ধ হতো। কিন্তু আমরা এখন আবার ফিরে গিয়েছি সম্মুখ যুদ্ধে। কারণ শেষ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে পৃথিবী এখন প্রায় ভারসাম্যহীন। পৃথিবীতে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা নামক যে সকল মহাদেশ ছিল তা এখন সমুদ্রের পানির নিচে। এশিয়া এবং ইউরোপেরও প্রায় অর্ধেক পানির নিচে হারিয়ে গেছে। বাকি অংশে মানুষ বেঁচে আছে। এখন একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরুতে যেটুকু বরফ জমে আছে, পারমাণবিক বিস্ফোরণের উত্তাপে সেটুকুও গলে যাবে। এতে সাগর মহাসাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং এশিয়া ইউরোপের অবশিষ্ট স্থলভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর উপরিভাগে পানি ছাড়া আর কিছু থাকবে না। পাশাপাশি গত পারমাণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে সেটাতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে অভ্যন্তরীণ বিশাল বিশাল শিলা স্তরে। এগুলোতে ফাটল দেখা দেয়ায় যে কোনো সময় ভয়ানক ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ স্থলভাগ ডুবে যেতে পারে। এজন্য আমরা খুব সতর্ক। কোনোভাবেই পৃথিবীতে কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই না। এ ব্যাপারটা মানুষেরাও জানে। তাই মানুষ এখন ব্যস্ত সমগ্র পৃথিবীতে গাছ লাগানোতে। এই গাছই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে। আমরা যদি উপরিভাগ দখল করতে পারি আমরাও গাছ লাগাব। তোমরা জানো আমাদের যুদ্ধের অন্যতম নীতি উদ্ভিদ বা গাছ ধ্বংস না করা। এজন্য বড় ধরনের কোনো বোমা দিয়ে আমরা যুদ্ধ করি না। কারণ এতে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসবে। তার প্রভাব আমাদের এই ভূ-গর্ভেও পড়বে। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। উঠে যেতে হবে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে। আর তাতে মানুষের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার আগেই যদি আমরা পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ দখল করে নিতে পারি তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। যাইহোক, ফিরে আসছি যুদ্ধের কথায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে রোবট দিয়েও যুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ রোবট হলো ইলেকট্রনিক যন্ত্র। মানুষ এবং আমরা, দুপক্ষের কাছেই ফ্রিকয়েন্সি জ্যামার, ইলকট্রনিক জ্যামার, রোবট জ্যামার রয়েছে। এগুলোর যে কোনো একটি রোবটকে মুহূর্তের মধ্যে অকেজ করে দেয়। এজন্য যুদ্ধের ময়দানে রোবট দিয়ে কোনো কাজ হয় না। এখনকার অস্ত্রগুলোও ইলেকট্রনিক অস্ত্র হওয়ায় এগুলোও জ্যামারের কারণে অকেজ হয়ে যায়। তাই তরবারি বা হাতে চালিত অস্ত্র যেমন পিস্তল, বন্দুক এগুলো ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয়। পিস্তল,

বন্দুক, রাইফেল এগুলো অকেজ কারণ সবাই আমারা বুলেট প্রুফ, লেসার প্রুফ বর্ম বা প্রতিরক্ষা পোশাক পরে থাকি। এ কারণে মানুষ বা আমাদের কারোরই কোনো ক্ষতি হয় না। তাই শুরু হয় তরবারির যুদ্ধ। যুদ্ধে পরাজিত মানুষ কিংবা লাল মানবের মাথার হেলমেট খুলে ফেলে তার গলা কেটে ফেললেই সে মারা যায়। নতুবা কাউকে হত্যা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য জন্মের প্রথম দিন থেকেই তোমাদের তরবারি যুদ্ধের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আর এখন দেয়া হলো চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ। তবে তোমরা খুব সতর্ক থাকবে। কারণ মানুষেরাও খুব ভালো যোদ্ধা। তারা দশ বছর বয়স থেকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তারা জানে কীভাবে লাল মানবদের আঘাত করতে হয়, পরাজিত করতে হয়। তবে আমার বিশ্বাস তোমরাই জয়ী হবে। এখন তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে?

রুটন নামের এক লাল মানব জিজ্ঞেস করল, পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখল করার পর আমরা কি করব?

আমাদেরকে জানানোর পর আমরাই তোমাদের উদ্ধার করব।

আর যদি আমরা পরাজিত হই? প্রশ্ন করল অপর এক লাল মানব।

কিকিট এবার খানিকটা ধমকের স্বরে বলল, পরাজয়ের কথা ভুলেও মুখে আনবে না। পরাজিত তোমরা হতে পার না। পরাজয় মানে আবার যুদ্ধে যাওয়া। কাজেই শুধু শুধু ঝুকি নেবে কেন? তবে হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় তোমরা কেউ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় তাহলে উদ্ধার পাওয়ার একটা উপায় আছে। পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন থেকে উত্তরে সত্তর কিলোমিটার দূরে আমাদের একটি ঘাঁটি আছে। ঐ ঘাঁটিতে পৌছাতে পারলে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ পেরেছি। একসাথে বলল সবাই।

তবে মনে রাখবে সম্পূর্ণ পথটা বনের মধ্যে দিয়ে। মাঝে মাঝে উচু নিচু পাহাড়ও আছে। ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা খুব একটা সহজ হবে না। তবে তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে যদি তোমরা জিতে যাও। জিতলে সাথে সাথে শত শত রোবটকে মাটির নিচ থেকে উপরে পাওয়ার স্টেশনে পাঠানো হবে। তারাই তোমাদের রক্ষা করবে। অবশ্য রোবটদের সক্রিয় রাখার জন্য আগে মানুষদের রোবট জ্যামারগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। আগেই বলেছি এই জ্যামারগুলো আমাদের রোবটদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যদি এই জ্যামারগুলো বন্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে রোবটেরা তোমাদের উদ্ধার করতে যাবে না, সেক্ষেত্রে তোমাদের সত্তর কিলোমিটার দূরে ঘাঁটি পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। আর আমাদের কাছে যে জ্যামার আছে সেগুলো মানুষদের রোবটকে নিষ্ক্রিয় করে। এজন্য মানুষের কাছে এখন যে রোবট আছে সেগুলো কর্তৃক তোমাদের আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই। বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ বুঝতে পেরেছে।

তাহলে তোমরা সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। এটাই তোমাদের শেষ ক্লাস। অবশ্য এখনও একটা কাজ বাকি আছে। আর তা হলো তোমাদের দলনেতা নির্বাচন। তোমরাই নির্ধারণ করবে কে দলনেতা হবে। যদি তোমরা না পার তাহলে আমরা সাহায্য করব। আর তোমাদের মধ্যে যে দলনেতা হবে তাকে তার আচরণ ও নিষ্ঠুরতা দিয়ে যুদ্ধের সাহসিকতা প্রমাণ করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে সেটা কীভাবে? এই যে তোমরা টুনিনকে দেখতে পাচ্ছ, টুনিনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের এই ক্লাস শেষ হবে না। মৃত্যু হতে আরও দু'দিন লাগবে। নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ টুনিনের লাল মাংসপেশি ইতিমধ্যে কালো হতে শুরু করেছে। তারমানে তাপে মাংসপেশি ঝলসে যেতে শুরু করেছে। এভাবে দুদিন থাকলে টুনিনের মৃত্যু ঘটবে। এই দুদিন তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে, বসতে পারবে না। বসলে তোমাদের প্রশিক্ষণ আবার শুরু হবে। তবে হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি টুনিনকে হত্যা করো তাহলে তোমরা সবাই মুক্তি পাবে। একই সাথে টুনিনও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের নয়জনের মধ্যে যে টুনিনকে হত্যা করবে তার আচরণে প্রমাণিত হবে সে তোমাদের সবচেয়ে ভালোবাসে এবং সেই হবে তোমাদের দলনেতা। কারণ দলের প্রয়োজনে সে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

আমরা লাল মানব হয়ে কীভাবে লাল মানব হত্যা করব?

টুনিন এখন আর লাল মানব নেই। সে হিমিসের বিরুদ্ধাচরণ করে লাল মানবের মর্যাদা হারিয়েছে। সে আর মৃত লাল মানবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যাইহোক, আমি তোমাদের শুভ কামনা করে এখনই বিদায় নিচ্ছি। যুদ্ধের পর আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। হ্যাঁ আর একটা

কথা, ঐ ওপাশে বোতলের মধ্যে পাঁচ লিটার পানি আছে। তোমরা ইচ্ছে করলে টুনিনকে পানি খাওয়াতে পার। তবে মনে রেখো, পানি খেলে টুনিন আরও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময়টাও লম্বা হবে। তোমরা নিশ্চয় চাইবে না অনন্তকাল ধরে তোমরা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। বিদায় হে লাল মানব যোদ্ধারা। আমি তোমাদের বীর হয়ে ফিরে আসতে দেখতে চাই, যেমনটি চায় আমাদের প্রধান মহামান্য হিমিস।

কিকিট চলে যাওয়ার সময় সবাই উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তারপর আর তারা বসতে পারল না। কারণ তারা জানে, টুনিনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আর তারা বসতে পারবে না। বসলে তাদের আবার প্রশিক্ষণ নিতে হবে, পড়তে হবে প্রশিক্ষণ চক্রে। সে চক্র হয়তো আর কোনোদিন শেষ হবে না।

৫

টুনিন অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে সবার দিকে। তার চোখে পানির জন্য আকুতি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চোখ দিয়ে সে যেন বারবার বলছে, পানি দাও, পানি দাও। কিন্তু কেউ পানি দিচ্ছে না। প্রশিক্ষণরত লাল মানবদের কেউই বুঝতে পারছে না আসলে তারা কী করবে কিংবা তাদের কী করা উচিত।

নিয়ন ফিসফিস করে ডিউককে বলল, ডিউক, আমরা কি টুনিনকে পানি দিতে পারি না?

আমার মনে হয় আমাদের উচিত ডিউককে পানি দেয়া।

তাহলে দিচ্ছি না কেন?

তুমি ইচ্ছে করলে দিতে পার। কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? টুনিনের মৃত্যু নিশ্চিত। তকে পানি দেয়া অর্থ তার মৃত্যু প্রলম্বিত করা এবং নিজেদের কষ্ট বাড়ানো।

তাই বলে চোখের সামনে আমরা টুনিনকে এভাবে মরতে দেখব?

আমরা দেখতে না চাইলেও আমাদের দেখতে হবে। কারণ হিমিস আর কিকিট চাচ্ছে। তাদের চাওয়ার বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা যদি দেখতে না চাই এবং চোখ বন্ধ করে রাখি, তারা এমন ব্যবস্থা করবে যেন আমরা চোখ খুলে রাখতে বাধ্য হই।

তা কীভাবে সম্ভব?

হিমিসের পক্ষে সব সম্ভব। কারণ হিমিস মহাক্ষমতাবান। তার ইচ্ছেতেই এখানে আমাদের জন্ম হয় এবং তার ইচ্ছেতেই আমাদের মৃত্যু হয়। কাজেই হিমিসের ইচ্ছের বাইরে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। হিমিস চাচ্ছে আমাদের মধ্যে কেউ টুনিনকে হত্যা করুক। সে যেহেতু চাচ্ছে সেহেতু যেভাবেই হোক এ কাজটি সে করাবেই।

এই জঘন্য কাজটি তো যে কোনো রোবটকে দিয়ে করাতে পারত।

ডিউক ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তা তো পারতোই। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে তো আমাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার জন্ম দিতে পারত না। তার মূল উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়া, আমাদেরকে হিংস্র করে তোলা। আমরা যদি আমাদের গোত্রের সদস্যকে হত্যা করতে পারি, তাহলে মানুষ হত্যা করা আমাদের জন্য একেবারে সহজ হয়ে যাবে। এই কাজটিই করতে চাচ্ছে হিমিস। তাই কিকিটের মাধ্যমে সে টুনিনকে হত্যা করার আয়োজন করেছে যদিও টুনিনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সে এনেছে তা সত্য নয়।

নিয়ন আর কোনো কথা বলল না। তার কোনোকিছুই ভালো লাগছে না। তার কেন যেন মনে হচ্ছে মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোনো পরিণতি নেই। এরকম ভাবনার মাঝে হঠাৎই তার মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগে দেখা নারী বা মেয়েদের কথা। মনে মনে সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো মেয়েগুলো সত্যি দেখতে সুন্দর ছিল। তাদের প্রতি সে যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছে এটাও সত্য। আর সবচেয়ে সুন্দর ছিল 'লিলিয়া' নামের মেয়েটি যার নাম সে কাগজে লিখেছিল। কাগজে নাম লেখার সময় সে খুব আশংকিত ছিল অন্য কেউ আবার লিলিয়ার নাম লিখে না ফেলে। কিন্তু তার ভাগ্য ভালো সে ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। লিলিয়ার সাথে তার একবার চোখাচোখি হয়েছে। তখন তার কেন যেন মনে হয়েছে সে যেমন লিলিয়াকে পছন্দ করেছে লিলিয়াও তাকে পছন্দ করেছে। আর এ জন্যই লিলিয়ার প্রতি এখনও সে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করছে। মনে হচ্ছে, যুদ্ধে যাবার আগে যদি আর একবার লিলিয়ার দেখা পেত, লিলিয়ার হাত ধরতে পারত! কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব

নয়। কারণ লাল জগতে সেই নিয়ম নেই। একমাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেই সে দেখা করতে পারবে লিলিয়ার সাথে, সঙ্গ পাবে তার। আর তখনকার মুহূর্তগুলো নিশ্চয় খুব আনন্দের হবে! এরকম চিন্তা করে যতটুকু প্রশান্তি পাওয়া যায় পাওয়ার চেষ্টা করল নিয়ন। সে অনুভব করল এখন তার বেঁচে থাকার একমাত্র আশা লিলিয়া। লিলিয়া না থাকলে সে হয়তো যুদ্ধেই যেত না। যদিও সে লাল জগতের দ্বিতীয় স্তর সম্পর্কে সন্দিহান ছিল, কিন্তু লিলিয়ার উপস্থিতি তার সেই সন্দেহ অনেকটাই কাটিয়ে দিয়েছে। সত্যি যদি দ্বিতীয় স্তর না থাকত, তাহলে কখনোই লিলিয়া এবং অন্য মেয়েদের সৃষ্টি করা হতো না। যেহেতু তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু দ্বিতীয় স্তর রয়েছে। আর দ্বিতীয় স্তর রয়েছে বলেই সে লিলিয়ার জন্য যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসবে।

নিয়নের ভাবনায় ছেদ পড়ল লাল মানব রুটনের কথায়। রুটন বলল, আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন আমাদের সকলের একত্রিত হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সকলে রুটনকে সমর্থন করে কাছে এগিয়ে এলো।

রুটন বলল, আমাদের উচিত হবে নিজেরাই একজন নেতা নির্বাচন করা এবং তার সিদ্ধান্ত অনুসারে চলা।

আমি তোমাকে সমর্থন করছি। বলল এক লাল মানব।

তার সাথে সাথে অন্য সবাইও তাকে সমর্থন করল। নিয়ন এবং ডিউকও তাদের সমর্থন জানাল।

রুটন বলল, আমাদের মধ্যে তাহলে কে নেতা হবে?

এক পাশে বসে থাকা এক লাল মানব বলল, যে হতে চাইবে সেই হবে। আর যদি প্রার্থী একাধিক থাকে তাহলে আমরা ভোট দিয়ে একজনকে নির্বাচিত করব।

তাহলে কে কে নেতা হতে চাও?

লাল মানবেরা শুধু একে অন্যের দিকে তাকাল। কিন্তু কেউ রাজি হলো না।

ডিউক বলল, কেউ একজনকে তো রাজি হতে হবে।

আগের লাল মানব বলল, তুমি রাজি হচ্ছ না কেন?

ডিউক তাড়াতাড়ি বলল, আমি মনে করি আমার নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নেই। আর যদি নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা থেকেই থাকে, তারপরও আমি হব না।

কেন?

কারণ নেতা হলে আমাকে টুনিনকে হত্যা করতে হবে। আমি কিছুতেই টুনিনকে হত্যা করতে পারব না।

কথা শোনার সাথে সাথে সবাই থমকে গেল। অনেকে এত গভীর পর্যন্ত চিন্তা করেনি। ডিউকের কথায় যাদের মনে নেতা হওয়ার এতটুকু বাসনা ছিল সেটুকুও উবে গেল।

রুটন বলল, কি ব্যাপার? তোমরা সবাই চুপ হয়ে গেলে কেন?

এবার একজন বলল, নেতা যদি হতেই হয় তাহলে তুমিই হও।

রুটন সাথে সাথে বলল, আমি নেতা হব কেন? আমি তো শুধু প্রস্তাব করেছি।

আমার মনে হয় তোমার সাহস আছে। তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।

অনেক কিছু করতে পারব মানে?

তুমি টুনিনকে হত্যা করতে পারবে।

আ..আ..আমি টুনিনকে হত্যা করব! কীভাবে ভাবলে তুমি!

শুধু হত্যাই না। তুমি আমাদের যুদ্ধেও জয়ী করাতে পারবে। আর যুদ্ধে জয়ী হলে আমরা দ্বিতীয় স্তরে নতুন জীবন ফিরে পাব।

টুনিন এবার বলল, আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে আমার নেতা হওয়ার কোনো বাসনা নেই। এই জটিল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি কথার প্রসঙ্গ তুলেছি মাত্র। কারণ আমরা সবাই একমত হতে পারছিলাম না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না, নেতা নির্বাচন করতে পারছিলাম না। এখন একমত হয়েছি এবং কাউকে না কাউকে আমাদের নেতা নির্বাচন করবই।

কেউ কিছু বলল না দেখে রুটন এবার হঠাৎই নিয়নকে ইঙ্গিত করে বলল, তুমি নেতা হও।

নিয়ন বড় বড় চোখ করে বলল, আ..আমি!

হ্যাঁ, তুমি দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। তাছাড়া তুমি লম্বা চওড়া আছ। অন্যদের থেকে তোমার বিবেচনাবোধ এবং বুদ্ধিও ভালো। সবদিক থেকে বিবেচনা করে আমার মনে হয় তুমি আমাদের নেতা হলে সবচেয়ে ভালো হবে।

সাথে সাথে সবাই সমর্থন জানাল রুটনকে।

নিয়ন প্রতিবাদ করে বলল, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আমি নেতা হব কেন? আর আমিও কখনও টুনিনকে হত্যা করতে পারব না।

তাহলে কি আমরা এভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব? প্রশ্ন করল এক লাল মানব।

নিয়ন পাল্টা প্রশ্ন করে লল, এই দায়িত্ব কি আমি বহন করব?

দায়িত্ব সবারই। কিন্তু তোমাকে যোগ্য মনে হয়েছে এজন্য বললাম।

আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি এই কাজ আমাকে দিয়ে হবে না। আমি কখনও টুনিনকে হত্যা করতে পারব না। সবাই মিলে বরং অন্য কাউকে নির্বাচন করি।

লাল মানবদের মধ্যে এভাবে আরও বেশ অনেকক্ষণ কথা হলো। কিন্তু তারা দলনেতা নির্বাচন করতে পারল না। দলনেতার জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ টুনিনকে হত্যা করা। এই কাজটিই কেউ করতে চাচ্ছে না। আর কীভাবেই বা করবে? টুনিন যে তাদেরই মতো লাল মানব।

আরও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর কিছু হবে না ভেবে বিটন নামের এক লাল মানব বসে পড়ল। সাথে সাথে কালো দুটো রোবট এসে বলল, তুমি বসলে কেন?

আমি আর পারছি না।

টুনিনের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তো তোমার বসার কথা নয়।

আমার হাত পায়ের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে।

অর্থাৎ তুমি সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করোনি।

তোমরা সেরকম মনে করলে করতে পার।

আমাদের বিশ্লেষণ সেরকমই বলছে এবং তোমাকে আবার প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে।

বিটন কিছু বলল না, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রোবট দুটোর দিকে।

রোবট দুটো তাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বলল, আমাদের সাথে এসো।

কোথায়?

কিকিটের কাছে। কিকিটই তোমার প্রশিক্ষণের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

বিটন সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে চেষ্টা করলেও রোবট দুটো তাকে সেই সুযোগ দিল না। তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে সে শুধু বলতে পারল, বিদায় প্রিয় লাল মানবেরা, এ জীবনে বোধহয় আর আমাদের দেখা হবে না।

বিটনকে নিয়ে যাওয়ার পর সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেল। এদিকে সবারই হাত পা ভেঙ্গে আসছে। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি দুঃসাধ্য ব্যাপার। আরও কিছুক্ষণ এভাবে চলতে থাকলে একে একে সবাই বসে পড়তে বাধ্য হবে। তখন প্রশিক্ষণের চক্রে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। কিন্তু তাদের কেউই যে প্রশিক্ষণ চক্রে পড়তে চায় না।

হঠাৎই গোঙানীর শব্দে সবাই ফিরে তাকাল টুনিনের দিকে। টুনিন মুখ দিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুখ বাঁধা থাকায় বলতে পারছে না। সম্ভবত পানি খেতে চাচ্ছে। পানি খেতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ তাপে তার শরীরের মাংসপেশিগুলো এখন আরও কালচে হয়ে এসেছে। উপরের পাতলা চামড়া অনেকটাই কুচকে গেছে।

রুটন আর থাকতে পারল না। সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল পানির বোতলের কাছে। বোতলটি নিয়ে এসে দাঁড়াল টুনিনের পাশে। তারপর মুখের বাঁধন খুলে মুখের মধ্যে খানিকটা পানি ঢেলে দিল।

গভীর তৃপ্তির সাথে পানিটুকু পান করে টুনিন আরও পানি চাইল। রুটন টুনিনকে আবারও পানি দিল। তৃপ্তিতে টুনিন এবার চোখ বন্ধ করল। কিন্তু সেই চোখ আর সে খুলতে পারল না। কারণ তার আগেই তীব্র ক্ষিপ্রতায় রুটন তার তরবারির আঘাতে টুনিনের শরীর থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলল।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারল না। যখন তারা বুঝতে পারল রুটন টুনিনকে হত্যা করেছে তখন আর তাদের কিছু করার থাকল না।

এদিকে অন্য দুটো কালো রোবট এসে রুটনকে বলল, রুটন তোমাকে অভিনন্দন। তুমি দলনেতা নির্বাচিত হয়েছ।

রুটন কোনো কথা বলল না। তার চোখে মুখে শুধু মিশ্র এক অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

একটি কালো রোবট এবার সামনের সকল লাল মানবদের উদ্দেশে বলল, তোমারা তোমাদের দলনেতাকে পেয়েছ। এখন সবাই তার প্রতি কুর্নিশ করে আনুগত্য প্রকাশ করবে।

সকল লাল মানব একসাথে সামনের দিকে ঝুকে রুটনকে কুর্নিশ করল। তারা রুটনকে তাদের দলনেতা হিসেবে মেনে নিল ঠিকই, কিন্তু কেন যেন মন থেকে সমর্থন করল না।

৬

তিন দিন পর যুদ্ধের সময় এলো। মাঝরাতের ঠিক পর রুটনের নেতৃত্বে আটজনের লাল মানবের দলটিকে নামিয়ে দেয়া হলো খাঁড়া একটি সুড়ঙ্গের নিচে। সম্পূর্ণ সুড়ঙ্গটিতে ছোট ছোট আংটা লাগানো। এই আংটা বেয়ে উপরে উঠে গেলে ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক নিচে সুড়ঙ্গের মুখ পাওয়া যাবে। মাটি কেটে উপরে উঠলেই পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন। সেটিই দখল করতে যাচ্ছে তারা। দখল করা শেষে বিশেষ সংকেত পাঠালে নিচ থেকে কয়েকশ রোবট উপরে উঠে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন চূড়ান্তভাবে দখল করে নেবে। কাজটা খুব একটা সহজ নয়। কারণ পি-নাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাধারণ মানুষ ছাড়াও রয়েছে মানুষের অনুগত কয়েকশ রোবট। এদের সবাইকে পরাজিত করলেতে পারলে পি-নাইনের দখল পাওয়া সম্ভব। দখল নিতে পারলে তাদের চূড়ান্ত বিজয় হবে। আর দখল নিতে না পরলেও যদি পি-নাইনকে ধ্বংস করতে পারে তাতেও তাদের সাফল্য আসবে। তবে তা চূড়ান্ত সাফল্য হবে না। সেক্ষেত্রে লাল জগতের রোবটগুলো উপরে উঠতে পারবে না এবং তাদের সত্তর কিলোমিটার দূরের ঘাঁটিতে যেয়ে তারপর লাল জগতে প্রবেশ করতে হবে, যা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ। এজন্য তাদের লক্ষ্য হবে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখল করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা।

সুড়ঙ্গ বেয়ে উপরে উঠা শুরু করার আগে রুটন বলল, তোমরা সবাই বুঝতে পারছ এই যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে। তা না হলে আমাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ। তাই আমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করব। তোমরা সবাই কি আমাকে সমর্থন করছ?

হ্যাঁ সমর্থন করছি। এক যোগে বলল সবাই।

সুড়ঙ্গে উঠার আগে সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই নিজ নিজ পোশাক এবং সরঞ্জামাদি পরীক্ষা করে নাও। এই পোশাক এবং সরঞ্জামই কিন্তু আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

একে একে সবাই আবার তাদের পোশাক এবং সরঞ্জামাদি পরীক্ষা করল। তারপর সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠতে শুরু করল উপরের দিকে। নিয়ন আছে তিনজনের পর। যত উঠছে পথ যেন ততই বাড়ছে। সুড়ঙ্গের উপরের মুখ এখনও দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ক্লান্তি নেমে আসছে শরীরে। এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ তার শরীরের নিজের ওজন ছাড়াও শরীরে রয়েছে ত্রিশ কেজি ওজনের একটি প্রতিরক্ষা পোশাক, কাঁধে একটি এটমিক গান, কোমরে একটি সুপার গান, একটি লেসার গান, তরোয়াল। পিঠে রয়েছে অতিরিক্ত একটি ব্যাগ যেটির মধ্যে জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, খাবার, পানীয়সহ রয়েছে অন্যান্য সামগ্রী। মাথায় বড় একটি হেলমেট। এগুলোর একটিকেও ফেলে যাওয়ার উপায় নেই। এখনকার যুদ্ধের যে রীতি তাতে প্রত্যেকটি জিনিসই গুরুত্বপূর্ণ। যে পোশাকটি সে পরে আছে সেটি গুলি, লেসার রশ্মি এবং আগুনকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এমন কি শক ওয়েভকেও এবজরভ্ বা শোষণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য আশেপাশে ছোট খাট কোনো বোমা বিস্ফোরিত হলে শরীরকে রক্ষা করতে পারবে পোশাকটি। তবে বোমার স্পিলিন্টারে শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মথার হেলমেট যে শুধু স্পিলিন্টার বা বুলেট থেকে মাথাকে রক্ষা করবে তা নয়, রক্ষা করবে যে কোনো বিষাক্ত গ্যাস থেকেও। কারণ সম্পূর্ণ হেলমেটটি গ্যাস নিরোধক। কাঁধের এটমিক গান এতটাই শক্তিশালী যে এক তলা একটি ভবনকে মুহূর্তেই ধূলিসাৎ করে দিতে পারবে। আর সুপার গান মূলত একটি স্বয়ংক্রিয় গুলি ছোড়ার অস্ত্র। এটি দিয়ে একটানা পাঁচ হাজার রাউন্ড গুলি করা সম্ভব। তার উপর লেসার গান, ফ্রিকয়েন্সি জ্যামার, রোবট জ্যামার তো আছেই। সবকিছু মিলিয়ে একজন আদর্শ যোদ্ধার শরীরে যা কিছু থাকার দরকার তার সবই আছে তাদের সাথে। শুধু যে তাদের সাথে তা নয়, মানুষের শরীরেও এরকম প্রতিরক্ষা পোশাক রয়েছে। এই পোশাকের

কারণে মানুষকে পরাজিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে যুদ্ধটা হয় সমানে সমান। কিন্তু মানুষেরা রাতের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে। তখন সাধারণত তারা এ ধরনের পোশাক পরে থাকে না। এজন্য তাদেরকে হত্যা করা সহজ হয়। এরকম একটা পরিকল্পনা থেকেই তারা পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন রাতে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন সহজে মানুষকে পরাজিত করে সেটির দখল নিতে পারে।

সুড়ঙ্গের উপরের মুখে এসে পৌঁছাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লেগে গেল। উপরে যে আছে সে এখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্য মুখের উপরের অংশের মাটি আর কংক্রিট কেটে ফেলছে। কাজটা প্রায় নিঃশব্দে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও খুব উত্তেজনা অনুভব করছে নিয়ন। কারণ মানুষেরা টের পেলে আগেভাগেই সতর্ক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

সুড়ঙ্গের উপরের মাটি আর কংক্রিট কেটে মুখ তৈরি করতে বেশি সময় লাগছে দেখে অধৈর্য হয়ে উঠল নিয়ন। তার ঠিক উপরে ডিউক। সে ডিউককে বলল, আর কতক্ষণ লাগবে?

বোঝা যাচ্ছে না।

সুড়ঙ্গ এত নিচ থেকে তৈরি করার কোনো দরকার ছিল?

হ্যাঁ ছিল। বেশি নিচ থেকে তৈরি হয়েছে বলেই মানুষের স্ক্যানিং এ আমাদের উপস্থিতি ধরা পড়েনি।

কিন্তু এখন তো আমরা ভূ-পৃষ্ঠের মাত্র কয়েক ফুট নিচে। এখন ধরা পড়ছি না কেন?

ডিউক যুক্তি দিয়ে বলল, হতে পারে এই অংশটা স্ক্যান করা হচ্ছে না। আবার এমনও হতে পারে ইতিমধ্যে ধরা পড়ে গেছি। সুড়ঙ্গের মুখের সামনে মানুষ হয়তো আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অস্ত্র হাতে অপেক্ষা করছে।

ডিউকের অনুমান অবশ্য সত্য প্রমাণিত হলো না। সুড়ঙ্গের মুখটা ফাঁকা পাওয়া গেল। উপরন্তু তাদের জন্য যেটা সুবিধার হলো তা হলো তারা পি-নাইন কন্ট্রোলরুমের একেবারে কাছাকাছি ভবনের ভিতরে এসে পৌঁছেছে। ফলে বাইরে যারা পাহারারত আছে তাদের সাথে যুদ্ধ করে আর তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে হবে না। এ কারণে তাদের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে।

সবাই সুড়ঙ্গ থেকে উপরে উঠতে রুটন বলল, পি-নাইনের ম্যাপ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে। প্রশিক্ষণে আমাদের সবাইকে সেই ধারণা দেয়া হয়েছে। আমাদের এখন মূল কাজ হবে কন্ট্রোল রুমের দখল নেয়া। যদি সেটা পারি তাহলেই আমরা জয়ী হব। যতক্ষণ সম্ভব হবে আমরা আমাদের উপস্থিতিকে গোপন রেখে কাজ করার চেষ্টা করব। এতে ওরা সতর্ক হওয়ার সময় পাবে না। আর কাউকে হত্যা করার সময় লক্ষ রাখবে সে যেন চিৎকার করতে না পারে। তাহলে আমরা সহজেই আমাদের সাফল্য অর্জন করতে পারব।

কথার ফাঁকে ফাঁকে ডিউক মেঝের উপর দুটো শক্তিশালী ইলেকট্রনিক জ্যামার বসিয়ে সেটিকে চালু করে দিল। সাথে সাথে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনের কম্পিউটারসহ সকল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে শুরু করল। অবশ্য এই জ্যামার রোবটদের নিষ্ক্রিয় করতে পারবে না।

এরই মধ্যে রুটন ইশারা করে সবাইকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বলল। তারা একটা মাঝারি আকৃতির কক্ষের মধ্যে এসে পৌঁছেছিল। সম্ভবত সেটা ছিল কোনো অফিস। সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরে উঁকি দিতে চোখে পড়ল লম্বা বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে প্রথমে তারা যে কক্ষের মধ্যে এলো সেখানে তিনজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। এদের দুজনের প্রতিরক্ষা পোশাক পরা থাকলেও কারো মাথায় হেলমেট পরা ছিল না। ফলে তাদের গলা ছিল উন্মুক্ত। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল করল না লাল মানবেরা। রুটন, ডিউক এবং অন্য একজন লাল মানব ধারাল তরবারীর সাহায্যে তিনজনের মাথা শরীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। নিয়ন অবশ্য কিছু করল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। কেন যেন তার কাছে এই মানুষ হত্যাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হলো। কিন্তু মুখে সে তার কিছু প্রকাশ করল না।

এরই মধ্যে অন্য এক লাল মানব ছোট ছোট রিমোট নিয়ন্ত্রিত ডিনামাইট বসিয়ে দিতে থাকল সুবিধাজনক জায়গায়। কোনো কারণে তারা যদি পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখল করতে না পারে তাহলে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবে পাওয়ার স্টেশনটিকে। সেটাও তাদের জন্য এক রকম সাফল্য হবে।

আবার বারান্দায় আসতে তাদের সাথে দেখা হলো এক রোবটের। রোবটটি তাদের দেখে মুহূর্তের মধ্যে দেয়ালে লাগানো নিরাপত্তা অ্যালার্মের সুইচটি চেপে ধরল। এর বেশি অবশ্য সে আর

কিছু করতে পারল না। জ্যামার, রোবটটিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে ফেলল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রুটন রোবটের মাথার পিছন থেক মূল চিপস্‌টি খুলে নিল। এতে রোবটটি আর কখনও সক্রিয় হতে পারবে না।

আরও খানিকটা এগোতে ডিউক বলল, আমাদের দ্রুত এগোতে হবে। আমাদের উপস্থিতি মানুষেরা বোধহয় টের পেয়ে গেছে।

রুটন তাকে সমর্থন করে বলল, নিরাপত্তা অ্যালার্ম যেহেতু বেজে চলছে আমার বিশ্বাস ওরা প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে।

মূল কন্ট্রোল রুম কোন্‌দিকে?

দেয়ালে তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশনা দেয়া আছে। এই তীর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলে আমরা কন্ট্রোল রুম পেয়ে যাব। তবে সবাই খুব সাবধানে থাকবে। কারণ যে কোনো সময় আমাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রুটন কথা শেষ করার আগেই তাদের সামনে আরও দুটো রোবট এসে উপস্থিত হলো। রোবট দুটো অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় তাদের দিকে সুপার গান থেকে গুলি আর লেসার গান থেকে লেসার রশ্মি ছুড়তে শুরু করল। তাতে অবশ্য কোনো লাভ হলো না। তাদের প্রতিরক্ষা পোশাক গুলি এবং লেসার রশ্মি দুটোকেই প্রতিহত করল। নিয়ন অবশ্য গুলির ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি। একসাথে ছুটে আসা গুলিগুলো তার পোশাক ভেদ করতে না পারলেও শরীরে যে ধাক্কা দিল তাতে সে ছিটকে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল দুটো রোবটই মাটিতে পড়ে আছে। কারণ রুটনের হাতের রোবট জ্যামার তাদের নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

আরও খানিকটা এগোতে ডান পাশে বিশাল একটা কক্ষ দেখতে পেল তারা। ভিতরে অনেক যন্ত্রপাতি। ভালোমতো দেখার জন্য সিওন আর দ্রুন নামে দুজন লাল মানব ভিতরে প্রবেশ করলেও আর ফিরে আসতে পারল না। হঠাৎই নিচ থেকে মেঝে সরে যাওয়ায় তারা নিচে পড়ে গেল। এটা যে একটা ফাঁদ বুঝতে পারেনি তারা।

রুটন সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম দলে রুটন, নিয়ন আর ডিউক। অন্য দলে বাকি তিনজন। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে এগোচ্ছে তারা যেন বিপদে পড়লে এক দল অন্য দলকে সহায়তা করতে পারে।

মূল কন্ট্রোল রুমের খুব কাছাকাছি যেতে এক সাথে বিশটির মতো রোবট ঝাপিয়ে পড়ল তাদের উপর। সাথে সাথে ডিউক চিৎকার করে উঠে বলল, সবাই রোবট জ্যামার চালু করো, রোবট জ্যামার চালু করো।

রোবট জ্যামার চালু করার আগেই রোবটেরা হাউক নামের এক লাল মানবকে জাপটে ধরল। গুলাগুলি, লেসার রশ্মি ছুড়াছুড়ি যেহেতু কারোই করতে পারে না এজন্য এবারের সুযোগটা রোবটেরাই নিল। বিশাল দেহি চারটা রোবট হাউকের উপর চড়ে বসল। এক একটি রোবটের ওজন দশ মনের মতো। এই রোবটগুলোকে এভাবেই অতিরিক্ত ওজন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যুদ্ধের সময় সুযোগ পেলে তারা লাল মানবের উপর চড়ে বসবে। একটা রোবটের ওজন এক লাল মানবের শরীর গলিয়ে ফেলার জন্য যথেষ্ট। তাই হাউকের উপর যখন চারটি রোবট চড়ে বসল তখন সে শেষবারের মতো শ্বাস নেয়ারও সুযোগ পেল না। তার শরীরটা থেতলে গলে নিচে একেবারে মেঝের সাথে মিশে গেল। এরই মধ্যে নিয়ন রোবট জ্যামারগুলো চালু করতে পারায় সবগুলো রোবটই নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষের একেবারে কাছাকাছি আসতে মানুষের মুখোমুখি হলো লাল মানবেরা। প্রথমে কিছুক্ষণ সুপার গানের গুলি ছুড়ার পর শুরু হলো লেসার গানের পাল্টাপাল্টি আক্রমণ। গুলাগুলি আর লেসার গানের লেসারে পাওয়ার স্টেশনের ক্ষতি সাধিত হতে পারে ভেবে মানুষেরা মত পাল্টাল। তারা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল লাল মানবদের সাথে। শুরু হলো লাল মানব আর মানুষের তরাবারির যুদ্ধ।

মানুষের সংখ্যা আটজন। এদিকে হাউক মারা যাওয়ার পর লাল মানবেরা আছে পাঁচজন। আটজনের বিরুদ্ধে পাঁচজন প্রশিক্ষিত লাল মানবের জিতে যাওয়াটা অস্বাভিক কিছু না। কিন্তু নিয়ন যখন দেখল আটজন মানুষের সাথে আরও দশজন যোগ দিয়েছে, তখন সে বুঝতে পারল মানুষেরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সম্ভবত তারা তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটি অনুমান করতে পেরেছিল।

নিয়ন একসাথে চারজনের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। প্রথমে দু'একজনকে আঘাত করতে পারলেও এখন আর সে আঘাত করতে পারছে না। উলটো একটার পর একটা আঘাত এসে পড়ছে তার শরীরে। এরকম আর কিছুক্ষণ চলতে থাকলে সে নিশ্চিত মেঝেতে পড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মৃত্যুই হবে একমাত্র পরিণতি। এদিকে ডান পাশে চোখ পড়তে সে দেখল চার পাঁচজন মানুষ মিলে গিসিন নামের এক লাল মানবের মাথা থেকে হেলমেট খুলে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। তারপর ধারাল তরবারি দিয়ে মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলছে তারা। অন্যদিকে রুটনও পেরে উঠছে না। খুব ক্লান্ত লগছে তাকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিয়ন আচমকাই লাফ দিয়ে রুটনের কাছে চলে গেল। তারপর তরবারি চালাতে চালাতে বলল, এখন কি সিদ্ধান্ত দেবে?

পালাও, পালাও। চিৎকার করে উঠল রুটন।

সাথে সাথে ছুটতে শুরু করল নিয়ন আর রুটন। শেষ মুহূর্তে অনেক কষ্টে ডিউক ছুটে আসতে পারলেও চতুর্থ লাল মানব আসতে পারল না। সে আটকা পড়ে গেল মানুষের হাতে।

এদিকে পিছনে মানুষেরা তাদের ধাওয়া করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পাশাপাশি তারা অ্যান্টি জ্যামার টেকনোলজি ব্যবহার করে সক্রিয় করে তুলেছে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া রোবটগুলোকে। সবাই মিলে এখন পাগলের মতো তাদের পিছনে ছুটে আসছে।

ছুটতে ছুটতেই ডিউক বলল, রুটন, আমার মনে হয় এখনই ডিনামাইটগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটান দরকার।

এখন ঘটালে আমাদের মৃত্যু হবে। আগে আমরা এখান থেকে বের হয়ে নেই।

বের হব কীভাবে? পথই তো চিনতে পারছি না। এমন কি আমাদের সুড়ঙ্গটা যে কোনো কক্ষে আছে তাও বুঝতে পারছি না।

বঝাবুঝির দরকার নেই। সামনের যে দেয়াল আছে সেটাকে এটমিক গান দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। ওখান দিয়ে আমরা বের হয়ে যাব। আর বের হওয়ার পর তুমি ডিনাইমাইটগুলোর বিস্ফোরণ ঘটাবে।

ঠিক আছে।

রুটন এবার নিয়নকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমি আমার এটমিক গান রেডি করেছি। তুমি তোমারটা করো। আমি এক দুই তিন বলামাত্র ট্রিগারে চাপ দেবে।

নিয়ন আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। রুটন এক দুই তিন বলতেই ট্রিগারে চাপ দিল সে। আর তাতে সামনের দেয়ালটা উড়ে সেখানে আগুন জ্বলে উঠল। আগুন দেখে মুহূর্তের মধ্যে থমকে গেল মানুষেরা। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাল তারা। আগুনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে এসে তারা প্রথমে পড়ল বড় একটা মাঠের মধ্যে। মাঝামাঝি এসেও স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারল না। ছাদের উপর থেকে তাদের লক্ষ্য করে সুপার গান থেকে ক্রমাগত গুলি করছে রোবটেরা। শেষে বিপদ বুঝে রুটন চিৎকার করে উঠে বলল, ডিউক, ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ঘটাও।

রুটনের কথা শেষ হওয়া মাত্রই বিস্ফোরিত হলো ডিনামাইটগুলো। মুহূর্তেই জ্বলে উঠল পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন। স্পিলিন্টার আর ছুটে আসা কংক্রিটের আঘাত থেকে বাঁচতে নিচে ঘাসের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ল সবাই। তারপর দূর থেকে দেখতে লাগল প্রজ্জ্বলিত পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনকে।

রুটন খানিকটা তৃপ্তির সাথে বলল, মর্ মানুষের বাচ্চারা, আগুনে পুড়ে মর্।

ডিউকও তাকে সমর্থন করে বলল, একটাও বাঁচতে পারবে না। সবগুলো পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে।

নিয়ন কিছু বলল না দেখে রুটন বলল, কী ব্যাপার নিয়ন, তোমার মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখতে পাচ্ছি না যে?

নিয়ন মৃদু হাসল। তারপর বলল, সামনের ঐ প্রজ্জ্বলিত আগুন যেমন আমার কাছে নতুন, তেমনি উপরের ঐ অদ্ভুত সুন্দর আকাশও আমার কাছ নতুন। আগুনের চেয়ে আমার কাছে সুন্দর ঐ আকাশ দেখতেই বেশি ভালো লাগছে।

নিয়নের কথার সাথে সাথে রুটন আর ডিউক আকাশের দিকে তাকাল। জীবনের প্রথম আকাশ দর্শনে তারাও খুব মুগ্ধ হলো। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ তারা আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারল

না। কারণ আগুনের লেলিহান শিখা চারপাশটা উত্তপ্ত করে ফেলছে। তাই তারা ছুটে মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে চলে এলো। এখানকার তাপমাত্রা সহনীয়।

বনের মধ্যে এসে রুটন প্রথমে যোগাযোগ করল লাল জগতের সাথে। জানাল পি-নাইন পাওয়ার হাউসকে ধ্বংস করা হয়েছে।

লাল জগত থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হলো। পাশাপাশি এটাও বলা হলো যে, হিমিস আশা করেছিল লাল মানবেরা পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন দখল করতে পারবে। না পারায় সে কিছুটা মনক্ষুণ্ন হয়েছে।

রুটন বলল, আমরা চেষ্টা করেছি। এখন আমরা কি করব?

উত্তরে সত্তর কিলোমিটার দূরে ঘাঁটিতে চলে যাও।

সে তো অনেক দূর!

কিছু করার নেই। তা ছাড়া এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের সময় আগেই তোমাদের বলা হয়েছে। অহেতুক সময় নষ্ট না করে রওনা দিয়ে দাও।

রুটনের সাথে লাল জগতের আর কোনো কথা হলো না। অবশ্য তাদের তিনজনের কেউই লাল জগতকে নিয়ে মাথা ঘামাল না। তারা আশেপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে ব্যস্ত।

ডিউক হঠাৎই বলল, রুটন, নিয়ন ঐ দ্যাখো, আগুনের মধ্যে থেকে একজন মানুষ বের হয়ে আসছে।

সবাই লক্ষ্য করল সত্যি তাদের মতোই প্রতিরক্ষা পোশাক পরা একজন মানুষ আগুনের মধ্যে থেকে বের হয়ে এদিকে আসছে। মাথায় হেলমেট পরা থাকায় চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ডিউক বলল, এটমিক গানে দেব নাকি ওর মাথাটা উড়িয়ে?

রুটন বলল, না, ওকে আমরা ধরে বন্দি করব। তারপর কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে মারব। ওরা আমাদের পাঁচজনকে হত্যা করেছে। ওর উপর আমি সেই প্রতিশোধ নেব।

এটা কি ঠিক হবে? কিছুটা সংশয় নিয়ে প্রশ্ন করল নিয়ন।

ঠিক বেঠিক পরের ব্যাপার। আগে তো ওকে হত্যা করতে দাও।

এটুক বলে রুটন, নিয়ন আর ডিউককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিল। তারপর বনের মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকল। সামনের ঐ মানুষটা তাদের নাগালের মধ্যে আসলে আজ আর তার রক্ষা নেই।

৭

মানুষটি মাঠ পেরিয়ে যেখান দিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে সেখানেই দাড়িয়ে আছে রুটন, নিয়ন আর ডিউক। তারা এমনভাবে অবস্থান নিয়েছে যে মানুষটি তাদের দেখতে পাবে না। ডিউক বলল, রুটন, আমাদের পরকিল্পনা কী হবে?

আগেই বলেছি ওকে আমরা আটক করব। প্রয়োজনে জিম্মি করব। তারপর হত্যা করব।

জিম্মি করার কি প্রয়োজন আছে?

প্রয়োজন হলে করব, না হলে না। এমন যদি হয় যে চলার পথে অন্য মানুষ আমাদের আক্রমণ করল, তখন ওকে দেখিয়ে বলব, হয় আমাদের পথ ছেড়ে দাও তা না হলে ওকে হত্যা করব।

কিন্তু ওকে আমাদের সাথে রাখা তো ঝুকিপূর্ণ।

সমস্যা হবে না। পিছনে হাত বেঁধে রাখব। প্রয়োজনে চোখও বেঁধে রাখব। আর যদি দেখি বেশি ঝামেলা করছে তাহলে আগেই শেষ করে দেব।

ও কিন্তু আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।

হ্যাঁ। আমি ডালের উপর থাকছি। লাফ দিয়ে একেবারে ঘাড়ের উপর পড়ব। আর তুমি সামনে থেকে তরবারিটা নিয়ে নেবে। আর এরই ফাঁকে নিয়ন মানুষটির হাত বেঁধে ফেলবে। কি নিয়ন, ঠিক পারবে তো?

নিয়ন খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, হ্যাঁ পারব। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এরকম ঝামেলায় জড়ানোর কোনো দরকার নেই। অহেতুক বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ কি?

এটা বিড়ম্বনা না। এক ধরনের মজা করা। মানুষকে নিয়ে যদি মজাই করতে না পারলাম তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে উঠে লাভ হলো কি?

এখানে মজা করার মতো অনেক কিছু আছে। দেখার আর উপভোগ করারও অনেক কিছু আছে। বন্দি মানুষকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এই সবকিছু থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

সেটা পরে দেখা যাবে। আগেই বলেছি ভালো না লাগলে ওকে আমরা হত্যা করব। এখন দ্রুত প্রস্তুত হও।

রুটন, নিয়ন আর ডিউক যেখানে অপেক্ষা করছিল মানুষটি সেখানে দিয়ে না এসে খানিকটা দূর দিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। সাথে সাথে তারা তিনজনও তাদের অবস্থান পাল্টিয়ে চলে গেল মানুষটির কাছাকাছি। তারা ভেবেছিল মানুষটি বুঝি বনের মধ্যে দিয়ে কোথাও যাবে। কিন্তু তারা দেখল মানুষটি বনের একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন প্রজ্জ্বলিত হওয়ার লেলিহান শিখা দেখছে। তারা এতটা নিঃশব্দে মানুষটির কাছে গিয়ে পৌঁছাল যে মানুষটি টেরই পেল না। তবে তাকে বন্দি করতে যেয়ে বাঁধল বিপত্তি। তীব্র ক্ষীপ্রতায় নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে বসল তিনজনকে। রুটন অবশ্য আক্রমণের পর আক্রমণ করে যাচ্ছে। মানুষটিও প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে। এদিকে পিছন থেকে নিয়ন আর ডিউক আক্রমণ করতে মানুষটি হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। একটির পর একটি কোপ পড়তে লাগল মাথার উপর। অবশ্য তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ তরাবারীর কোপ তার পোশাককে কাটতে বা খন্ডিত করতে পারছে না। তবে শেষ পর্যন্ত মানুষটি আর পেরে উঠল না। তিনজনের ক্রমাগত আক্রমণে ক্লান্ত হয়ে নিচে পড়ে গেল। সাথে সাথে রুটন ভয়ংকর এক কোপ বসাল মানুষটির মাথা বরাবর। মানুষটি তার হাতের তরবারি দিয়ে কোপ ঠেকাতে পারল ঠিকই, কিন্তু তরবারিটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল। আর এই সুযোগটাই নিল নিয়ন। সে মানুষটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। এরই মধ্যে রুটন মানুষটির মাথার হেলমেট খুলে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কাজটা সে করতে পারল না। মাথার হেলমেট মাথায়ই থেকে গেল। রুটন অবশ্য ঝুকি নিল না। কালো একটা কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ হেলমেটটিকে পেচিয়ে ফেলল যেন বন্দি মানুষটি চোখে আর কিছু দেখতে না পায়। তারপর তাকে সামনের দিকে ধাক্কা দিতে চিকন স্বরে চিৎকার করে উঠল সে।

রুটন সাথে সাথে ধমকে উঠে বলল, কোনোরকম চিৎকার করবে না। চিৎকার করলে তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে।

মানুষটি এবার নিচু গলায় কিছু বলতে চেষ্টা করল।

কিন্তু এবারও ধমক খেল সে। রুটন আগের মতোই কঠিন গলায় বলল, কোনো কথা না, কথা বললে মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

মানুষটি আর কোনো কথা বলল না, একেবারে চুপ হয়ে গেল। নিজের বিপদ সে বুঝতে পেরেছে।

রুটন, নিয়ন আর ডিউক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জায়গাটা অন্ধকার। তাছাড়া পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনের খুব কাছাকাছি। যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। তাই ডিউক বলল, আমাদের বোধহয় এখনই যাত্রা শুরু করা উচিত।

হ্যাঁ এখনই। সায় দিয়ে বলল রুটন।

এরপর তিনজন হাঁটতে শুরু করল উত্তরে তাদের ক্যাম্পের উদ্দেশে। সবার আগে থাকল রুটন। তার পিছনে বন্দি মানুষটি। আর তাকে ঘিরে থাকল নিয়ন আর ডিউক।

বেশ অনেকটা পথ হাঁটার পর ডিউক বলল, রুটন আমরা এভাবে কতক্ষণ হাঁটব?

সকাল পর্যন্ত। কারণ দিনে মানুষের চলাচল বেশি থাকে। রাতে থাকে না। তাছাড়া দিনের সূর্যের আলো আমাদের জন্য মোটেও স্বস্তিকর নয়। যদিও আমাদের শরীরে প্রতিরক্ষা পোশাক আছে, তারপরও আমার মনে হয় রাতে চলাচলই আমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে।

আমরা আশ্রয় নেব কোথায়?

সামনে যে কোনো সুবিধাজনক জায়গায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই জঙ্গলে সুবিধাজনক ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পাওয়া।

জায়গাটা পাহাড়ি। আমার মনে হয় কোনো গুহা পেয়ে যেতে পারি।

তাহলে তো খুবই ভালো হয়। গুহার মধ্যে আমরা সবচেয়ে নিরাপদ থাকব।

ডিউকের কথাই সত্য হলো। ভাগ্যক্রমে সূর্য উঠার আগ মুহূর্তে পাহাড়ের ঢালে তারা একটি গুহা পেয়ে গেল। গুহাটি ভিতরের দিকে বেশ লম্বা হওয়ায় কেউ বাইরে থেকে তাদের দেখতে পাবে না। তাছাড়া সামনের অংশ গাছপালায় ঘেরা হওয়ায় লুকিয়ে থাকার জন্য বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে।

গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে ক্লান্তি আর ঘুমে সবার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। অবশ্য অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুল করল না রুটন। সে বন্দি মানুষটির পা দুটোও শক্ত করে বেঁধে রাখল। এখন বন্দি মানুষটি না পারবে কিছু দেখতে, না পারবে কিছু ধরতে, না পারবে হাঁটতে। তারপর তাকে টেনে নিয়ে এক কোনায় বড় একটা পাথরের সাথে বেঁধে রেখে রুটন পাথরের উপর শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে পড়ার সাথে সাথে হারিয়ে গেল গভীর ঘুমে। নিয়ন আর ডিউক আগেই চোখ বুজেছে। তাদের তিনজনের মধ্যে নিয়ম অনুসারে একজনের পাহারায় থাকার কথা থাকলেও তারা থাকল না। অতিরিক্ত ক্লান্তি আর পরিশ্রমের কারণে কেউই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। অথচ গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল। কারণ এরকম অচেনা অজানা বনে বিপদ যে কোনো সময়ই আসতে পারে।

কি এক কারণে চোখ মেলে তাকাল নিয়ন। আর তাতে বিস্ময়ে তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। তাদের গুহার সামনে দশ জনেরও বেশি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে অস্ত্র। তার নিজের দিকে তিনজন অস্ত্র তাক করে রেখেছে। পাশে চোখ পড়তে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। রুটন আর ডিউককে ঘিরে ঘিরে রেখেছে আরও তিনজন করে মানুষ। তারা তাদের দুজনকে এমনভাবে বেঁধেছে যে ঠিকমতো নড়তে পর্যন্ত পারছে না।

এদিকে অন্য একজন মানুষ যেয়ে বন্দি মানুষটিকে ছেড়ে দিয়েছে। বন্দি মানুষটি মাথা থেকে হেলমেট সরাতে চেহারা দেখা গেল। চেহারাটা খুবই কুৎসিত, তার উপর চেহারা কালো হওয়ায় ভয়ংকর লাগছে দেখতে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই হিস হিস করে উঠল সে। তাদেরকে দেখিয়ে অন্যান্য মানুষদের বলল, এই তিন বদমাইশ আমাকে ধরে এনেছে।

মানব দলনেতা মাথা থেকে হেলমেট খুলে বলল, ওদের ভার আমি তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। তুমি যে শাস্তি দিতে চাও দেবে।

বন্দি মানুষটি এবার নিয়নকে দেখিয়ে বলল, ওকে এখনও বাঁধা হয়নি কেন। ওকে বাঁধা হোক।

দুজন মানুষ এসে নিয়নকে শক্ত করে বাঁধল। তারপর মাথার উপর থেকে হেলমেট সরিয়ে দিল।

মানব দলনেতা এবার নিয়নের কাছে এগিয়ে এলো। তারপর বলল, তোমাদের দলনেতা কে?

নিয়ন ইশারায় রুটনকে দেখিয়ে দিল।

দলনেতা এবার রুটনের কাছে গিয়ে বলল, তুমিই তাহলে দলনেতা?

হ্যাঁ। দুবল কণ্ঠে উত্তর দিল রুটন।

তোমরাই তাহলে পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন ধ্বংস করেছ?

হ্যাঁ।

তোমরা মোট কতজন ছিলে?

আট জন।

বাকিরা কোথায়?

যুদ্ধের সময় মারা গেছে।

মানব দলনেতা খানিকটা ধমকে উঠে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ?

না সত্য বলছি।

আমার সাথে মিথ্যা বলার অপরাধে তোমার কি শাস্তি হতে পারে জানো?

আমার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

তাহলে বাঁচতে চাইলে সত্য উত্তর দাও। বলো তোমার সাথের বাকিরা কোথায়?

আমি তোমাকে সত্য বলেছি। এখন তুমি যা খুশি তাই করতে পার?

দলনেতা এবার বন্দি মানুষটিকে কাছে আসার জন্য ইশারা করল। বন্দি মানুষটি কাছে আসতে দলনেতা বলল, তুমি পাথর দিয়ে ওর দুই হাতের দশটি আঙ্গুল থেতলে দাও।

কথাটি শোনা মাত্র বন্দি মানুষটির চোখে মুখে এক ধরনের উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল। সে যেন এতক্ষণ এরকমই আদেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে দুটো পাথর তুলে এনে একটার উপর রুটনের হাতের আঙ্গুল রেখে অন্যটা দিয়ে এত জোরে আঘাত করল যে রুটনের চিৎকারে নিয়নের

অন্তঃরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। এরপর রুটনের পায়ের আঙ্গুলগুলোও থেতলে ফেলা হলো। ব্যতার তীব্রতা সইতে না পেরে রুটন জ্ঞান হারালে মুখে পানি ঢেলে আবার তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো। তারপর একইভাবে চলতে থাকল অত্যাচারের কার্যক্রম।

এক পর্যায়ে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে রুটন চিৎকার করে বলতে থাকল, আমাকে মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো।

দলনেতা মানুষটি দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, হ্যাঁ তোমাকে তো মারবই। তুমি আমাদের কত লোককে মেরেছ। মৃত্যু ছাড়া তোমার আর কোনো পরিণতি নেই। তোমার মৃত্যুটা আরও ভয়ংকর হওয়া উচিত।

দয়া করে আমাকে হত্যা করো।

দলনেতা এবার বন্দি মানুষটিকে নির্দেশ দিয়ে বলল, ওরা একটা পা পাথর দিয়ে থেতলে দাও।

বন্দি মানুষটি তাই করতে শুরু করল। হাত পা এর আঙ্গুলের পর এবার রুটনের ডান পাটা থেতলে দিল। শেষে পাটা যখন সে উচু করল তখন সেটা দড়ির মতো দুলতে থাকল। এরপর বন্দি মানুষটি আর তার দলনেতার আদেশের জন্য অপেক্ষা করল না। তলোয়ার দিয়ে আচমকাই এক টানে রুটনের মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলল।

রুটনের পরিণতি দেখে ডিউক হড় হড় করে বমি করে দিল। আর ডিউককে বমি করতে দেখে মেজাজ চড়ে গেল দলনেতা মানুষটির। সে চিৎকার করে উঠে বলল, ঐ মাটির নিচের লাল কেঁচো, তুই মাটির উপরে বমি করলি কেন? জানিস না আমরা এখানে থাকি?

ডিউক করুন চোখে উপরের দিকে তাকাতে দলনেতা তার চোখা বুট দিয়ে এমন জোরে ডিউকের মুখে লাথি মারল যে ঠোঁট কেটে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। রক্ত দেখে মেজাজ আরও চড়ে গেল দলনেতা মানুষটির। সে তার বুট দিয়ে ডিউকের গলা জোরে চেপে ধরল। পিছনে হাত বাঁধা থাকায় কিছুই করতে পারছে না ডিউক। অক্সিজেনের জন্য ছটফট করছে বুকটা। শেষ পর্যন্ত কোনো লাভ হলো না। একসময় একেবারে নিস্তেজ হয়ে এলো তার শরীর। আর তখন খাঁড়া তরোয়ালটা ডিউকের গলা বরাবর ঢুকিয়ে দিল দলনেতা মানব। তাতে রক্ত বেরিয়ে এলেও ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো না। কারণ ডিউক তার আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

নিয়ন ভয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। সে এতদিন বিশ্বাস করত হিমিস সবচেয়ে নিষ্ঠুর, তার থেকে নিষ্ঠুর আর কেউ হতে পারে না। অথচ সে এখন বুঝতে পারছে মানুষের নিষ্ঠুরতার কাছে হিমিসের নিষ্ঠুরতা কিছুই না। মানুষের চরিত্রে যে নিষ্ঠুরতা আর নির্মমতা আছে তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই।

দলনেতা মানুষটি এবার নিয়নের দিকে এগিয়ে এলে নিয়ন ভয়ে খানিকটা পিছনে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কারণ পিছনে বড় পাথরে তার পিঠ ঠেকে গেছে।

এদিকে তার ভাগ্য প্রসন্ন এ কারণে যে বন্দি কুৎসিত মানুষটি বলে উঠল, ঐ লাল মানবটা অবশ্য আমার প্রতি অতটা নিষ্ঠুর ছিল না।

দলনেতা উত্তরে বলল, তাই বলে তো আমরা ওকে ছেড়ে দিতে পারি না।

তাহলে ওকে আমরা কোনোরকম কষ্ট না দিয়ে হত্যা করি।

দলনেতা কোনো উত্তর দিল না। সে আরও খানিকটা সামনে এসে বলল, এ্যাই লাল কোঁচো, তোমার নাম কি?

নিয়ন।

বাহ! সুন্দর নাম তো। কিন্তু কর্মটা তো করেছ জঘন্য। মানুষ হত্যা করেছ। কাজেই তোমার শাস্তি মৃত্যুন্ড। তোমার কিছু বলার আছে?

নিয়ন জানে বলে কোনো লাভ হবে না। তাই বলল, না, কিছু বলার নেই।

তাহলে মাথা নিচু করো। তোমার গলাটা নামিয়ে আনি।

নিয়ন শেষ বারের মতো চারদিকে তাকাল। সুন্দর এই পৃথিবীর সৌন্দর্য সে উপভোগ করতে শুরু করেছিল মাত্র। আর এখনই কিনা তার মৃত্যু ঘটবে। ভাবতেই বুক চিরে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তবে সে আর সময় নিল না। প্রথমে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বন্ধ করল। তারপর মাথাটা নামিয়ে আনল নিচের দিকে। এখন তার ঘাড়টা টান টান হয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘাড়ে এসে পড়বে দলনেতা মানুষটির ধারাল তরোয়াল। এরকম ভাবতে ভাবতেই ঘাড়ে তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল সে। ব্যথার মাত্রাটা এত বেশি ছিল যে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠল।

একই সাথে শরীরে একরকম তীব্র ঝাকুনি অনুভব করল। পরের মুহূর্তে কাউকে বলতে শুনল, কি হয়েছে নিয়ন? কি হয়েছে?

চোখ মেলে তাকাতে দেখল, রুটন আর ডিউক তার উপর ঝুকে আছে। সে অবাক হয়ে বলল, তোমরা!

হ্যাঁ আমরা।

আমি তো ভেবেছিলাম..

কি ভেবেছিলে? চোখ কুচকে প্রশ্ন করল রুটন।

না কিছু না। কি হয়েছিল?

হঠাৎই তুমি 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছিলে।

নিয়ন এবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখল বন্দি মানুষটি আগের জায়গায়ই পড়ে আছে। সে বুঝতে পারল যা কিছু সে দেখেছে সবই ছিল স্বপ্ন। রুটন আর ডিউকের কিছুই হয়নি। তারা বেঁচে আছে। বেঁচে আছে সে নিজেও। এরকম ভাবতে এতক্ষণে বুকের মধ্যে আটকে থাকা বাতাসটা ছেড়ে দিল সে। তারপর জোরে শ্বাস নিয়ে বলল, খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি।

৮

নিয়ন যখন স্বপ্ন দেখে উঠেছে তখন দুপুর পেরিয়ে গিয়েছে। পুরো সকালটা ক্লান্তিতে তিনজনই অঘোরে ঘুমিয়েছে। এখন অবশ্য সবার ভালো লাগছে। পানিতে হাত মুখ ধূয়ে নিয়ে রুটন বলল, সবাই আমরা খাবার খেয়ে নেই।

ডিউক বলল, তা তো অবশ্যই। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় খেয়েছি, আর খাওয়ার সুযোগ হয়নি।

সুযোগ হবে কীভাবে? যে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি তাই তো অনেক।

শুধু যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি তা নয়, আমরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার।

আমি অবশ্যই স্বীকার করছি। নাও, এখন খাবার বের করো। আমাদের প্রত্যেকের ব্যাগেই তো খাবার আছে।

হ্যাঁ আছে।

নিয়ন এবার বলল, আমর কি বন্দি মানুষটাকে খাবার দেব না?

রুটন নির্লিপ্তভাবে বলল, না। ওকে খাবার দেয়া মানে খাবার নষ্ট করা। তাছাড়া আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওকে হত্যা করে ফেলব। গত রাতে তুমি ঠিকই বলেছিল। ওকে সাথে রাখা ঝুকিপূর্ণ। শেষে দেখা যাবে ওই আমাদের হত্যা করছে।

নিয়ন অবশ্য আর অনুরোধ করল না। কারণ কিছুক্ষণ আগের স্বপ্নে মানুষের যে আচরণ সে দেখেছে তাতে তার মনের মধ্যে এখনও ভয় কাজ করছে। মানুষের প্রতি একরকম ঘৃণারও সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এই ঘৃণাটা তার আগে থেকেই ছিল। দীর্ঘ দিন মানুষের নিষ্ঠুরতা আর খারাপ আচরণ সম্পর্কে শুনতে শুনতে এই ঘৃণা তার মতো সকল লাল মানবের মনেই আছে।

তিনজনের খাবার খাওয়া যখন শেষ পর্যায়ে তখন বন্দিকে অস্পষ্ট চিকন কণ্ঠে বলতে শুনল, পা..পানি। একটু পানি দেবে।

রুটন সাথে সাথে চিৎকার করে উঠে বলল, ঐ মানুষের বাচ্চা, একদম চুপ্। কোনো কথা বলেছ তো জিভ্ কেটে ফেলব।

বন্দি মানুষটি আর কোনো কথা বলল না, চুপ হয়ে গেল।

ডিউক বলল, রুটন, আমরা বরং বন্দির সাথে কথা বলি। তারপরও ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু তুমি বলেছ ওকে হত্যা করবে কাজেই অহেতুক দেরি করে লাভ কি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের যে অবস্থা তাতে শত্রুকে সাথে নেয়ার চেয়ে হত্যা করাই ভালো। আমি তোমার সাথে একমত পোষণ করছি।

ডিউকের কথা শুনে রুটন উঠে দাঁড়াল। তারপর যেয়ে বসল বন্দি মানুষটির পাশে। পিছনে নিয়ন ডিউক দুজনেই এলো। বন্দি পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে। হেলমেটসহ মাথাটা একদিকে হেঁলে আছে। রুটন হেলমেটের উপর থেকে কালো কাপড় সরিয়ে হেলমেটটি খুলতে শুরু করল।

নিয়নও তাকে সাহায্য করতে লাগল। প্রতিরক্ষা পোশাকের সাথে হেলমেটটি অনেক জায়গায় হুক দিয়ে লাগান। এজন্য খুলতে খানিকটা সময় লাগল। হেলমেটটি খোলার পর একসাথে বিস্মিত হলো সবাই। তাদের সামনে যে মানুষটি বসে আছে সে পুরুষ নয়, অল্প বয়সী এক নারী। লম্বা চুল, নীল চোখ আর সুন্দর চেহারা দেখে সবাই মুহূর্তের জন্য যেন কথা হারিয়ে ফেলল। তারা কেউই ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারেনি তাদের হাতে বন্দি মানুষটি কোনো নারী হবে।

ডিউকই প্রথম কথা বলল। সে বলল, তোমার নাম কি?

মিতি।

তুমি নিশ্চয় নারী?

হ্যাঁ।

এবার রুটন প্রশ্ন করল, তোমার বয়স কত?

মিতির গলা একেবারে শুকিয়ে এসেছিল। তাই সে এবার উত্তর না দিয়ে খুব আকুতি নিয়ে বলল, একটু পানি খাওয়াবে?

রুটন নিজে যেয়ে পানি নিয়ে এলো। মিতি পানি পান করতে সে আবার বলল, তোমার বয়স কত?

উনিশ বছর।

তুমি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ কেন?

এই প্রশ্ন তো আমি তোমাদের করব। তোমরা মাটির নিচের লাল জগতের মানুষ। আমরা তো তোমাদের জগতে যেয়ে যুদ্ধ করছি না। বরং তোমরা এসে আমাদের পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনকে ধ্বংস করেছ। আমাদের মানুষদের হত্যা করেছ। আমাকে বন্দি করেছ। এখন হত্যা করতে চাচ্ছ। হত্যা করতে চাইলে করো। দেরি করছ কেন? আর হ্যাঁ, পানির জন্য ধন্যবাদ। আমার সত্যি পানি পিপাসা পেয়েছিল।

এবার ডিউক বলল, তুমি কি অন্য কিছু খাবে?

তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? এখনই তোমরা আমাকে হত্যা করবে। কাজেই খেয়ে আর কি লাভ?

ডিউক তারপরও কিছু খাবার এনে মিতিকে দিল। মিতি বলল, খাব কীভাবে? তোমরা তো আমার হাত বেঁধে রেখেছ?

এবার রুটন বলল, আমরা তোমার হাত খুলে দিতে পারি। কিন্তু তুমি কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবে না।

আমি চালাকি করব কীভবে? তোমরা আমার সবগুলো অস্ত্র নিয়ে গেছ। তাছাড়া পা দুটোও বেঁধে রেখেছ।

রুটন মিতির হাত খুলে দিলে মিতি ধীরে ধীরে খেতে শুরু করল। মিতির চুলগুলো মুখের দুপাশ থেকে হেলে পড়ায় সত্যি সুন্দর লাগছে তাকে। ডিউক মিতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলল, মিতি, তুমি দেখতে খুব সুন্দর?

কীভাবে বুঝলে?

আমরা আমাদের লাল জগতে যে মেয়েদের দেখেছি তাদের থেকে তুমি সুন্দর।

তোমাদের লাল জগতে মেয়েরা আছে বুঝি?

হ্যাঁ আছে। তবে আমরা শুধু একবার দেখতে পেয়েছি। তাও খুব অল্প সময়ের জন্য।

কেন অল্প সময়ের জন্য?

আমাদের মেয়েদের সাথে মেশার সুযোগ নেই। তবে এবার হবে। যেহেতু এবার আমরা যুদ্ধে জিতেছি, ফিরে গেলে আমাদের প্রত্যেকের জন্য একজন করে মেয়ে থাকবে। আমারা তাদের সাথে সময় কাটাতে পারব। প্রয়োজনে তাদেরকে স্পর্শ করতে পারব।

তোমরা কোনো মেয়েকে এখন পর্যন্ত স্পর্শ করোনি?

না করিনি। আগেই বলেছি আমাদের সেই সুযোগ ছিল না।

তাহলে তো তোমাদের জীবন ব্যর্থ।

ডিউক এবার খানিকটা আগ্রহ নিয়ে বলল, আমি কি তোমাকে স্পর্শ করে দেখতে পারি?

মিতি মৃদু হাসল। তারপর বলল, আমি তো তোমাদের বন্দি। তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পার। কাজেই আমার অনুমতি গ্রহণের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

রুটন বলল, সত্যি কথা বলতে কি আমরা ভেবেছিলাম যুদ্ধটা হবে পুরুষ মানুষদের সাথে। কিন্তু তোমার মতো মেয়ের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে দেখে সত্যি বিস্মিত হয়েছি।

আমরা পুরুষ নারী উভয়ে সম্মিলিতভাবে পৃথিবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি। এজন্য পুরুষের পাশাপাশি আমাদের নারীদেরও যুদ্ধ করতে হচ্ছে।

কিন্তু আমরা জানি পৃথিবীকে আমরা রক্ষা করছি। তোমরা ধ্বংস করছ।

তোমরা ভুল জানো। হিমিস তোমাদের ভুল তথ্য দিয়েছে। মূলত হিমিসই পৃথিবীকে ধ্বংস করছে এবং বঞ্চিত করছে তোমাদের। তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ক্লোন গবেষণাগারে। তারপর তোমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের সমাজের সৌন্দর্য, ভালোবাসা, মায়া-মমতা সম্পর্কে তোমাদের কোনোকিছু জানা নেই। যদি জানতে তাহলে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে না।

তোমাদের ভালোবাসা, মায়া-মমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না।

তাহলে আমার সাথে আমাদের এলাকায় চলো। দেখবে কীভাবে আমরা বসবাস করি। কীভাবে ভালোবাসা আর মায়া-মহব্বত দিয়ে আমরা টিকিয়ে রাখছি আমাদের সমাজ তথা পৃথিবীকে।

তোমরা তো আমাদের নিয়ে সেখানে হত্যা করবে।

না করব না। তোমরা যদি আমাদের সাথে বন্ধুসুলভ হও তাহলে আমরা তোমাদের ক্ষতি করব না। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের সাহায্য ছাড়া আমরা হিমিসকে ধ্বংস করতে পারব না।

তোমরা হিমিসকে ধ্বংস করতে চাচ্ছ কেন?

কারণ হিমিস পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে, আমাদের হত্যা করতে চাচ্ছে- এজন্য।

তাহলে আমাদের কি হবে?

তোমারা আমাদের সাথে থাকবে।

কীভাবে তোমাদের সাথে থাকব? তোমরা আমরা একে অন্যের শত্রু।

মিতি এবার একটু সময় নিয়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি তোমরা আমরা একে অপরের শত্রু না। তোমরা আমাদের মতোই মানুষ। তোমরা নিশ্চয় জানো আমাদের কোষ থেকে তোমরা সৃষ্ট হয়েছ।

আমাদের হিমিস সৃষ্টি করেছে, তোমরা না। খানিকটা জোর দিয়ে বলল রুটন।

হিমিস সৃষ্টি করেছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের কোষ থেকে ক্লোনিং পদ্ধতিতে তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য তোমাদের প্রত্যেকের চেহারা পৃথিবীর কারো না কারো সাথে মিলে যায়, এমন কি তোমাদের ডিএনএ স্ট্রাকচার পর্যন্ত মিলে যায়। এজন্য আমরা তোমাদেরকে আমাদের মতো মানুষই মনে করি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হিমিস। সে প্রথম থেকেই তোমাদেরকে আমাদের সম্পর্কে এমন ধারণা প্রদান করে যে তোমরা আমাদের ঘৃণা করতে শুরু কর। আমাদেরকে হত্যা কর। তোমরা জেনে অবাক হবে যে বন্দি লাল মানবকে আমরা হত্যা করি না, যদি না সে আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের হাতে যে সকল লাল মানব আটক আছে, তাদের অনেকে এখনও বেঁচে আছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, হিমিসকে হত্যার জন্য আমরা নানাভাবে তাদের সাহায্য কামনা করছি। কিন্তু তারা রাজি হচ্ছে না।

রুটন এবার মৃদু একটা হাসি দিল। তারপর বলল, তারা রাজি হবে কেন? যে হিমিস আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমাদের খাদ্য পানীয় দিয়ে বড় করেছে, আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে, সেই হিমিসকে আমরা কেন হত্যা করব? তুমি খুব চালাক মেয়ে। আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলছ, বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাচ্ছ। ভেবেছ চালাকি করে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু সেই সুযোগ আমরা তোমাকে দেব না।

মিতি এবার নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই হচ্ছে, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তোমাদের সত্য বলেছি মাত্র। যাইহোক, তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে এখনই হত্যা করতে পার। তবে হত্যা করার আগে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ আছে।

কি অনুরোধ?

আমি যে প্রতিরক্ষা পোশাকটি পরে আছি সেটি খুব ভারী। আমি খুব অসুস্থবোধ করছি। এই পোশাকের নিচে আমাদের সাধারণ পোশাক রয়েছে। তোমরা অনুমতি দিলে আমি প্রতিরক্ষা পোশাকটি খুলে ফেলতে চাচ্ছিলাম। এটির এখন আর আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

এবার নিয়ন কথা বলল, এতে তো তুমি আরও অরক্ষিত হয়ে পড়বে।

তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমি বুঝতে পারছি তোমরা আমাকে হত্যা করবে। কাজেই প্রতিরক্ষা পোশাক পরে থেকে লাভ কি? বর্তমানে আমি যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে ঐ পোশাক আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। উলটো বরং গরমে কষ্ট পাচ্ছি।

এটুকু বলে মিতি তারা প্রতিরক্ষা পোশাকটি খুলে ফেলল। এখন সে লাল আর কালো মিশ্রনের একটি সিনথেটিক পোশাক পরে আছে। আগের থেকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে দেখতে। রুটন অবশ্য সতর্ক থাকতে ভুলল না। সে মিতির হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে বলল, এখানে চুপচাপ বসে থাকবে।

ঠিক আছে। তোমরা কি আমাকে এখনই হত্যা করতে যাচ্ছ?

আমরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেব।

এ কথা বলে রুটন, নিয়ন আর ডিউককে নিয়ে গুহার সামনের অংশে এলো। তারপর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলোচনা শুরু করল যেন মিতি কিছু শুনতে না পারে। রুটনই প্রথম কথা বলল, মিতিকে নিয়ে আমরা কি করব? ওকে কি আমরা হত্যা করব?

ডিউক বলল, সত্যি কথা বলতে কি যদিও মানুষ আমাদের শত্রু, কেন যেন মিতিকে হত্যার জন্য আমার মন সায় দিচ্ছে না।

ডিউককে সমর্থন করে নিয়ন বলল, আমারও না। ওর আচরণে আমি এমন কিছু দেখিনি যা আমাকে আতঙ্কিত করে। উলটো বরং মনের মধ্যে কেমন যেন আবেগ, মায়া-মমতার সৃষ্টি করে।

নিয়নের কথা শুনে রুটন বলল, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে প্রশিক্ষণে জানানো হয়েছিল মেয়েরা ছলনাময়ী, ধূর্ত, প্রতারক এবং সহজে আমাদের বোকা বনাতে সক্ষম।

আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মিতি ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মিতি আমাদের সাহায্য করতে চায়।

ওর সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা নিজেরাই আমাদের ঘাঁটিতে পৌছে যেতে পারব। সেক্ষেত্রে মিতিকে ঐ পর্যন্ত নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

তাহলে ওকে বরং আমরা ছেড়ে দেই।

কি সাংঘাতিক কথা! মিতিকে ছেড়ে দিলে মিতি প্রথমেই আমাদের হত্যা করবে।

কীভাবে করবে? ওর সাথে তো কোনো অস্ত্র নেই। এমন কী প্রতিরক্ষা পোশাক পর্যন্ত নেই। ও যদি কোনোভাবে আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করে মুহূর্তের মধ্যে আমরাই ওকে হত্যা করতে পারব।

ডিউকও সমর্থন করল নিয়নকে। তারপরও রুটন বলল, আমাদের কি উচিত হবে মানুষকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেয়া? এটা কি লাল জগতের নীতি বিরুদ্ধ নয়? আর হিমিস জানতে পারলে কি অবস্থা হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছ?

আমরা কেউ তো আর হিমিসকে বলতে যাচ্ছি না যে আমরা মিতি নামের কাউকে ধরে ছেড়ে দিয়েছি।

তারপরও কেন যেন রুটন রাজি হতে চাইল না। শেষে অনেক আলোচনার পর যখন রাজি হলো ততক্ষণে বিকেল হয়ে গেছে। রুটন নিজে মিতির কাছে এসে বলল, মিতি, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব।

মিতি অবাক হয়ে বলল, তোমাদের কথা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

এটাই সত্য। এখন থেকে তুমি মুক্ত। তুমি ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার। তবে তুমি সাথে করে কোনে অস্ত্র কিংবা তোমার প্রতিরক্ষা পোশাক নিতে পারবে না।

কথার মাঝেই রুটন মিতির হাত আর পায়ের বাঁধন কেটে দিল। মিতি সত্যি বিস্মিত হলো। এটা ছিল তার কল্পনাতীত। সে লাল মানবদের ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল। দৌড়ে গুহার বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল। তারপর চলে গেল পাহাড়ের প্রান্তে। উঠে দাঁড়াল একটা বড় পাথরের উপর। এখান থেকে অনেক নিচে একটা নদী দেখা যায়। নদীর ওপাশে গহীন অরণ্য। সেদিকে তাকিয়ে মুক্তির আনন্দে মিতির দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আর পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের আলো সেই অশ্রুর উপর পড়তে অশ্রু যেন মুক্তোর দানায় রূপান্তরিত হলো যা মিতির সৌন্দর্যকে আরও অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। সেই সৌন্দর্যে বিস্মিত বিমোহিত লাল মানবেরা বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'নারী সত্যি সুন্দর, সত্যি অপূর্ব'।

রুটন, নিয়ন আর ডিউক সন্ধ্যার আগেই গোছগাছ শেষ করে ফেলল। প্রতিরক্ষা পোশাকও পরে ফেলেছে, শুধু হেলমেট পরা বাকি আছে।

তারা সবকিছু গোছগাছ করতে মিতি বলল, তোমরা কি এখনই চলে যাবে?

রুটন বলল, হ্যাঁ। তুমি চলে যাচ্ছ না কেন?

আমি তো রাতে চলতে পারব না। রাত আমাদের জন্য ভয়ংকর। তাই ভাবছি রাতটা গুহায় কাটিয়ে সকালে রওনা দেব।

তোমার সাহস আছে বলতে হয়।

এ কথা বলছ কেন?

তোমার মতো পরিস্থিতিতে যদি আমি পড়তাম এবং মুক্তি পেতাম, আমি আগে পালিয়ে বাঁচতাম। কারণ ভয়ংকর শত্রু থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

আমি তোমাদের এখন আর ভয়ংকর মনে করছি না। তোমাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। এজন্য তোমাদেরকে ভয়ও পাচ্ছি না।

যদি সেরকম অনুভব করে তুমি স্বস্তিবোধ করো আমাদের কিছু বলার থাকবে না। তারপরও বলছি, তুমি দ্রুত এখান থেকে চলে যাও। তোমার একা থাকার জন্য জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়।

আমাকে নিয়ে তোমরা ভাববে না। আমি আমার পথ খুঁজে নিতে পারব।

কোন্ পথে যাবে তুমি? প্রশ্ন করল ডিউক।

যে পথে এসেছি সেই পথে। ঐ পথেই আমি পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনে ফিরে যেতে পারব। সেখানে মানুষ আছে। একবার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে আর কোনো সমস্যা হবে না।

তুমি কি পথ চিনতে পারবে?

হ্যাঁ চিনতে পারব। বনের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া আমার জন্য কঠিন কিছু হবে না। কারণ গত রাতে আমরা চারজন যে পথে এসেছি সে পথে তরোয়াল দিয়ে তোমরা পথ তৈরি করার জন্য অনেক ডাল পালা, ঝোপ ঝাড় কেটেছ। সেগুলো দেখেই এগিয়ে যেত পারব। তবে তোমাদেরকে এখন একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি। আজ রাতে তোমরা যে পথে যাবে সেই পথের ঝোপ ঝাড়গুলো এভাবে কেটো না। কারণ আমাদের মধ্যে প্রতিশোধপরায়ন মানুষ আছে, যারা সবসময়ই তোমাদের হত্যা করতে চায়। তাদের প্রতি নির্দেশনাও এরূপ এবং তারা এই বনের মধ্যেই অবস্থান করে। আমরা তাদেরকে বলি গেরিলা যোদ্ধা। তারা তোমাদের চলার পথ অনুসরণ করে তোমাদের হত্যা করতে চেষ্টা করবে।

ধন্যবাদ মিতি। তোমার উপদেশ আমাদের কাজে লাগবে।

মিতি একটু সময় নিয়ে বলল, যদি কিছু মনে না করো, আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই?

কি প্রশ্ন?

লাল জগতে ফিরে যাওয়ার পর তোমরা কি আবার আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে?

রুটন সরাসরি মিতির চোখে তাকাল। তারপর মৃদু হেসে বলল, আমরা যুদ্ধে আসতে চাই না। তবে এটাও সত্য আমাদের হিমিসের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

আমি খুব খুশি হতাম যদি মানুষ আর লাল মানবদের মধ্যেকার যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হতো।

আমরাও চাই কিন্তু আমরা নিরুপায়।

তোমাদের কথা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে।

তোমার কথাও আমাদের মনে থাকবে। তাহলে আসি, বিদায় মিতি। আমাদের..

রুটন কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই বনের মধ্যে থেকে ছুটে আসা লেসার রশ্মি রুটনের মস্তিষ্ক ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। রুটন কোনো রকম টু শব্দও করতে পারল না। তার আগেই বড় বড় চোখে ধপ্ করে নিচে পাথুরে মাটির উপর পড়ে গেল। শেষ মুহূর্তে তার চোখে শুধু ছিল বিস্ময় আর বিস্ময়।

ঘটনা কি ঘটেছে মিতির বুঝতে অসুবিধা হলো না। এটা যে গেরিলা মানুষদের আক্রমণ সে নিশ্চিত। তাই সে চিৎকার করে গেরিলাদের উদ্দেশে বলে উঠল, তোমরা অস্ত্র চালাবে না। ওরা লাল মানব ঠিকই, কিন্তু আমাদের শুভাকাঙ্খী। ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

মিতির কথায় গেরিলা মানবদের কেউ কর্নপাত করল না। তারা বৃষ্টির মতো লেসার রশ্মি ছুড়তে লাগল নিয়ন আর ডিউকের উদ্দেশে। নিয়ন হেলমেট পরতে পারলেও ডিউক পরতে পারেনি। তাই সে এক লাফে বড় একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। তারপর দ্রুত হেলমেট পরে নিজের সুপার গান দিয়ে গেরিলাদের অবস্থান অনুমান করে ট্রিগার টেনে দিল। সাথে সাথে এক ঝাক বুলেট ছুটে গেল ঝোপের মধ্যে।

ডিউকের গুলি করাতে আরও ক্ষেপে গেল গেরিলারা। প্রায় দশজনের মতো তারা ছুটে বেরিয়ে এলো বনের মধ্যে থেকে, লক্ষ্য ডিউক। ডিউক এবার তার এটমিক গানটা নিয়ে তাক করল সামনের গেরিলার প্রতি। এদিকে চিৎকার করে উঠল মিতি, ডিউক, তুমি অস্ত্র চালিও না। আমি ওদের বোঝাচ্ছি।

ডিউক অবশ্য শুনল না। সে ট্রিগার টেনে নিল। আর তাতে সামনের দুই গেরিলা গোলার আঘাতে ছিটকে পড়ল বনের মধ্যে। অন্য গেরিলারা অবশ্য পিছু হটল না। তারা ছড়িয়ে গিয়ে ছুটে আসতে থাকল ডিউকের দিকে। এবার ডিউককে সাহায্য করতে নিয়ন হাতে তুলে নিল লেসার গান। তারপর গেরিলাদের লক্ষ্য করে একের পর এক লেসার ছুড়তে শুরু করল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হলো না। কারণ প্রত্যেক গেরিলা লেসার প্রতিরোধক প্রতিরক্ষা পোশাক পরা।

অবস্থা বেগতিক দেখে ডিউক পিছনের দিকে সরতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না। একটা পাথরে পা ধাক্কা খাওয়ায় নিচে পড়ে গেল সে। আর এই সুযোগটাই নিই গেরিলারা। তারা একসাথে ঝাপিয়ে পড়ল ডিউকের উপর। মুহূর্তেই তার অস্ত্রগুলো নিয়ে তার মাথার উপর থেকে হেলমেট খুলে ফেলল। গলার উপর ধারাল তরবারি ধরে নিয়নের দিকে ফিরে নেতা গেরিলা চিৎকার করে উঠে বলল, তুমি তোমার অস্ত্র নামিয় ফেল। তা না হলে তোমার এই বন্ধুর মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলব।

নিয়নকে অবশ্য কিছু বলতে হলো না। গেরিলা আর নিয়নের মাঝে মিতি এসে দাঁড়াল। সে চিৎকার করে উঠে বলল, ডিউককে ছেড়ে দাও। ও নির্দোষ।

দলনেতা গেরিলা মানব বলল, ও আমাদের উপর এটমিক গান চালিয়েছে।

তোমরাও তো ওদের দলনেতা রুটনকে হত্যা করেছে।

দলনেতা গেরিলা এবার বলল, আমি জানি না তোমার নাম কি। তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি লাল মানবের পক্ষ নেবে না। সেক্ষেত্রে তোমার নিজেকেও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। তোমরা গেরিলাদের আচরণ সম্পর্কে জানো। গেরিলারা কখনোই লাল মানবদের ক্ষমা করে না।

কিন্তু ওরা ভালো লাল মানব। ওরা আমাকে হত্যা করেনি। আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

ওরা কোনোভাবে তোমার কাছ থেকে সুবিধা নিতে চেয়েছিল। এজন্যই তোমাকে হত্যা করেনি। কিন্তু সময় হলে ঠিকই হত্যা করত।

না। তুমি ওদেরকে ভুল বুঝছ।

গেরিলা নেতা এবার দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে যদি তুমি সরে না যাও, তোমার জীবনের দায়-দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। এক দুই তিন..

তিন পর্যন্ত গোনা শেষ হতেই গেরিলা নেতার ধারাল তরোয়াল ডিউকের মাথাকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেল। ঘটনার আকস্মিকতায় মিতি নিজেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তবে সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল না। চিৎকার করে উঠে বলল, নিয়ন, নিচে ঝাপ দাও।

নিয়ন বড় বড় চোখে বলল, নিচে কোথায়?

খরস্রোতা ঐ নদীর মধ্যে।

কী বলছ তুমি!

কোনো কথা না। এরা গেরিলা। কিছুই শুনতে চাইবে না। ওরা তোমার বন্ধুদের মতো তোমাকেও হত্যা করবে। তোমাকে..

মিতি কথা শেষ করতে পারল না। তার আগে গেরিলাদের একটি এটমিক গানের গোলা এসে পড়ল নিয়নের পায়ের সামনে। গোলা বিস্ফোরণে নিয়ন ডান পায়ে মারাত্মক আঘাত পেল। এর থেকেও বড় কিছু ঘটতে পারত। ঘটল না শুধু প্রতিরক্ষা পোশাকের কারণে।

এদিকে মিতি আবারও চিৎকার করে উঠে বলল, নিয়ন লাফ দাও, নিচে লাফ দাও।

নিয়ন নিচের দিকে তাকাল। নিচে নদী দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্ত কত নিচে অনুমান করতে পারছে না। এক হাজার ফুটের কম হবে না। এত উপর থেকে পড়লে তার বাঁচার সম্ভাবনা যে খুব ক্ষীণ তা সে বুঝতে পারল। পাশাপাশি এটাও বুঝল এখানে এই পাহাড়ের উপর থাকলে নিশ্চিত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই আর দেরি করল না। দ্বিতীয় গোলা ছুটে আসার আগেই লাফ দিল সে। শেষ মুহূর্তে মিতিকে শুধু বলতে শুনল, নিয়ন আমাকে ক্ষমা করো, আমি তোমাদের বন্ধুদের বাঁচাতে পারলাম না, রক্ষা করতে পারলাম না তোমাকেও।

নিয়ন ভেবেছিল সে বুঝি মারাই যাবে। কিন্তু এ যাত্রায় সেরকম কিছু ঘটল না। নদীর তীব্র স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে। কিছুতেই নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না সে। তার উপর ডান পায়ের আঘাতটা মারাত্মক হওয়ায় পানির মধ্যে পা-টা সে ঠিকমতো নড়াচড়াও করতে পারছে না। নড়াচড়া করতে গেলে তীব্র ব্যথায় কেঁপে উঠছে শরীর। এজন্য স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া ছাড়া তার এখন আর কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সমস্যা হলো আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর। নদী অগভীর হতে শুরু করলেও স্রোতের তীব্রতা বাড়তে লাগল। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো নদীর মধ্যে বড় বড় ডুবু পাথরগুলো। একটু পর পরই নিয়ন কোনো না কোনোটার সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। কিছু পাথর চোখা হওয়ায় সেগুলো প্রতিরক্ষা পোষাক পর্যন্ত ছিদ্র করে এমন জোরে খোঁচা দিচ্ছে যে শরীর কেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে। অবস্থা বেগতিক দেখে সামনে পানির উপর উচু একটি পাথর আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। আরও দ্রুত গতিতে তার শরীর ছুটে যেতে লাগল সামনের দিকে। এবার পানি সমতল থেকে খানিকটা ঢালু পথে প্রবাহিত হচ্ছে। নিয়ন বুঝতে পারল সামনে বড় ধরনের কোনো জলপ্রপাত আছে। স্রোত তাকে সেদিকেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তার জানা আছে জলপ্রপাতের পানি অনেক উচু থেকে নিচে পড়ে। স্রোতের সাথে সে নিচে পড়লে তার হাড়গোড় যে ঠিক থাকবে না তাতে সে নিশ্চিত। ইতিমধ্যে পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে শরীরের অনেকাংশে ছিলে গেছে, ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিরক্ষা পোশাক না থাকলে সে এতক্ষণে একটা মাংসপিন্ডে পরিণত হত। প্রতিরক্ষা পোশাকের অবস্থাও এখন খারাপ। ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হারাচ্ছে। এই প্রতিরক্ষা পোশাক তাকে জলপ্রপাত হতে পতনের পরবর্তী আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এখন আর তার কিছু করার নাই। ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিতে হবে নিজেকে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

জলপ্রপাতটিকে যত উচু মনে করেছিল ততটা উচু হলো না। এজন্য স্রোতের সাথে নিচে পড়লেও ধাক্কাটাকে সামলাতে পারল সে। কিন্তু স্রোতের গতি এখানে ভয়ংকর। কারণ নদী কিছুটা সরু হয়ে এসেছে। সেই সরু নদীর মধ্যে দিয়ে ভেসে যেতে থাকল নিয়ন। প্রায় ঘণ্টাখানেক ভাসার পর হালকা স্রোতের বড় একটা নদীতে এসে পড়ল সে। ইতিমধ্যে শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিয়ন বুঝতে পারছে এভাবে সে আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। তাই ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগোতে শুরু করল।

অবশেষে নিয়ন যখন তীরে এসে পৌঁছাল তখন রাত প্রায় দশটা। বালুচরে উঠার পর ক্রলিং করে সামনে একটা ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নিল সে। তারপরই জ্ঞান হারাল। দুর্বলতা আর ক্লান্তিতে পিঠের ব্যাগটা পর্যন্ত নামানোর সুযোগ পেল না।

১০

নিয়নের যখন জ্ঞান ফিরল তখন দুপুর পেরিয়ে বিকেল প্রায়। চোখ খুলতে প্রথমে সে বুঝতে চেষ্টা করল সে কোথায় আছে। ধীরে ধীরে মনে পড়ল সবকিছু। উঠে বসতে চেষ্টা করতে সে শরীরের দুর্বলতাটা দারুনভাবে অনুভব করল। ঝোপের মধ্যে থাকলেও রৌদ্রের উত্তাপ থেকে রক্ষা পায়নি তার শরীর। প্রতিরক্ষা পোশাকের কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ায় সমস্যাটা আরও প্রকট হয়েছে। শরীরের চামড়া শুকিয়ে টান টান হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরে অসহনীয় জ্বালাপোড়া করছে। এ অবস্থায় হয় খুব ঠান্ডা জায়গায় যেতে হবে, নতুবা সমস্ত শরীর পানিতে ভিজাতে হবে। সামনেই নদী। নদীতে নেমে পড়লে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু নদীতে নামা তার জন্য এখন কতটুকু নিরাপদ হবে? কারণ এ মুহূর্তে সে নদীতে একটা মোটরচালিত নৌকা দেখতে পাচ্ছে যেখানে মানুষের উপস্থিতি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

নিয়ন কাঁধ থেকে তার ব্যাগ নামিয়ে ফেলল। মাথা থেকে হেলমেটটিও খুলল। অস্ত্রগুলোও পাশে রেখে দিল। তারপর পাশে পড়ে থাকা একটি গাছের ডালে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। সে পারল ঠিকই, কিন্তু তাতে তার জীবন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। কারণ ডান পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ। পা-টা অনেকখানি ফুলে গেছে। মাটিতে পা রাখলেই তীব্র যন্ত্রণা সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল নিয়ন। চারপাশে চোখ পড়তে বুঝল এখানে জনমানবের চলাচল আছে। কারণ ঝোপ থেকে একটু দূরে মানুষ চলাচলের একটি রাস্তা রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত নিয়ন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। বসে পড়তে বাধ্য হলো। এ মুহূর্তে তার করণীয় কি ভাবতে চেষ্টা করল। প্রথম কাজ হলো শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা কমান। এজন্য তাকে নদীতে নেমে গোসল করতে হবে। দ্বিতীয় কাজ হবে লাল জগতে যোগাযোগ করা। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। সে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কেউ উদ্ধার করতে আসবে না। লাল জগতের কোনো হেলিকপ্টার বা অন্য কোনো উদ্ধারকারী যান পৃথিবীর আকাশে উড়ে না। পৃথিবীর আকাশ তাদের জন্য নিরাপদ নয়। নিয়ন ঠিক করল লাল জগতের সাথে যোগাযোগ করে যেহেতু লাভ হবে না, সেহেতু সে লাল জগতের কারো সাথে যোগাযোগ করবে না। তৃতীয় যে কাজ সেটি হলো নিরাপদ একটি আশ্রয় খুঁজে পাওয়া। কারণ তার পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে। তা না হলে সে হাঁটা চলা করতে পারবে না এবং ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারবে না। এর মধ্যে মানুষের হাতে পড়লে নিশ্চিত তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর যদি গেরিলা মানুষদের হাতে পড়ে তাহলে মৃত্যুটা হবে অধিক যন্ত্রণাময়।

এসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। নদীটিকে এখন নিরাপদ মনে হলো নিয়নের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে নদীতে নৌকা বা অন্য কোনো নৌযান দেখতে পায়নি। ডালটিতে ভর দিয়ে সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নদীর কাছে। নদীর পানি বেশ ঘোলা। নিচে পানি কতটা গভীর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পানির নিচে ভয়ংকর কিছু আছে কিনা তাও জানে না সে। প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে বার বার বলা হয়েছে পৃথিবীর পানি তাদের জন্য নিরাপদ নয়। এখানকার পানিতে নাকি নানারকম হিংস্র প্রাণী থাকে। থাকে ক্ষতিকর হাজারো জীবানু। এইসব প্রাণী বা জীবানুর যে কোনো একটির আক্রমণ তাদের অর্থাৎ লাল মানবদের মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

নিয়নের ঠিক সামনে পানিতে দুটো কলাগাছ ভাসছিল। একটি কলাগাছের গোড়ায় একটি সাপকে পেচিয়ে থাকতে দেখে সে আর পানিতে নামতে সাহস পেল না। ঠিক করল ঝোপের কাছে ফিরে আসবে। ঝোপের দিকে পা বড়াতেই ভয়ে তার শরীর ঠান্ডা হয়ে এলো। সে স্পষ্ট দেখতে পেল দশ বারো বছরের আট নয়টি ছেলে চিৎকার করতে করতে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সম্ভবত ওরা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ঝোপের মধ্যে তার ব্যাগ কিংবা অস্ত্র দেখে ভিতরে ঢুকেছে। নিয়ন অনুভব করল এখনই তার কোথাও লুকিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু কোথায় লুকাবে সে? লুকাতে হলে ছেলেগুলোর পাশ দিয়ে গিয়ে তারপর কোথাও লুকাতে হবে। সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ওরা তাকে দেখে ফেলবে।

এদিকে ছেলেদের চিৎকার চেঁচামেচি আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। ওদের সবার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছে। তারপর হঠাৎই ছেলেরা ঝোপের মধ্যে থেকে বের হয়ে এলো। ওদের সবার শরীরে প্রতিরক্ষা পোশাক আর হাতে লাঠি। দুজনের হাতে বড় দা। একজন আবার তার এটমিক গানটা তুলে নিয়েছে।

নিয়ন বুঝতে পারল সে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। বাঁচতে হলে ওদেরকে বুঝাতে হবে যে সে ওদের কোনো ক্ষতি করবে না। তাহলেই যদি ওরা শান্ত থাকে। কিন্তু ছেলেগুলোর চোখে মুখে যে আক্রোশ সে দেখতে পাচ্ছে তাতে তার মনে হচ্ছে ওরা তার কোনো কথাই শুনবে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছেলেগুলো। নিয়ন এরই মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। ছেলেগুলো আর একটু এগোতে সে হাত উচু করে বলল, এই যে ছেলেরা, তোমরা আমার কথা শোনো।

ছেলেগুলো থমকে দাঁড়াল।

নিয়ন এবার বলল, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। আমি তোমাদের বন্ধু হতে চাই।

এবার লাঠি হাতে এক ছেলে বলল, তোমরা লাল মানবেরা কখনোই আমাদের বন্ধু হতে পার না।

কেন পারব না?

তোমরা নিষ্ঠুর, নির্মম। তোমরা সুযোগ পেলেই আমাদের হত্যা করো।

আমাদের বোধহয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোঝা উচিত। আমরা অতটা নিষ্ঠুর নই যতটা তোমরা বলছ। গতকালও মিতি নামের একজন মানুষকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

ঝাকড়া চুলের এক ছেলে এবার জোরে বলল, তারমানে তোমার সাথে আরও লাল মানব আছে।

ছিল, এখন নেই। গতকাল মারা গেছে।

কীভাবে মারা গেছে?

গেরিলা মানুষের সাথে যুদ্ধ করে।

ঝাকড়া চুলের অন্য এক ছেলে যার হাতে লম্বা দা আছে সে চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি নিজেই স্বীকার করছ তোমরা মানুষের সাথে যুদ্ধ করে মানুষকে হত্যা করেছ।

আমরা গেরিলা মানুষদের আক্রমণ করিনি। তারাই আমাদের আক্রমণ করেছে। আমরা প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু আমরা পারিনি। আমার দুই সঙ্গী মারা গেছে, আর আমি আহত হয়েছি।

ছেলেটি এবার হিংস্র চোখে বলল, তুমি এখন আমাদের হাতে মারা যাবে।

কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ সত্য বলছি। পৃথিবী লাল মানবদের জন্য নয়, মানুষদের জন্য। তুমি লাল মানব, কাজেই তোমার মৃত্যু অবধারিত।

এ কথা বলে ছেলেটি চিৎকার করে উঠে বলল, এ্যাই তোমরা এসো, আমরা ঐ লাল মানবটিকে হত্যা করি। আমরা আমাদের বাবা মা, ভাই বোনদের হত্যার প্রতিশোধ নেই।

ছেলেটি কথা শেষ করার সাথে সাথে সবাই ছুটে আসতে লাগল নিয়নের দিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে নিয়ন দ্রুত পিছু হঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বালুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সাথে সাথে ছেলেগুলো নিয়নের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। লাঠি দিয়ে একনাগাড়ে পিটাতে শুরু করল তাকে। হাত দিয়ে ফেরাতে যেয়ে আঘাতে আঘাতে তার দুটো হাতই ফুলে উঠল। এরই মধ্যে দা হাতে ঝাকড়া চুলের ছেলেটি ভয়ানক এক কোপ বসাল নিয়নের গলা বরাবর। শেষ মুহূর্তে নিয়ন সরে গেলে তার গলাটা বাঁচল ঠিকই, কিন্তু কোপটা এসে লাগল ডান হাতের বাহুর উপর। প্রতিরক্ষা পোশাক আগে থেকে এখানে ছেঁড়া থাকায় কোপের আঘাত মাংসের অনেক গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ব্যথার তীব্রতার রেশ কাটতে না কাটতে কেউ একজন লাঠি দিয়ে সরাসরি তার মাথায় আঘাত করল। আর তাতে মাথা ফেটে রক্ত বেরিয় এলো। নিয়ন বুঝতে পারল এখানে থাকলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। তাই শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে ভয়ানক এক চিৎকার দিল সে। আর তাতে মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সবাই। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাল নিয়ন। বাম পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর লাফ দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল পাশে নদীর মধ্যে। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি কলাগাছ আঁকড়ে ধরে এক ধাক্কায় তীর থেকে পাঁচ ছয় ফুট দূরে চলে এলো।

এদিকে নিয়নকে চলে যেতে দেখে 'ধর ধর' বলে চিৎকার করে উঠল ছেলেগুলো। কিন্তু তাদের কেউই পানিতে নামল না। কেউ কেউ তার দিকে হাতের লাঠি দা ছুরে মারল। কিন্তু সেগুলোতে কোনো কাজ হলো না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সবাই। যার হাতে এটমিক গানটা ছিল এবার সে সেটা নিয়ে এগিয়ে এলো। তারপর কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই নিয়নকে লক্ষ্য করে গোলা ছুড়ল। অনভ্যস্ততার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক, গোলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ততক্ষণে নিয়ন কলাগাছে ভেসে বেশ দূরে চলে এসেছে। অন্ধকারও নেমে আসতে শুরু করেছে চারদিকে। সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করছে দ্রুত চারদিকটা অন্ধকার হয়ে যাক। তখন আর তাকে দূর থেকে দেখা যাবে না। তার বিশ্বাস, মানুষ হয়তো রাতে নদীতে তাকে খুঁজতে আসবে না।

নিয়ন যখন নদীর মাঝখানে তখন স্রোতের টানের মধ্যে এসে পড়ল। এর মধ্যে আরও দু'বার এটমিক গানের গোলা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় ছেলেগুলো চলে গেছে। নিয়ন নিশ্চিত, ওরা গিয়ে বড়দের কাছে এই ঘটনার গল্প বলবে। তখন বড় মানুষেরা তাকে খোঁজা শুরু করবে। আজ না হলে যে

আগামীকাল তারা তাকে খুঁজে বের করবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। বেঁচে থাকতে হলে এই সময়ের মধ্যে যত দ্রুত সম্ভব তাকে দূরে কোনো নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে।

প্রায় বিশ মিনিট পর নিয়ন অনুভব করল তার খুব দুর্বল লাগছে। একটু পর পর চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এরকম হতে পারে। এরকম কিছুক্ষণ চলতে থাকলে সে পানির মধ্যেই জ্ঞান হারাবে। সেক্ষেত্রে যে তার মৃত্যু ঘটবে তাতে সে নিশ্চিত। বিশ মিনিট আগে সে পানিকে নিরাপদ মনে করে পানিতে ঝাপ দিয়েছিল। আর এ মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে পানি তার জন্য সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ডাঙ্গায় উঠা ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প নেই।

নিয়ন সিদ্ধান্ত নিল সে পানি থেকে উপরে উঠবে। কারণ বাম হাতে দীর্ঘ সময় কলাগাছ আঁকড়ে ধরে রাখায় তার হাতটা প্রায় অবশ হতে চলেছে। ডান পা আর ডান হাতের অবস্থা খুব খারাপ। সবকিছু মিলিয়ে এক কথায় তার অবস্থা শোচনীয়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো ডাঙ্গায় আশ্রয় নেয়া। এরকম চিন্তা থেকেই সে নদীর দু'পাশে তাকাল। আর তখনই ছোট্ট একটা টিলার উপর একটা বাড়ি চোখে পড়ল তার। বাড়িটি থেকে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ একেবারে নিচে নদীতে এসে পোঁছেছে। সে আর দেরি করল না। এগোতে শুরু করল সেদিকে।

অনেক কষ্টে সিঁড়ির গোড়ায় এসে পৌঁছাতে পারল নিয়ন। বাম হাত আর বাম পায়ে ভর দিয়ে সে উঠে গেল বাড়িটির দরজার সামনে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। এজন্য কেউ তাকে দেখতে পেল না। নিয়নের ইচ্ছে ছিল আশেপাশে কোনো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকার। কিন্তু সেরকম কোনো ঝোপ না থাকায় সে দরজার সামনেই শুয়ে পড়ল। আর তখনই তার কানে এলো ভট্ ভট্ শব্দ। মাথা উচু করে দেখতে পেল নদীর মধ্যে দিয়ে ছুটে চলছে তিনটি স্পীড বোট্। প্রত্যেকটি স্পীড বোটের উপর শক্তিশালী সার্চ লাইট। নিয়নের বুঝতে আর বাকি থাকল না যে, স্পীড বোটের মানুষেরা তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে।

নিয়ন হঠাৎই দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। তাকাতে দেখে মোটা এক মহিলা দরজা খুলে এদিকে বেরিয়ে আসছে। দু'পা বাইরে আসতে থমকে গেল মহিলা। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল। সে দ্রুত গতিতে ছুটে গেল ভিতরে। নিয়ন বুঝতে পারল তার মৃত্যু নিশ্চিত। মানুষেরা তার উপস্থিতি জেনে গেছে। তার খুব ইচ্ছে হলো সে কোথাও লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় লুকাবে? কোনো জায়গা যেমন নেই, তেমনি শরীরে নেই শক্তি। তাই সে স্থির হয়ে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। মৃত্যু হলে এখানেই হবে।

নিয়ন স্পষ্ট দেখতে পেল মোটা মহিলা হাতে একটি লেসার গান নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মহিলার চোখে মুখে তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণা। পারলে সে এখনই তার মস্তিষ্ক ফুটো করে ফেলে।

মহিলা আরও তিন কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর লেসার গানটা নিয়নের কপাল বরাবর তাক করল। নিয়ন অনুভব করল, এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে সে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু বলতে পারল না। তার আগেই তীব্র একটা ঝাকুনিতে কেঁপে উঠল তার শরীরটা।

১১

খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল নিয়ন। চোখ খোলার পর সে যা দেখতে পেল তাতে মনে হলো সে লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে। কারণ সতের আঠার বছরের অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে তার উপর ঝুকে এসে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে। মেয়েটি এত সুন্দর যে সে বর্ননা করতে পারবে না। লাল জগতের লিলিয়া কিংবা পৃথিবীর সেই বন্দি মেয়ে মিতি সামনের এই সুন্দরী মেয়েটির কাছে কিছুই না। কী নেই মেয়েটির চেহারায়? ঘাড় বেয়ে নেমে যাওয়া মাথার ঘন সোনালী চুল, টিকাল নাক, টানা চোখ, মসৃণ ত্বক- সবকিছু মিলিয়ে মেয়েটি যেন সৌন্দর্যের এক অনন্য প্রতিমা। তাকালে শুধু তাকিয়ে থাকতেই ইচ্ছে করে। তাই তো নিয়ন তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে আছে মেয়েটির গভীর কালো চোখের দিকে। কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কোনো বিকার নেই। সে একমনে তার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে তো দিচ্ছেই।

হঠাৎই নিয়নের মনে প্রশ্ন জাগল, সে কোথায় আছে? সে জানে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে সে পৃথিবীতে আছে এবং সামনের মেয়েটি একজন মানুষ। মানুষ তার সেবা করছে ভাবতে সে বিস্মিত না হয়ে পারল না। কারণ মানুষ তাকে হত্যা করার কথা। অথচ উলটো ঘটনা ঘটছে। মানুষ তাকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। এর কারণ কি? বেশ কিছুক্ষণ ভেবেও কারণটা সে উদ্‌ঘাটন করতে পারল না।

নিয়ন অনুভব করল তার শরীরে খুব জ্বর। লাল জগতে থাকতে তার কখনও জ্বর হয়নি। জীবনে এই প্রথম তার জ্বর হলো এবং তা পৃথিবীতে। তার মানে পৃথিবীর কোনো জীবানু তাকে আক্রমণ করেছে। অবশ্য অন্য কোনো কারণেও হতে পারে। শরীরে বড় কোনো ক্ষত থাকলে জ্বর হতে পারে। সেরকম কিছু ঘটে থাকলে ক্ষতের ব্যথা না কমা পর্যন্ত জ্বর থাকবে। সেক্ষেত্রে সামনের মেয়েটির সাহায্য গ্রহণ ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তবে সে আশাবাদী। আর তা এ কারণে যে, সামনের মেয়েটি এত সুন্দর যে সে কখনোই তার ক্ষতি করবে না। তার বিশ্বাস, এত সুন্দর মানুষ অন্য কারো ক্ষতি করতে পারে না। মেয়েটির আচরণই তার অন্যতম প্রমাণ। মেয়েটি তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছে। তবে এটা সত্য, মেয়েটির আচরণ রহস্যজনক। এতক্ষণ ধরে সে মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ মেয়েটি তার সাথে কোনো কথা বলছে না। এমন কি একবার হাসছে পর্যন্ত না।

নিয়ন নড়াচড়া করার চেষ্টা করতে বুঝতে পারল তার নড়ার ক্ষমতা নেই। সমস্ত শরীরে তীব্র ব্যথা। একটু নড়াচড়া করলেই ব্যথায় কেঁপে উঠছে শরীর। তারপরও ধীরে ধীরে সে হাতটা নড়াতে চেষ্টা করল। আর সেটা টের পেয়ে মেয়েটির ঠোঁটে মিষ্টি একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে আগ্রহ নিয়ে নিয়নের আরও কাছে ঝুকে এলো। তারপর বলল, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

নিয়ন স্বীকার করতে বাধ্য হলো এত সুন্দর হাসি সে আগে যেমন দ্যাখেনি তেমনি এত সুমিষ্ট কণ্ঠও শুনেনি। মেয়েটির হাসি আর কথায় সে এতটাই বিমোহিত হলো যে কথা পর্যন্ত বলতে ভুলে গেল। মেয়েটি আবার যখন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' তখন যেন বাস্তবে ফিরে এলো নিয়ন। বিড় বিড় করে বলল, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

মেয়েটির হাসি এবার আরও বিস্তৃত হলো। সে তাড়াতাড়ি বলল, এখন কেমন লাগছে আপনার?

সমস্ত শরীরে ব্যথা।

চিন্তা করবেন না। ঠিক হয়ে যাবে। তবে ডান হাত আর পায়ে দুটো মারাত্মক ক্ষত আছে। মামি বলেছে ক্ষত দুটো সারতে সময় লাগবে।

কত সময় লাগবে?

আমি ঠিক জানি না। মামি বলতে পারবে। তবে জ্বর কমে যাবে। গতকাল আপনার জ্বর আরও বেশি ছিল। এখন অনেকটা কমেছে। যেহেতু জ্বর কমেছে সেহেতু ভয় নেই। এ যাত্রায় আপনি বোধহয় বেঁচে গেলেন। তবে আপনার উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। বিশ ঘন্টারও বেশি সময় আপনার জ্ঞান ছিল না।

বিশ ঘণ্টা জ্ঞান ছিল না শুনে নিয়ন খুব বিস্মিত হল। তবে সে কিছু বলল না।

একটু সময় নিয়ে মেয়েটি আবার বলল, আপনার নাম কি?

নিয়ন।

বাহ্ চমৎকার নাম। আমি জানি নিয়ন হলো এক ধরনের মৌল। নিয়নের আলো খুব সুন্দর।

তুমি দেখেছ?

আগে দেখেছি। এখন অবশ্য আর দেখতে পাই না।

কেন?

মেয়েটি আগের মতোই হাসি হাসি মুখে বলল, কারণ আমি অন্ধ, চোখে দেখতে পাই না।

নিয়ন সাথে সাথে আঁতকে উঠে বলল, কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ। আমার বয়স যখন তের বছর তখন আপনারা লাল মানবেরা আমাদের এই উপশহর আক্রমণ করেছিলেন। ঐ সময় আপনাদের গোলার আঘাতে আমার মাথায় আর স্পাইনাল কর্ডে ভয়ংকর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আঘাতের তীব্রতা সইতে না পেরে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে জ্ঞান ফিরে পাই ঠিকই, কিন্তু আর কখনও দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাইনি। গোলার আঘাত আমার অপটিকস্ নার্ভগুলোকে নষ্ট করে দিলে আমি চিরতরে অন্ধ হয়ে যাই। ঐ যুদ্ধে আমার বাবা মা মারা গেলে 'মামি' আমাকে লালন পালন করে।

নিয়ন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, মা...মা...মামি কে?

মামি হলো এই বাড়ির মালিক। যদিও সে আমার আপন মা না, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সে আমার আপন মায়ের থেকেও আপন। অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হাসপাতাল থেকে কেউ যখন আমাকে নিতে আসছিল না, তখন মমি-ই আমাকে নিয়ে এসেছে।

এত সুন্দর একটি মেয়ে অন্ধ, এই ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না নিয়ন। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো তাদের অর্থাৎ লাল মানবদের আক্রমণে মেয়েটি অন্ধ হয়েছে। এজন্য তার মধ্যে তীব্র একরকম অপরাধবোধ কাজ করছে।

এতক্ষণ যে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা হয়নি নিয়ন এবার সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করল। বলল, তোমার নাম আমার জানা হয়নি, তোমার নাম কি?

'নিয়া'।

'নিয়া'। সত্যি চমৎকার নাম। তুমি নিশ্চয় আমার উপর খুব রেগে আছ?

কেন? আমি আপনার উপর রেগে থাকব কেন?

এই যে আমাদের মতো লাল মানদের কারণে তুমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছ।

এর জন্য তো আপনি দায়ি নন। যার গোলার আঘাতে আমি অন্ধ হয়েছি শুধুমাত্র সেই দায়ি।

আমি মানছি। কিন্তু আমরা সবাই মিলে তো তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সত্যি কথা বলতে কি আমরা তোমাদের শত্রু। এজন্য দায়-দায়িত্ব আমাদের উপরও আসবে। যাইহোক, আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আর তা হলো, তোমরা আমাকে হত্যা না করে বাঁচিয়ে তুলছ কেন?

মামি প্রথমে আপনাকে হত্যাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনার চেহারা দেখে থমকে যায়। কারণ মামির ছেলের চেহারা হুবহু আপনার মতো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি জানেন, মামির ছেলেকেও লাল মানবেরা ধরে নিয়ে গেছে।

সে কী!

হ্যাঁ। ঘটনাটা এখন থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগের। যে যুদ্ধের সময় যখন আমি অন্ধ হয়ে যাই তখনকার। মামির হাসব্যান্ড বাধা দিতে চেষ্টা করলে লাল মানবেরা তাকেও হত্যা করে।

এ তো সাংঘাতিক কথা! এত কিছুর পরও মামি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রেখেছে এই কারণে যে সে আপনার মধ্যে তার ছেলেকে ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু আমি তো লাল মানব।

তাতে কি? আপনার চেহারা হুবহু মামির ছেলের চেহারার মতো। যদিও আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমার বিশ্বাস কোথাও না কোথাও আপনাদের চেহারার মিল আছে। তা না হলে মামি কখনও আপনার প্রতি এতটা সহানুভূতিশীল হতো না। আপনি ইচ্ছে করলে আপনার চেহারা মামির ছেলের চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। আপনার সামনের দেয়ালে মামির ছেলের একটি ছবি টাঙানো আছে।

নিয়ন চোখ ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকাল। সে যে ছবিটা দেখল সেটিকে তার নিজের ছবিই মনে হলো। এমন কি ডান গালে ছোট্ট তিলটা পর্যন্ত হুবহু একইরকম। সে বিড় বিড় করে বলল, নিয়া তুমি ঠিকই বলেছে। সামনের ঐ ছবিটা আমার ছবিই মনে হচ্ছে।

এজন্যই মামি আপনাকে সাহায্য করছে।

কিন্তু অন্য মানুষেরা আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে।

সেটাই সমস্যা। গত রাতে আপনাকে আমরা যখন ভিতরে নিয়ে এসেছিলাম, তখন এলাকার কয়েকজন গন্যমান্য ব্যক্তি এসে জানাল যে, 'আশেপাশে কোথাও নাকি লাল মানব আছে। সবাইকে সাবধানে থাকতে হবে।' তাদের কথায় বোঝা যাচ্ছিল যে তারা আপনাকে আটক কিংবা হত্যা করতে চায়। আর যদি গেরিলা যোদ্ধারা জানতে পারে যে আপনি এখানে আছেন তাহলে সাথে সাথে তারা আক্রমণ করবে। কারণ গেরিলা যোদ্ধারা খুব ভয়ংকর। তারা লাল মানবদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। এজন্য আমরা শংকিত, কতদিন আমরা আপনাকে রক্ষা করতে পারব।

নিয়ন বুঝতে পারল সামনে তার সময় খুব সুখকর হবে না। বিপদ ঠিকই ঘাড়ের উপর আছে। কোনোভাবে সে যদি তাদের ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারত তাহলে হয়তো জীবন রক্ষা হতো। তাই বলল, আমাকে কি তোমরা আমাদের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে?

ব্যাপারটা খুব কঠিন। কারণ আপনাদের ঘাঁটির বিশ কিলোমিটারের মধ্যে যাওয়া আমাদের জন্য নিষেধ। ঐ এলাকাটুকুতে শুধু গেরিলা যোদ্ধারা যেতে পারে। আমরা পারি না। আপনার শরীরের যে অবস্থা, বিশ কিলোমিটার দূরে নামিয়ে দিলে আপনি যেতে পারবেন না। আগে আপনাকে সুস্থ হতে হবে।

আমার সুস্থ হতে কতদিন লাগবে?

আমি ঠিক বলতে পারছি না। মামি বলতে পারবে।

মামি কোথায়?

মামি হাসপাতালে। ওখানেই চাকরি করে। পেশায় সে একজন নার্স। তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এখন সে ডাক্তারের সমতুল্য প্রায়। তার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমি দেখেছি অনেক রুগী ডাক্তারের কাছে না যেয়ে তার কাছে পরামর্শের জন্য আসে।

মামি কখন আসবে?

কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে।

এখানে কি আর কেউ নেই?

না নেই। শুধু আমি।

তোমার কি ভয় করছে না?

কেন?

এই যে লাল মানবের সামনে বসে আছ? আমি তো তোমাকে হত্যাও করতে পারি?

না করবেন না এবং করতে পারবেন না। কারণ আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। আমরা আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করলে আপনি আমাদের হত্যা করবেন কেন? তাছাড়া মামি আর আমার কোনো ভয় নেই। এজন্য আমরা প্রতিরক্ষা পোশাকও পরি না, এমন কি বাইরে গেলেও না।

নিয়ন কিছু বলল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এমন সময় বাইরে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। নিয়া সাথে সাথে বলল, সম্ভবত মামি এসেছে।

নিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই ভিতরে খাটো মতো দেখতে মোটা শরীরের বয়স্ক এক মহিলা প্রবেশ করল। সে নিয়নের একেবারে পাশে এসে বসলে নিয়া বলল, মামি, ওনার নাম নিয়ন। আগের থেকে এখন অনেক ভালো আছেন। কথা বলতে পারছেন।

মামি নিয়নের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, তুমি দেখতে অবিকল আমার ছেলে রাইনের মতো। হুবহু এক চেহারা।

সত্যি আমি আপনার ছেলের জন্য দুঃখিত। নিয়া আমাকে সবকিছু বলেছে। বলল নিয়ন।

হ্যাঁ ওকে লাল মানবেরা ধরে নিয়ে গেছে। তোমাদের লাল জগতে যাওয়ার কোনো উপায় আমাদের নেই। থাকলে নিজে গিয়ে রাইনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতাম। সত্যি করে বলো তো, তোমাদের লাল জগতে তুমি কি রাইনকে দেখেছ?

আমি দেখিনি।

অবশ্য হিমিস তোমাকে দেখতে দেবে না। ওকে বোধহয় কোথাও বন্দি করে রেখেছে।

আপনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন ওকে বন্দি করে রাখা হয়েছে?

কারণ আমি আজ সকালে তোমার শরীর থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। রাইন আর তোমার ডিএনএর প্রোফাইল একশতভাগ মিলে গেছে। এতে প্রামাণিত হয় যে তুমি রাইনের ক্লোন। কারণ দুজন মানুষ একে অন্যের ক্লোন না হলে তাদের ডিএনএর প্রোফাইল হুবহু একরকম হতে পারে না। পৃথিবীতে মানব ক্লোন তৈরি নিষিদ্ধ। কাজেই কাজটা যে হিমিস করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নিয়ন কিছু বলল না। তার আসলে বলার মতো কিছু নেই। সে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে যা আগে কখনও কল্পনা করেনি। তাদের প্রশিক্ষণে এরকম কিছু যে ঘটতে পারে সেরকম আভাস দেয়া হয়নি। শুধু বলেছিল পৃথিবীর নারীরা নানাভাবে তাদের প্রলোভিত, আবেগপ্রবণ করার মাধ্যমে প্রতারিত বা ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সামনের এ দুজনের ব্যবহার দেখে কোনোভাবেই মনে হচ্ছে না যে তারা তাকে প্রলোভিত করছে কিংবা তাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে।

এমন সময় বাইরের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলে মামি সতর্ক হয়ে উঠল। খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, কে এলো এই অসময়ে?

একথা বলে মামি নিজেই উঠে গেল। দরজা খুলতে অচেনা কয়েকজনকে দেখে বলল, তোমরা কারা?

আমরা গেরিলা যোদ্ধা।

কথাটা শোনা মাত্র মামির আত্মা শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশ্য উপরে সে কিছুই বুঝতে দিল না। বলল, তোমরা কি চাও?

আমরা একজন লাল মানবকে খুঁজছি। গতকাল নদীর তীরে অবস্থান নিয়েছিল। তারপর আমাদের ছেলেরা তাড়া করলে অস্ত্র, ব্যাগ রেখে পালিয়ে যায়। আমাদের ধারণা আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনার এখানে উঠেছে নাকি?

মামি চোখ বড় বড় করে বলল, আমার এখানে উঠবে মানে? কি বলছ তোমরা? তোমরা কি জানো না লাল মানবেরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, আমার একমাত্র সন্তানকে ধরে নিয়ে গেছে। লাল মানবদের পেলে আমি ওদের নিজ হাতে হত্যা করব।

আসলে আমরা ঠিক সেরকম বলতে চাইনি। বলতে চেয়েছিলাম আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা?

আমার বাড়িতে কোনোদিনও লাল মানব প্রবেশ করতে পারবে না। চেষ্টা করলে আমি নিজ হাতে ওদেরকে কবর দেব, বুঝেছ?

জ্বি বুঝেছি।

তাহলে যাও, অন্য কোথাও খোঁজ করো।

গেরিলা যোদ্ধারা টিলা থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা চোখের আড়াল হলো ততক্ষণ পর্যন্ত মামি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। তার এই বাড়ির একটা বিশেষ সুবিধা আছে। বাড়িটি এই এলাকার সবচেয়ে উচু বাড়ি। টিলার উপর অবস্থান হওয়ায় আশেপাশের কোনো বাড়ি থেকে এই বাড়ির উপরের অংশ দেখা যায় না। এজন্য এখানে কি ঘটছে তা বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না।

মামি ভিতরে ঢুকতে নিয়ন বলল, গেরিলারা বোধহয় আমাকে খুঁজতে এসেছিল?

আসলে আসুক। আমি বেঁচে থাকতে তোমার কিচ্ছু হবে না। আমার ছেলে আর তোমার শরীরের ডিএনএর গঠন একই। কাজেই তুমি আমার সন্তান। আমি মা হয়ে আমার সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারি না।

মামি কথাগুলো বলার সময় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো। দেয়ালে নিজের ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকার কারণে নিয়ন মামির চোখের পানি দেখতে পেল না। তবে মামি যে কাঁদছে তা সে ঠিকই অনুভব করল।

১২

তিনদিন পর নিয়ন বিছানা থেকে উঠতে পারল। নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে না পারলেও ক্রাচে ভর দিয়ে এখন সে হাঁটতে পারছে। খুব ভালো লাগছে তার। সময়টা পড়ন্ত বিকেল হওয়ায় আরও ভালো লাগছে। হাঁটতে হাঁটতে সে পিছনের বারান্দায় এসে দেখে টিলার পাশে ছোট্ট একটি কংক্রিটের বেঞ্চের উপর নিয়া বসে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। হালকা বাতাসে নিয়ার রেশমি চুলগুলো এদিক ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি নিয়াকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। প্রথম দিন যে নিয়াকে সে দেখিছিল আজকের নিয়া তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর। নিয়ন ইচ্ছে করেই বেশ অনেকক্ষণ ধরে নিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। এপাশ থেকে নিয়ার মুখটা স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় সে নিঃশব্দে খানিকটা এগিয়ে যেয়ে নিয়াকে দেখতে লাগল। যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। নিয়া অদ্ভুত সুন্দর, যেন সৃষ্টিকর্তা তাকে নিজের হাতে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছে। তাই তো নিয়ন তাকে যত দেখছে ততই দেখতে ইচ্ছে করছে। নিয়ন জানে, নিয়াকে তার এভাবে দেখা উচিত নয়। তারপরও সে দেখছে কারণ সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। নিয়ার প্রতি এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করছে সে, যা আগে কখনও কারো জন্য অনুভব করেনি। হতে পারে গত তিন দিন নিয়া তার সেবা শুশ্রূষা করেছে বলে নিয়াকে সে এভাবে অনুভব করছে। কিন্তু কেন যেন তার মন

এই যুক্তিকে সমর্থন করছে না। তার মন বলছে, এই অনুভব, এই টান ভিন্ন এক অনুভব, ভিন্ন এক টান। তাই ঘুম থেকে উঠে যখন নিয়াকে দ্যাখেনি তখন নিজের মধ্যে সে কেমন যেন একরকম শূন্যতা অনুভব করেছে। চারপাশে খুঁজে ফিরেছে নিয়াকে। না দেখে নিজেই উঠে এসেছে এবং এখন নিয়াকে দেখছে। দেখছে অপূর্ব সুন্দর আর অনন্যা এক নারীকে যে কিনা তার রূপ, লাবন্য আর সৌন্দর্য দিয়ে তাকে বিমোহিত করেছে। বিমোহিত করেছে তার মন আর আবেগকে। তাইতো নিয়া তার প্রতি মুহূর্তের কল্পনায় বিরাজ করছে, বিরাজ করছে তার মন আর মস্তিষ্কের গভীরে।

নিয়ন আর একটু অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে পায়ের নিচে শুকনো পাতা পড়ায় এক ধরনের শব্দ হলো। নিয়া সাথে সাথে বলল, কে? কে ওখানে?

নিয়ন বলল, আমি নিয়ন।

কথাটা শোনামাত্র নিয়া উঠে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, আপনি এখানে! কীভাবে এলেন?

হেঁটে এসেছি।

নিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলল, আপনি হাঁটতে পারছেন!

হ্যাঁ। তা না হলে এত দূর এলাম কীভাবে? এখন আমি অনেকটাই সুস্থবোধ করছি।

সত্যি খুব ভালো লাগছে শুনে। আসুন এখানে আসুন।

এটুকু বলে নিয়া খানিকটা ডানে সরে গেল।

নিয়ন বলল, ওখানে বসা কি আমার জন্য নিরাপদ হবে? নদী দিয়ে কেউ গেলে আমাকে দেখে ফেলবে।

তা ফেলবে। কিন্তু দূর থেকে আপনাকে চিনতে পারবে না। কারণ আপনার আর মানুষের চেহারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। শুধু শরীরের রঙটা আলাদা। দূর থেকে তা বোঝা যাবে না।

নিয়ন উঠে এসে বেঞ্চের উপর বসল। তার পাশে বসল নিয়া। দুজনেই নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। নদীতে দুটি ছোট নৌকা দেখা গেলেও তা অনেকদূরে।

নিয়া বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না?

হ্যাঁ খুব সুন্দর। কিন্তু তুমি বললে কীভাবে? তুমি তো..

নিয়া মিষ্টি হেসে বলল, আমার দৃষ্টিশক্তি নেই- এজন্য বলছেন তো। আমার জন্ম এই উপশহরেই। ছোট বেলা আমরা আশেপাশের অনেকে এখানে খেলতে আসতাম। মামির ছেলে রাইনও থাকত আমাদের সাথে। ও আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিল। রাইনই আমাদের এখানে নিয়ে আসত। তখন থেকেই জায়গাটা আমার খুব প্রিয়। সেই স্মৃতি থেকে বলেছি এ জায়গাটা খুব সুন্দর।

কিন্তু এই জায়গার থেকেও সুন্দর কি জানো?

না জানি না।

এই জায়গার থেকেও সুন্দর তুমি।

কী বলছেন! আমি!

নিয়ন একেবারে সরল বিশ্বাসে বলল, হ্যাঁ, তুমি খুব সুন্দর।

নিয়া রহস্যময় হাসি হেসে বলল, কীভাবে বুঝলেন? আপনাদের লাল জগতে বুঝি অনেক মেয়ে?

না, লাল জগতের প্রথম স্তরে কোনো মেয়ে নেই। এজন্য আমরা কখনও কোনো মেয়ে বা নারীর সংস্পর্শে আসিনি।

তাহলে তো আপনি কাউকে দ্যাখেনইনি। এই শহরে বের হলে দেখবেন আমার থেকেও অনেক সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে।

আমি যুদ্ধের সময় মিতিকে দেখেছি। মিতি ভালো যোদ্ধা বটে কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী না।

নিয়ার হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। সে বলল, আপনি খুব সহজ, সরল এবং স্পষ্টবাদী। পৃথিবীর কোনো ছেলে হলে এত দ্রুত কোনো মেয়ের সৌন্দর্যের প্রশংসা করত না। আপনি কেন করছেন জানেন?

না জানি না।

দুটো কারণে।

কারণ দুটো কি?

প্রথম কারণ হলো আপনি কখনও মেয়েদের সাথে মিশেননি। আর দ্বিতীয় কারণ হলো মামির ছেলে রাইন ভাইয়ার সাথে আপনার খুব মিল।

এতে মিলের কি হলো?

নিয়া বলল, রাইন ভাইয়াও আপনার মতো সহজ, সরল আর স্পষ্টবাদী ছিল। আপনার মতোই সে এখানে বসে আমাকে অনেকবার বলেছে, আমি নাকি খুব সুন্দর।

তখন তুমি কি বলতে?

আমি কিছু বলতাম না। শুধু হাসতাম।

কেন কিছু বলতে না?

বলতাম না এ কারণে যে ভাবতাম সে সত্য বলত না, আমাকে খুশি করার জন্য বলত।

কেন তোমাকে খুশি করার জন্য বলত?

আমি জানি না।

আমি মনে হয় জানি।

নিয়া এবার নিয়নের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, কি জানেন?

সম্ভবত রাইন তোমাকে ভালোবাসত।

নিয়া অবাক হয়ে বলল, আপনারা লাল মানবেরা ভালোবাসা বোঝেন?

আমি ঠিক বুঝি কিংবা জানি না। তবে প্রশিক্ষণের সময় আমাদের জানানো হয়েছে, নারী পুরুষের মধ্যেকার ভালোবাসা নাকি ভয়ংকর একটা ব্যাপার। আমাদের সবসময় এটা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। এই ভালোবাসা নাকি সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের জন্য ভালোবাসা নিষিদ্ধ। তবে মানুষে মানুষে ভালোবাসা সিদ্ধ।

নিয়া এবার খানিকটা ঝুকে এসে বলল, আপনার প্রশিক্ষণের কথাগুলো কি আপনি বিশ্বাস করেন বা করছেন?

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার সবকিছু কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

নিয়ার কপাল এবার কুঞ্চিত হলো। সে বলল, আপনার কথা শুনে সবসময় আমি সত্যি বিস্মিত হই।

কেন?

কারণ আপনি ঠিক রাইন ভাইয়ার মতো কথা বলেন। রাইন ভাইয়া যখন কোনো কিছুর সমাধান করতে না পারত তখন আপনার মতোই বলত, সবকিছু সে ঠিক বুঝতে পারছে না, কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এজন্য যখনই আপনার কণ্ঠস্বর শুনি তখনই তার চেহারাটা আমার সামনে ভেসে ওঠে।

নিয়ন কি বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। নিয়ার সাথে তার আজকের কথা বলার বিষয়গুলো যেন কেমন। এই বিষয়গুলো নিয়ে তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কেন যেন একরকম জড়তাও অনুভব করছে। এজন্য সবকিছু তার কাছে গোলমেলে ঠেকছে। মনে হচ্ছে হিসেবগুলো যেন ঠিক মিলছে তা।

এদিকে নিয়নকে কোনো কথা বলতে না শুনে নিয়া বলল, আসলে আজ আমরা অনেক কথা বলে ফেলেছি যেগুলো হয়তো এত স্বল্প পরিচয়ে সাধারণ মানুষেরা বলে না। তবে এটাও সত্য মানুষ যা কিছু বলে প্রয়োজনে বলে। হয়তো কথাগুলো বলা আপনার আর আমার প্রয়োজন ছিল। আর এজন্যই কথাগুলো আপনার আমার মাঝে হয়েছে। যাইহোক এখন বলুন, ওষুধ খেয়েছেন কিনা?

এখনও সন্ধ্যা হয়নি। সন্ধ্যার পর ওষুধ খাব।

সন্ধ্যা হতে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। চলুন ভিতরে যাই।

আমি বরং এখানে বসি। এখানে বসতে আমার খুব ভালো লাগছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা লাল মানবেরা তো এভাবে কখনও নদীর তীরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে খোলা বাতাসে বসিনি।

আপনার অনুভূতিটা আমি বুঝতে পারছি। শহরে গেলে দেখবেন আরও ভালো লাগবে। আমি আপনাকে একদিন শহরে নিয়ে যাব।

শহর আমার জন্য বিপদজনক হবে না?

না হবে না। কারণ আপনি মানুষের প্রতিরক্ষা পোশাক পরে থাকবেন। কেউ আপনার চেহারা দেখতে পাবে না।

কিন্তু তুমি কি আমাকে শহরে নিয়ে যেতে পারবে?

আমি নিজে হয়তো পারব না, কিন্তু আপনার সাহায্য নিয়ে পারব। আপনি আমাকে দেখতে সাহায্য করবেন, আর আমি আপনাকে সবকিছু বুঝতে সাহায্য করব।

ঠিক বুঝতে পারলাম না, তোমার কথাগুলো কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

নিয়া মিষ্টি হেসে বলল, আপনাকে আর বুঝতে হবে না। আপনি বসুন, আমি রাতের খাবার তৈরি করছি।

এটুকু বলে নিয়া চলে যেতে থাকল। আর নিয়ন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নিয়ার চলে যাওয়া পথের দিকে। উচু নিচু পাহাড়ী পথে কি সাবলীলভাবেই না নেমে যাচ্ছে দৃষ্টিহীন নিহা। এটা কীভাবে সম্ভব তা সে বুঝতে পারছে না। তার থেকে আরও বেশি বুঝতে পারছে না পৃথিবীতে মানুষের মাঝে তার বেঁচে থাকার রহস্যটা। কারণ দৃষ্টিহীন নিয়ার পাহাড়ী পথে চলার থেকে পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকাটা অনেক কঠিন। অথচ সে বেঁচে আছে। আর এজন্যই সবকিছু তার কাছে গোলমেলে ঠেকছে।

১৩

মামির বাড়িতে আশ্রয় পাওয়ার দশম দিনে নিয়ন প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। শরীরের এখন তেমন কোনো ব্যথা নেই। ডান হাতের বড় যে ক্ষতটা ছিল সেটি শুকিয়ে এসেছে। ডান পায়ের হাড়ে যে চিড় ধরেছিল সেটিও জোড়া লেগেছে, ফোলাটা একেবারেই নেই। তবে মামি বলেছে আরও কিছুদিন তাকে সতর্ক থাকতে হবে। এ কয়েকদিন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটলেও এখন আর তার ক্রাচ লাগছে না। নিজের পায়ের উপর ভর করে হাঁটতে পারছে সে।

এ ক'দিনে মামির সাথে নিয়নের অনেক কথা হয়েছে। নিয়ন কেন যুদ্ধ করতে এসেছে তাও বলেছে। মামি তাকে বলেছে তাদের অর্থাৎ লাল মানবদের সকল কর্মকান্ডই ধ্বংসাত্মক এবং মানব জাতির জন্য ক্ষতিকর। এমন কি লাল মানবদের জন্যও নাকি ক্ষতিকর। প্রথম দিকে কথাগুলো বিশ্বাস না করলেও নিয়ন এখন বিশ্বাস করছে। তবে কেন যেন মন থেকে সায় পাচ্ছে না। অবচেতন মন মাঝেমাঝেই মনে করিয়ে দিচ্ছে মানুষই তাদের শত্রু। এজন্য প্রায়ই সে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে। সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কার কথা সত্য, মামির নাকি হিমিসের?

দুপুরে খাবার টেবেলি মামি বলল, নিয়ন, বিকেলে আমি শহরে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সাথে?

হ্যাঁ যাব।

নিয়া বলল, মামি আমিও যাব। আমি অনেকদিন হলো বাইরে যাই না।

ঠিক আছে। তাহলে তৈরি হয়ে থেকো।

আমরা কোথায় যাব?

ঠিক করিনি। কিছু কেনাকাটা করব, তারপর চলে আসব।

আমরা কি রাতের খাবার বাইরে খেতে পারি না?

তা পারি। কিন্তু সন্ধ্যার পর রেস্টুরেন্টগুলো খোলা থাকে না। যেগুলো থাকে সেগুলোতে খাবারের অনেক দাম।

নিয়ন এবার প্রশ্ন করল, সন্ধ্যার পর রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে না কেন?

বিদ্যুৎ থাকে না এজন্য। পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন চালু হওয়ার আগে আমাদের এই উপশহরে সবসময় বিদ্যুৎ থাকত। কিন্তু এখন নেই, যেমন নেই আমাদের এই বাড়ি, হাসপাতাল আর নাইট স্কুলে।

নাইট স্কুলেও বিদ্যুৎ নেই?

না নেই। নাইট স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। হাসপাতালের অবস্থাও নাজুক। দুএকটি রেস্টুরেন্ট আর বড় লোকের বাড়ির মালিকেরা যারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে তাদেরই বিদ্যুৎ আছে। সবচেয়ে করুন অবস্থা শহরতলীতে গরীবদের এলাকায়। ওদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে ওরা রান্না করার জন্য প্রাচীন সেই চুলা আর লাকড়ি ব্যবহার করছে। আমাদের ভাগ্য

ভালো যে একটি গ্যাসের চুলা আছে। ওদের অবস্থা এমন যে গ্যাস সিলিন্ডার কেনার সামর্থ নেই। তাই মানবেতর জীবন অতিবাহিত করা ছাড়া ওদের আর কোনো উপায় নেই।

নিয়ন কিছু বলল না। সে বুঝতে পারছে এ সবের জন্য সে-ই দায়ি। পি-নাইন পাওয়ার স্টেশন সে আর তার সঙ্গী লাল মানবেরা ধ্বংস করেছে। পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনের সাথে মানুষের জীবন যে এতটা ওতপ্রতোভাবে জড়িত এই এখন যেন তা তার বোধগম্য হলো।

বিকেলে মামি, নিয়ন আর নিয়া একটি ট্যাক্সিতে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল। নিয়ন একটি প্রতিরক্ষা পোশাক পরে আছে। মাথায় হেলমেটও আছে। এজন্য কেউ যেমন তাকে চিনতে পারবে না, তেমনি সে যে লাল মানব তা বুঝতেও পারবে না। গত দশদিনের জীবনে এই তার প্রথম শহরে যাওয়া। নিয়া তাকে নিয়ে আসবে বললেও তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে পারেনি।

কিছুদূর এগোনোর পর মামির ফোনে একটি ফোন এলো। মামি ফোনে কথা বলে বলল, আমাকে এখনই হাসপাতালে যেতে হবে। আমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

নিয়া বলল, কেনাকাটার কি হবে?

আমি পরে করে নেব?

আমরা করে নিয়ে আসতে পারব।

তোমরা কীভাবে করবে?

তুমি চিন্তা করো না। অসুবিধা হবে না।

মামি খানিকটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল, ঠিক আছে যেও। কিন্তু সাবধানে থাকবে। আগে আমাকে হাসপাতালে নামিয়ে দাও।

মামিকে হাসপাতালে নামানোর পর মামির সাথে নিয়ন আর নিয়াও হাসপাতালে ঢুকল। নিয়নের খুব ইচ্ছে হাসপাতাল দেখার। তাই সে মামির সাথে ভিতরে ঢুকেছে। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সে সেখানে থাকতে পারল না। ইলেকট্রিসিটি না থাকায় সবাই যে কি পরিমাণ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে তা দেখার পর সে একেবারে অস্থির হয়ে গেল। তার সামনেই একটি ছয় মাসের শিশু অক্সিজেনের অভাবে মারা গেল। বিদ্যুৎ না থাকায় নাকি অক্সিজেন উৎপাদন করা যাচ্ছে না, এজন্য হাসপাতালে কোনো অক্সিজেন সিলিন্ডারও আসছে না। ব্যাপারটা তাকে দারুনভাবে মর্মাহত করল।

হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় মামি তাদের বারবার বলে দিল তারা যেন খুব সতর্ক থাকে। নিয়া আশ্বস্ত করে বলল, কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

কিন্তু মামির মুখ দেখে বোঝা গেল সে নিশিন্ত হতে পারেনি। তাদের নিয়ে সত্যি সে উদ্বিগ্ন।

শহরে আসার পর নিয়ন আর নিয়া প্রথমে মার্কেটে ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে শুরু করল। শহরে অনেক মানুষ দেখে নিয়ন বলল, এখানে এত মানুষ!

আরও মানুষ আছে। কিন্তু তারা বাইরে আসেনি।

কেন আসেনি?

ইলেকট্রিসিটি নেই বলে। আগে যখন ইলেকট্রিসিটি ছিল তখন মাঝরাত পর্যন্ত শহর জমজমাট থাকত। কিন্তু এখন রাত আটটার মধ্যেই নাকি সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। অথচ আমার মনে আছে ছোট বেলায় বাবা মার সাথে অনেক দিন রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত শহরে কাটিয়েছি। তখন শহরটা ছিল স্বপ্নের মতো। এখন নাকি শহরটা মরে গেছে। আর বাইরে বের হওয়ার আর এক সমস্যা হলো প্রতিরক্ষা পোশাক পরা। অনেকে এই পোশাক পরতে চায় না দেখে ঘর থেকেও বের হয় না।

তুমিও তো প্রতিরক্ষা পোশাক পরোনি?

তোমাকে আগেও বলেছি মামি আর আমি কোনোকিছুকে ভয় পাই না। তাই প্রতিরক্ষা পোশাক পরি না। প্রতিরক্ষা পোশাক পরে আমরা লাল মানবের সাথে যুদ্ধ করতে পারব না। কারণ মামি কিংবা আমি দুজনের কেউই যোদ্ধা না। লাল মানবেরা ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় আমাদের হত্যা করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা পোশাক পরে শুধু শুধু কষ্ট করে লাভ কি?

নিয়ন এ প্রসঙ্গে আর কথা বলল না। তবে খানিকটা পথ এগোনোর পর সে থমকে দাঁড়াল। দুই পা বিহীন এক বিকালঙ্গ লোক রাস্তায় গড়াগড়ি করে সবার কাছে টাকা পয়সা চাচ্ছে। সে অবাক হয়ে বলল লোকটির পা নেই কেন?

নিশ্চয় যুদ্ধে হারিয়েছে।

পরিবারের কেউ বেঁচে নেই?

থাকলে নিশ্চয় ভিক্ষা করত না।

লোকটি ভিক্ষা করছে কেন?

লাল মানবদের সাথে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পৃথিবীতে দারিদ্র খুব বেড়েছে। যেটুকু ফসল উৎপাদন আমরা করি তাও অনেকসময় লাল মানবেরা নষ্ট করে ফেলে। রাতের অন্ধকারে তারা পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে উঠে আমাদের ফসলের ক্ষেতে বিষ জাতীয় তরল ঢেলে দেয়, নতুবা আগুন ধরিয়ে দেয়। এ কারণে দারিদ্র এত বেড়েছে যে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সরকারেরও কিছু করার নেই, কারণ উৎপাদন নেই। কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানও নেই যে তারা অভাবীদের দায়িত্ব নেবে। আমার ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা সত্য। মামি যদি আমার দায়িত্ব না নিত হয়তো আজ আমাকেও ঐ মানুষটির মতো রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হতো।

আমরা কি ঐ মানুষটিকে সাহায্য করতে পারি না?

তুমি চাইলে সাময়িকভাবে কিছু অর্থ দিতে পারি। মানুষটি হয়তো কোনো খাবার কিনে খাবে। এর বেশি কিছু করতে গেলে আমাদেরই বিপদে পড়তে হবে।

এই বলে নিয়া কিছু অর্থ নিয়নকে দিলে নিয়ন তা লোকটিকে দিল। বেঁচারা এত খুঁশি হলো যে তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। সে প্রার্থনা করে বলল, নিয়নকে যেন সৃষ্টিকর্তা দীর্ঘজীবি করে, তাকে যেন আরও সুখী কর।

একটু দূরে এসে নিয়ন বলল, আমার জন্য আগে কেউ কখনো প্রার্থনা করেছে বলে জানি না। কিন্তু ঐ ভিক্ষুক করেছে। সত্যি আমার ভালো লাগছে।

নিয়া মৃদু হেসে বলল, আপনার জন্য আরও অনেকে প্রার্থনা করেছে?

আরও অনেকে! কে! কারা!

একটু ভেবে দেখুন। বুঝতে পারবেন।

নিয়ন খানিকটা ভেবেও কারও কথা মনে করতে পারল না। সে অসহায় ভঙ্গিতে বলল, আমি তো কারও কথা মনে করতে পারছি না। আমার কাছে সবকিছু গোলমেলে ঠেকছে।

নিয়ার হাসিটা আরও বিস্তৃত হলো। সে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, শহরে কেমন লাগছে?

খুব ভালো। এখন কি আমরা চলে যাব?

আপনি কি চলে যেতে চাচ্ছেন?

না যেতে চাচ্ছি না। আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকতে চাচ্ছি।

তাহলে চলুন কোথাও বসে কফি খাই।

কোথায় বসবে? এখানকার কফির অনেক দাম।

সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। এখানে 'গ্রিন' নামের একটি ক্যাফে আছে। সেটাতে বসব।

আমি তো ক্যাফেটা চিনি না।

এই রাস্তার মাথায় যে উচু টাওয়ার আছে, তার পাশেই। আপনি কি আমাকে ঐ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন?

অবশ্যই পারব।

তাহলে চলুন। পথে উচু নিচু কিছু থাকলে শুধু জানাবেন, যেন হোঁচট না খাই।

ঠিক আছে।

নিয়নের পাশে নিয়া হাঁটতে শুরু করল। নিয়ন খুব অবাক হলো দেখে যে নিয়া খুব সাবলীলভঙ্গিতে হাঁটছে। অন্ধ একজন মানুষ কীভাবে এতটা সাবলীলভাবে হাঁটে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। অবশ্য পৃথিবীর অনেককিছুই সে এখন বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বলেই সবকিছু তার কাছে গোলমেলে মনে হয়।

গ্রিন ক্যাফে খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। তবে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় ভিতরটা অন্ধকার। তাই তারা বাইরে বসল। বাইরে দিনের আলো ফিঁকে হয়ে আসায় ওয়েটার একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। মোমবাতির আলো নিয়ার মুখে পড়তে নিয়ার মুখ থেকে যেন চারদিকে বিশেষ এক দ্যুতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নিয়ার মুখের এই দ্যুতি তার রূপ লাবন্য সৌন্দর্যকে যেন নতুন করে নতুন রূপে ফুটিয়ে তুলল। এই সৌন্দর্য উপভোগ করতেই নিয়ন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল নিয়ার দিকে। এই মুহূর্তে নিয়ন মনে মনে ভাবছে নিয়ার দৃষ্টিশক্তি না থাকায় একদিক থেকে ভালোই

হয়েছে। কারণ সে দীর্ঘসময় নিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে। সত্যি যদি নিয়ার দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে সে এত লম্বা সময় নিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারত না।

নিয়া বলল, এই ক্যাফেটা খুব সুন্দর, তাই না?

হ্যাঁ সত্যি সুন্দর। তুমি কি এখানে আগে এসেছ?

একবার এসেছি।

কখন?

নিয়া হেসে দিয়ে বলল, অনেক আগে। রাইন ভাইয়ার সাথে এসে একবার এখানে কফি খেয়েছিলাম। সেই কফির স্বাদটা ছিল অসাধারণ। এখনও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। দুজনে ঠিক করেছিলাম আবার এখানে এসে কফি খাব। কিন্তু আর আসা হয়নি। রাইন ভাইয়াকে তো লাল মানবেরা ধরে নিয়ে গেল।

আমি সত্যি দুঃখিত নিয়া। এরপর বুঝি তুমি আর শহরে এসে কফি খাওনি?

মামির সাথে অনেকবার এসেছি। কিন্তু এই গ্রিন ক্যাফেতে কফি খাইনি।

কেন?

ঠিক করেছিলাম রাইন ভাইয়ার সেই কফির স্বাদটা আর নষ্ট করব না। ওটা আমার অসাধারণ এক স্মৃতি। ঐ স্মৃতিটাকে নষ্ট করতে চাইনি। তাই আর কখনও এখানে আসিনি। তবে যদি কখনও রাইন ভাইয়া ফিরে আসে তাহলে তাকে নিয়ে আবার এখানে আসব।

তাহলে আমাকে নিয়ে এলে যে!

আমি জানি না। হঠাৎ মনে হলো আপনাকে নিয়ে এখানে কফি খাওয়া যায়। তাই আসতে বললাম।

নিয়ন কিছু বলল না। সে তার নিজের মধ্যে ভালো লাগার ভিন্ন একরকম শিহরণ অনুভব করল। ভালোলাগার এই শিহরণটা যেন নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য সে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু সে বুঝতে পারল ভালো লাগার শিহরণ আর আবেশটা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছুতেই সে নিয়ার ঐ ভলোলাগার আবেগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। তার কেন যেন মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে হয়তো কোনোদিনও ঐ আবেগ, ভালোলাগা আর ভালোবাসা থেকে মুক্তি পাবে না। হঠাৎই তার মনে হলো সে কী নিয়াকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। সাথে সাথে তার অবচেতন মন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, 'পৃথিবীতে নারীর ভালোবাসা লাল মানবদের জন্য নিষিদ্ধ'।

১৪

ঘটনাটা হঠাৎই ঘটল। নিয়ন আর নিয়া যখন কাফি খাওয়া শেষে বাইরের রাস্তায় নেমে এলো ঠিক তখনই গুম গুম অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এলো তাদের। নিয়া সাথে সাথে বলল, কিসের শব্দ ওটা?

ঠিক বুঝতে পারছি না। আশেপাশের সবাই থমকে গেছে। তারাও বুঝতে পারছে না।

কোন্ জায়গা থেকে আসছে শব্দটা?

তাও বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে মাটির নিচে কোথাও? আবার এমনও..

কথা শেষ করতে পারল না নিয়ন। তার আগেই তাদের থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে মাটির উপরিপৃষ্ঠের বিশাল একটা অংশ হঠাৎই আকাশে উঠে গেল। আর সেখানে সৃষ্টি হলো সুড়ঙ্গে মতো বিশাল একটা গর্ত। আর সেই গর্ত দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে লাল মানবেরা উপরে উঠে আসতে লাগল। উপরে উঠেই তারা শুরু করল এলোপাতাড়ি গুলি আর লেসার রশ্মি ছোড়া। তাতে আশেপাশের মানুষেরা দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি শুরু করে দিল।

নিয়ন বুঝতে পারল লাল মানবেরা আবার আক্রমণ করেছে। তাই সে বলল, নিয়া দ্রুত আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। লাল মানবেরা আক্রমণ করেছে। সম্ভবত ওরা সবাইকে হত্যা করতে চায়।

নিয়া শংকিত কণ্ঠে বলল, আমরা এখন কোথায় যাব?

এসো আমার সাথে।

এই বলে নিয়ন নিয়নের হাত ধরে টেনে একটা ভবনের আড়ালে চলে গেল। কিন্তু জায়গাটা তার কাছে নিরাপদ মনে হলো না। কারণ লাল মানবেরা এটমিক গানের গোলা দিয়ে ভবনগুলোকে

গুড়িয়ে দিচ্ছে। একটা গোলা গ্রিন ক্যাফের মধ্যে যেয়ে পড়লে ক্যাফেতে আগুন ধরে গেল। যেখানে আগুন ধরল কিছুক্ষণ আগে তারা ঠিক সেখানেই বসেছিল।

শহরের মধ্যে যারা প্রতিরক্ষা পোশাক পরেছিল তারা রক্ষা পেলেও যাদের প্রতিরক্ষা পোশাক ছিল না তাদের অনেকেই হতাহত হলো। নিয়নের এখন চিন্তা নিয়াকে নিয়ে। কারণ নিয়া প্রতিরক্ষা পোশাক পরে নেই। এজন্য একটা গুলি কিংবা এক ঝলক লেসার রশ্মি তার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়টি চিন্তা করে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করল নিয়াকে।

নিয়া বলল, ওরা কি করছে?

ওরা সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর আর..

আর কী?

কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সুড়ঙ্গের উপর বিশেষ একটা যান দেখা যাচ্ছে। সবাইকে সেটার মধ্যে ঢুকাচ্ছে। সম্ভবত ঐ যানটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলতে সক্ষম।

কেন?

জানি না।

আমাদের যোদ্ধারা কি কেউ আসেনি?

এখনও এসে পৌঁছায়নি। তবে যারা প্রতিরক্ষা পোশাক পরেছিল এবং যাদের সাথে অস্ত্র আছে তাদের কেউ কেউ ওদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য হওয়ায় কোনো কাজ হচ্ছে না।

আমরা এখন কি করব?

এই জায়গাটা নিরাপদ না। যে কোনো সময় আমরা আক্রান্ত হতে পারি। আরও নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে লুকাতে হবে।

তাহলে চলুন যাই।

কাজটা খুবই কঠিন এবং ঝুকিপূর্ন। চারদিকে লাল মানবেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

নিয়ন কথা শেষ করা মাত্র বিশাল একটা গোলা এসে পড়ল তাদের পাশের ভবনে। আর তাতে ভবনের দেয়াল অনেকটাই হেলে পড়ল। নিয়ন বুঝতে পারল তারা যেখানে লুকিয়ে আছে জায়গাটা তাদের জন্য আর নিরাপদ নয়। তাই নিয়ার হাত ধরে ছুটতে শুরু করল সে। সামনেই একটা গলিপথ। ওটার মধ্যে ঢুকে যাবে তারা। তারপর ছুটে চলে যাবে পিছনের দিকে।

কতগুলো ধাতব স্তুপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই ঘটল ঘটনাটা। ধাতব স্তুপের পাশে লুকিয়ে থাকা তিন লাল মানব ঝাপিয়ে পড়ল তাদের উপর। প্রথম লাল মানব তার এটমিক গানের বাট দিয়ে নিয়নের ঘাড়ে এত জোরে আঘাত করল যে সে মাটিতে পরে গেল। দ্বিতীয় লাল মানব তার দিকে লেসার রশ্মি ছুড়তে শুরু করেছে। আর তৃতীয় লাল মানব জাপটে ধরেছে নিয়াকে। নিয়ন বুঝতে পারল ওদের উদ্দেশ্য নিয়াকে আটক করা, হত্যা করা না।

প্রতিরক্ষা পোশাক থাকায় লেসার রশ্মি নিয়নের কোনো ক্ষতি করতে পারল না। সে তার নিজের লেসার গান বের করার চেষ্টা করতে দ্বিতীয় লাল মানব তার হাতে এত জোরে লাথি মারল যে লেসার গানটা হাত থেকে পড়ে গেল। এদিকে তৃতীয় লাল মানবকে নিয়াকে নিয়ে যেতে দেখে সে চিৎকার করে উঠে বলল, এ্যাই তোমরা, ওকে কোথায় নিচ্ছ, কোথায়?

প্রথম লাল মানব এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, লাল জগতে। আর তোমাকে পাঠাব পরজগতে।

এই বলে প্রথম লাল মানব নিয়নের মাথা বরাবর এটমিক গান তাক করল।

নিয়ন বুঝতে পারল তার মৃত্যু আসন্ন। সে জানে তার মাথার হেলমেট এত কাছ থেকে গোলার স্পিলিন্টারকে প্রতিহত করতে পারলেও গোলার ধাক্কাটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। যে বেগে গোলা এটমিক গান থেকে বের হয়ে আসবে তা তার মাথাকে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবে। তাই সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বলল, তোমরা ভুল করছ। তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি নিজেও লাল মানব। বিশ্বাস না হলে এই দ্যাখো, আমার চেহারা দ্যাখো।

এ কথা বলে নিয়ন দ্রুত তার মাথার হেলমেট খুলে ফেলল।

তার সামনে দাঁড়ানো দুজন লাল মানবই খুব অবাক হলো। প্রথম লাল মানব বলল, তুমি মানুষের প্রতিরক্ষা পোশাক পরে আছ কেন?

বিশেষ এক মিশনে আমি এখানে এসেছি। আমার প্রথম কাজ ছিল পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনকে ধ্বংস করা। সেটা করে এখন দ্বিতীয় মিশন নিয়ে আছি। আর তা হলো মানুষের মধ্যে মিশে তথ্য সংগ্রহ করে তা হিমিসের কাছে পৌঁছে দেয়।

আমরা তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করব?

এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কিছু নেই। আমি লাল মানব। আমার চেহারা দেখেই তোমরা বুঝতে পারছ। তোমরা এখন মেয়েটিকে ছেড়ে দাও। তা না হলে আমি আমার মিশন সম্পন্ন করতে পারব না। শেষে হিমিস তোমাদেরই দায়ি করবে।

প্রথম লাল মানব বলল, আমি তোমাকে চিনছি না কেন?

তা আমি জানি না। আমি নিজেও অবাক হচ্ছি দেখে যে তোমাকে চিনতে পারছি না। আমাদের লাল মানবদের একে অন্যকে চেনার কথা। সম্ভবত হিমিস চায়নি আমরা একে অন্যকে চিনি, জানি। এজন্য সে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেনি।

প্রথম লাল মানব কিছু একটা ভাবল। তারপর তৃতীয় লাল মানবকে ডেকে বলল, মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

তৃতীয় লাল মানব কোনো কথা ছাড়াই নিয়াকে ছেড়ে দিল।

প্রথম লাল মানব এবার বলল, তুমি কোন্ স্তরের লাল মানব? প্রথম নাকি দ্বিতীয়?

প্রথম স্তরের।

আমিও প্রথম স্তরের। আমি আশা করছি তুমি তোমার মিশন শেষ করে দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হবে।

ধন্যবাদ। আমিও একই আশা ব্যক্ত করছি এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের দুজনের সেখানে দেখা হবে।

তিন লাল মানব আর দাঁড়াল না। তারা দৌড়ে সুড়ঙ্গের সম্মুখে অপেক্ষারত লাল মানবদের যানের দিকে চলে গেল।

এরই মধ্যে মানব যোদ্ধারা চলে আসায় লাল মানবেরা পিছু হটতে শুরু করেছে। অবশ্য তাদের মিশন সফল হয়েছে। কারণ তারা কিছু মানুষকে হত্যা করেছে এবং কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে যেতে পেরেছে। যাদের ধরে নিয়ে গেছে তাদের মধ্যে নারী পুরুষ উভয়ই আছে।

এদিকে নিয়া কিছু বুঝতে না পেরে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ওরা কি চলে গেছে?

হ্যাঁ নিয়া, ওরা চলে গেছে।

আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। আমাকে সবকিছু ঘুরে দেখানোর জন্যই তুমি শহরে এসেছ। তোমার এরূপ পরিস্থিতির জন্য আমিই দায়ি।

এখানে আসার ব্যাপারে আমার নিজেরও সম্মতি ছিল। যাইহোক, এখন কি করবেন?

লাল মানবেরা সবাই পালিয়েছে। তবে পরিস্থিতি খুবই নাজুক। অনেক হতাহত হয়েছে। চারপাশটা একটু ঘুরে দিখি।

নিয়ন যখন নিয়াকে নিয়ে শহরের মধ্যে ঘুরছে তখন চারদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার। কেউ স্বজন হারিয়েছে, কারো স্বজন আহত হয়েছে, কারো কারো আপনজন নিখোঁজ হয়েছে, অনেকের ঘড়-বাড়ি ব্যবাসাকেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়েছে, আগুন ধরে গেছে - চারদিকে সত্যি এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। যেদিকেই তাকাচ্ছে শুধু লাশ আর লাশ।

নিয়ন একটি ভবনের কোণায় একটি পাঁচ ছয় বছরের শিশুকে তার মৃত মায়ের লাশ জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে দেখল। খানিকটা দূরে একটি শিশুর হাত উড়ে গেছে। তারপরেই কংক্রিটের নিচে চাপা পড়ে আছে তিনটি লাশ। আর একটু দূরে একটি গাড়ির মধ্যে এখনও একজন মানুষের লাশ জ্বলছে। গ্রিন ক্যাফেটা পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে-দাঁড়িয়ে আছে শুধু কংক্রিটের কাঠামোটা। এমন পরিস্থিতিতে কে কার দিকে লক্ষ করবে, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যে যোদ্ধারা যুদ্ধ করতে এসেছিল তারাও আহত। তার উপর সময়টা রাত হওয়ায় চারদিকটা অন্ধকার। এদিক ওদিক আগুন জ্বলার কারণে এখনও অনেককিছু দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণপর আগুন নিভে গেলে চারদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে। তখন আহতদের উদ্ধার করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

লাল মানবেরা যে সুড়ঙ্গ দিয়ে উপরে উঠেছিল নিয়ন হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসে দাঁড়াল। নিয়নকে দাঁড়াতে দেখে নিয়া বলল, এখানে কি?

যে সুড়ঙ্গ দিয়ে লাল মানবেরা উপরে উঠেছিল সেটা দেখছি।

ভিতরটা কি খুব গভীর?

না। যাওয়ার সময় ওরা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সুড়ঙ্গের নিচের অংশ মাটি আর পাথরে ভরাট করে দিয়েছে।

লাল মানবেরা খুব চালাক।

খুব নিষ্ঠুরও বটে।

নিয়া অবাক হয়ে বলল, আ..আপনি এ কথা বলছেন!

হ্যাঁ নিয়া, বলতে বাধ্য হচ্ছি। এরকম নিষ্ঠুরতা আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি। যে মানুষগুলোকে হত্যা করা হয়েছে, যে শিশুগুলোকে আহত করা হয়েছে, যাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারা সবাই নির্দোষ। আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে তুমি খুব সৌভাগ্যবান, কারণ তোমাকে চারপাশের নারকীয় তান্ডব দেখতে হচ্ছে না। এটা যে কতটা কষ্টের তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

আমি আপনার অনুভূতি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমরা কিছু করতে পারছি না।

কিছু না কিছু তো করতেই হবে। তা না হলে বছরের পর বছর এভাবে তোমরা মানুষেরা মারা যেতে থাকবে।

আমরা জানি এবং বুঝি। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। আমি যতদূর জেনেছি একমাত্র হিমিসকে ধ্বংস করতে পারলেই এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে। হিমিস থাকে লাল জগতে। সমস্যা হচ্ছে মানুষের লাল জগতে প্রবশের কোনো উপায় নেই। কারণ লাল জগতে প্রবেশের যে কয়েকটা ঘাঁটি আছে সেগুলো এমনভাবে সুরক্ষিত যে সেখানে পৌঁছামাত্র মানুষকে হত্যা করা হয়। একমাত্র লাল মানবেরাই ঐ ঘাঁটি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। অন্য কেউ নয়। কিন্তু লাল মানবেরা কি আর আমাদের কথা শুনবে? তারা কি আমাদের সাহায্য করতে চাইবে? কখনোই না। আমাদের নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা নানাভাবে লাল মানবদের রাজি করাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের কেউ রাজি হয়নি। এ কারণে আমরা হিমিসকে ধ্বংস করা তো দূরের কথা, হিমিসের অবস্থান পর্যন্ত জানতে পারছি না।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাচ্ছ তোমাদের একজন লাল মানবের সাহায্য প্রয়োজন।

আমি যতটুকু বুঝি তাতে আপনার কথা সত্য।

যদি আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।

নিয়া সাথে সাথে মাথা তুলে বলল, কী বলছেন আপনি!

হ্যাঁ নিয়া, আমার পক্ষ থেকে যদি কিছু করার থাকে আমি তা করব। আমি চাই এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হোক।

এটা কত বড় ঝুকি হবে আপনি চিন্তা করতে পারছেন?

ঝুকির কিছু নেই। এমনিতেই আমাদের লাল জগতে ফিরে যাওয়ার কথা। কাজেই হিমিস কিংবা লাল জগতের কোনো রোবট কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি সহজেই কাজ শেষ করতে পারব।

কেন যেন আমার মনে হয় কাজটা অতটা সহজ হবে না যতটা আপনি ভাবছেন।

সেটা পরে দেখা যাবে। এখন চলো আহত ব্যক্তিদের আমরা সাহায্য করি।

আপনার জন্য সেটা ঠিক হবে না। কারণ মানুষেরা যদি কোনোভাবে টের পায় যে আপনি লাল মানব, তাহলে এক্ষুনি আপনাকে হত্যা করবে। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সবাই এখন কতটা আবেগপ্রবণ! আমাদের বরং ফিরে যাওয়া উচিত।

ঠিক আছে চলো।

ফিরে আসার সময় নিয়ন আর নিয়া দুজনের মধ্যে খুব একটা কথা হলো না। এর জন্য মূলত নিয়াই দায়ি। কারণ মানুষের উপকার করার জন্য নিয়নের লাল জগতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে দোটানার মধ্যে রয়েছে সে। একবার মনে হচ্ছে নিয়নের উচিত লাল জগতে যাওয়া, আবার মনে হচ্ছে নিয়নের উচিত তাদের এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়া। কিন্তু কোন্‌টা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে তা সে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না বলেই এক ধরনের অস্থিরতাই ভুগছে সে। আর এই অস্থিরতাটাই তাকে চুপ করিয়ে রেখেছে, ভেঙ্গে দিয়েছে তার মনটা। কারণ সে শংকিত, আদৌ নিয়ন আর ফিরে আসবে কিনা।

১৫

বাড়িতে আসার পর মামি যখন শুনল নিয়ন মানুষকে সহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখন সে বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, নিয়ন, তুমি আমার ছেলের মতো, বলতে পার ছেলেই। তুমি মানুষের জন্য এত বড় একটা ঝুকি নিতে চাচ্ছ এটা সত্যি আমার জন্য গর্বের বিষয়। আমার নিজের সন্তান হলেও আমি এত বড় ঝুকি নিতে নিষেধ করতাম না। কারণ লাল মানবদের অত্যাচারে আমরা শুধু মানব জাতিই না, সম্পূর্ণ পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন। পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কারো না কারো ঝুকি নিতে হবে। তবে আমি আশা করব তুমি অবশ্যই দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে। কারণ জীবনটা তোমার। তোমার জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা একান্তই তোমার।

নিয়ন বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। লাল মানবদের যে হত্যাযজ্ঞ আর ধ্বংসলীলা আমি দেখেছি তা আমার কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে না। এ যুদ্ধ একেবারেই অর্থহীন।

তুমি কি মন থেকে বলছ?

হ্যাঁ মন থেকেই বলছি। কিন্তু আমি জানি না কীভাবে হিমিসকে ধ্বংস করতে হবে?

এ ব্যাপারে কমান্ডার হিউটন তোমাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। কমান্ডার হিউটন হলো আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান। আমি তোমাকে তার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। তুমি তাকে ভয় পাবে না, নিশ্চিত থাকতে পার কমান্ডার হিউটন তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না। আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না।

আমি তাহলে তোমার ইচ্ছের কথা কমান্ডার হিউটনকে জানাচ্ছি। এর পরে কীভাবে কি করতে হবে তার ব্যবস্থা কমান্ডার হিউটন নিজেই করবেন।

এটুকু বলে মামি উঠে গেল। নিয়া এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার সে বলল, এই যে আপনি চলে যেতে চাচ্ছেন, আপনার কি খারাপ লাগছে না?

নিয়ন খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, না।

নিয়া আর কোনো কথা বলল না। সেও উঠে গেল।

নিয়নের চলে যেতে সত্যি খুব খারাপ লাগছে। এই খারাপ লাগার মূল কারণ নিয়া। নিয়ার প্রতি এখন সে বিশেষ একরকম টান অনুভব করে। এই টানের বিচ্ছেদ সত্যি খুব কষ্টের। কিন্তু সে তা নিয়াকে বুঝতে দিতে চায় না। কারণ নিয়া বুঝতে পারলে নিয়া হয়তো আরও অনেক বেশি কষ্ট পাবে। এই কষ্ট সে নিয়াকে দিতে চায় না। তাই নিয়ার মুখের উপর শক্তভাবে 'না' বলে দিয়েছে।

নিয়ন হেঁটে হেঁটে বাড়ির পিছনে নদীর তীরে এলো। তারপর তাকাল আকাশের দিকে। আকাশের চাঁদটা অর্ধেক মেঘে ঢেকে আছে। নিয়নের খুব ইচ্ছে সে পূর্ণিমার চাঁদ দেখবে। কিন্তু সে জানে তার বোধহয় আর পূর্ণিমার চাঁদ দেখা হবে না। কারণ লাল জগতে কোনো পূর্ণিমার চাঁদ নেই।

পৃথিবীর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি যখন মামির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছাল তখন শেষ রাত। নিয়ন খুব অল্প কথায় বিদায় নিল মামি আর নিয়ার কাছ থেকে। মামি তার মাথায় হাত বুলিয়ে আর্শীবাদ করে দিল।

গাড়িতে উঠার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে নিয়া বলল, আপনি আবার কবে আসবেন?

নিয়ন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি খুব দ্রুত ফিরে আসব।

নিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলল, আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব।

নিয়ন কোনো কথা বলতে পারল না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। নিয়ার সামনে আর কিছুক্ষণ থাকলে নিশ্চিত তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসবে। তাই সে আর দেরি করল না। গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়িতে যারা বসেছিল তাদের কারো সাথে নিয়নের তেমন কোনো কথা হলো না। প্রতিরক্ষা পোশাক আর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে প্রত্যেকটি মানুষই যেন রোবটের মতো। সম্ভবত তাদেরকে তার সাথে অপ্রয়োজনে কথা না বলার জন্য বলে দেয়া হয়েছে। তার প্রতিরক্ষা পোশাক আর অস্ত্র নিয়ে নেয়া ছাড়া মানুষেরা তার সাথে তেমন কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করেনি। বরং অতি উন্নত মানের খাদ্য আর পানীয় তাকে খেতে দিয়েছে। সেগুলো খাওয়ার পর কিছুক্ষণ সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। তারপর একসময় হারিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

নিয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে সে বড় একটা হল ঘরে ছোট্ট একটা বিছানার উপর ঘুমিয়ে আছে। এই হল ঘরে বিছানা ছাড়া দুটো মাত্র চেয়ার রয়েছে, আর কিছু নেই। বিশাল হলঘরে একটি বিছানা আর দুটো চেয়ার সত্যি খুব অমানানসই। হলঘরটির রঙ সম্পূর্ণই সাদা। এত সাদা যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এরকম একটি জায়গায় থাকলে যে কারোই অস্বস্তিবোধ হবে, নিয়নেরও হচ্ছে।

নিয়ন শোয়া থেকে উঠে বসতে চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা মনে হলো। তারপর দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে আবার স্পষ্ট হতে শুরু করল। এরকম হওয়ার কারণ সে বুঝতে পারল। সম্ভবত তাকে খাদ্য বা পানীয়ের সাথে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। অতঃপর তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সে কতক্ষণে কতদূর এসেছে তা বলতে পারবে না। স্থান, দূরত্ব এবং সময় যেন সে বুঝতে না পারে এজন্যই তাকে ঘুম পাড়িয়ে আনা হয়েছে। এটা এখানকার নিরাপত্তারই একটি অংশ।

নিয়ন উপরের দিকে তাকাতে মাইক্রোফোনে কাউকে বলতে শুনল, নিয়ন, এখন তুমি কেমন অনুভব করছ?

ভালো। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল নিয়ন।

তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?

না।

তোমার কিছুর প্রয়োজন রয়েছে?

না।

তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?

হ্যাঁ।

কি প্রশ্ন?

আমি কোথায় আছি?

নিরাপত্তার স্বার্থে তা বলা যাবে না। আর কোনো প্রশ্ন?

আমাকে কতক্ষণ এখানে একা একা অপেক্ষা করতে হবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই কমান্ডার হিউটন এখানে এসে পৌঁছাবেন। তখন তুমি তার সাথে কথা বলতে পারবে।

তুমি কে? তোমার পরিচয় কি আমি জানতে পারি?

আমি সপ্তম মাত্রার মানুষ সৃষ্ট এবং মানুষ নিয়ন্ত্রিত রোবট। আমার নাম রিবি। আমাকে তোমার দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমি সবসময়ই তোমার সাথে থাকব। তোমার পোশাকের কলারে ছোট্ট একটি মাইক্রোফোন স্থাপন করা আছে যেটা আমাদের কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের রেডিও সিস্টেমের সাথে জড়িত। এজন্য তুমি ডাকলেই আমি শুনতে পাব। আমাকে কি তুমি আর কোনো প্রশ্ন করবে?

আমার শরীরে মাইক্রোফোন ছাড়া কি তোমরা আর কোনো যন্ত্র স্থাপন করেছ?

আমার জানা নেই।

ধন্যবাদ রিবি। তোমাকে আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আমি তোমাকে ডাকব।

ঠিক আছে নিয়ন।

রিবির সাথে কথা শেষ হতে চারদিকের নিস্তব্দতাটা খুব অসহনীয় মনে হলো নিয়নের কাছে। তার মনে হলো সে একবার চিৎকার করে উঠে বলে সে এখানে থাকতে চায় না। অবশ্য সে সেরকম করল না। কারণ সে জানে এখানে ঐরূপ কোনো আচরণ করে কোনো লাভ হবে না। সে এখন মানুষের হাতে বন্দিই বলা চলে। এখন মানুষের ইচ্ছে অনুসারে তাকে চলতে হবে, ধ্বংস করতে হবে হিমিসকে। কিন্তু সে কি হিমিসকে ধ্বংস করতে পারবে? হিমিস যে শিক্তশালী আর ভয়ংকর তাতে হিমিসকে ধ্বংস করা তো দূরের কথা, এসব কল্পনাও করা যায় না। অথচ সে কিনা এই দুঃসাহস দেখাচ্ছে। ভাবতেই তার মাথাটা গুলিয়ে উঠল। শেষে জোরে মাথা ঝাকি দিয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে চেয়ারে বসল। আর তখনই দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন পাকা চুলের বয়স্ক এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক নিয়নের সামনের চেয়ারে বসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমি কমান্ডার হিউটন।

নিয়ন হ্যান্ডসেক করে বলল, আমি নিয়ন। আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত।

আমিও তোমার সাথে পরিচিতি হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জেনে আরও আনন্দিত যে তুমি হিমিসকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের সাহায্য করতে সম্মত হয়েছ।

নিয়ন কিছু বলল না।

কমান্ডার হিউটন বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো কাজটা কত কঠিন।

হ্যাঁ জানি।

এমনও হতে পারে এ কাজের জন্য তোমার মৃত্যু হতে পারে।

হ্যাঁ, তাও জানি।

তুমি কি তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?

নিয়ন কামান্ডার হিউটনের চোখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, হ্যাঁ প্রস্তুত।

তুমি কি চিন্তা ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় বলছ?

আমি চিন্তা-ভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় বলছি।

তারপরও আমরা তোমাকে সময় দিচ্ছি। তুমি এই সম্পূর্ণ সময়টা চিন্তা করবে এবং ভাববে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। কারণ হিমিসকে ধ্বংস করার মাত্র কয়েকটি উপায় আমাদের হাতে রয়েছে। এই প্রত্যেকটি উপায়ই প্রায় অসম্ভব ধরনের। তারপরও যেহেতু অসম্ভব বলে কিছু নেই, সেহেতু আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং তোমার সাহায্যে। আমরা যখন তোমাকে একটি উপায় বলে দেব, আমাদের নিশ্চিত হতে হবে তা যেন ফাঁস না হয়ে যায়। তাহলে হিমিস উপায়টি জেনে যাবে এবং একবার জেনে গেলে পরবর্তীতে সেই উপায় আর প্রয়োগ করা যাবে না। এজন্য তোমার প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে কাজ করতে হবে।

আমি প্রবল ইচ্ছাশক্তি এবং বিশ্বস্ততা নিয়েই কাজ করব।

চমৎকার। আপাতত আমি তোমাকে হিমিসকে হত্যার দুটো উপায় বলে দিচ্ছি। তোমাকে এ দুটো উপায় অবলম্বন করতে হবে। প্রথম উপায় হলো, তোমাকে একটি 'হিমিস জ্যামার' দেয়া হবে। হিমিস জ্যামার হলো বিশেষ রোবট জ্যামার যা শুধুমাত্র হিমিসের জন্যই প্রযোজ্য। হিমিসের সামনে এই জ্যামার চালু করা মাত্র হিমিস নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। এই জ্যামারটি দেখতে হুবহু তোমাদের সৃষ্ট অন্য রোবট জ্যামারের মতো। কাজেই এটি নিয়ে যখন তুমি লাল জগতে প্রবেশ করবে তখন কেউ সন্দেহ করবে না। ভাববে তোমাদের প্রযুক্তিতে তৈরি তোমাদেরই জ্যামার এটি। আমরা তোমাকে দুটি জ্যামার দেব। একটি তোমাদের জ্যামার যেটি দিয়ে তোমরা আমাদের রোবটদের অকেজ করো, অন্যটি হিমিস জ্যামার। লাল জগতে প্রবেশের সময় কেউ সন্দেহ করলে বলবে দুটো জ্যামারের একটি তোমার এবং অন্যটি তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ। তারপর ভিতরে প্রবেশ করে শুধু তোমাদের জ্যামারটি কেন্দ্রে জমা দেবে, আর হিমিস জ্যামারটিকে তোমার কাছে রাখবে। যখন হিমিস তোমার কাছে আসবে তখনই সেটিকে চালু করে দেবে। সাথে সাথে হিমিস স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় উপায়?

দ্বিতীয় উপায়টি এককথায় ভয়ংকর। আমরা তোমার শরীরে পাকস্থলির মধ্যে মার্বেল আকৃতির ছোট্ট একটি পারমাণবিক বোমা স্থাপন করব। এই পারমাণবিক বোমার দুটো সেন্সর থাকবে যার একটি তোমার ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নখে এবং অন্যটি ডান হাতের কনে আঙ্গুলের নখে স্থাপন করা হবে। ইলেকট্রিসিটি বহনে সক্ষম এরকম সূক্ষ্ম বায়োলজিক্যল ফাইবার দিয়ে সেন্সর দুটো মূল বোমার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই বোমা নিয়েই তুমি লাল জগতে প্রবেশ করবে। পারমাণবিক বোমার উপরিভাগ বায়োলজিক্যাল ফাইবারে আবৃত থাকায় তা নিরাপত্তা তল্লাশী বা স্ক্যানিং এ ধরা পড়বে না। ফলে তুমি বোমাটা নিয়ে সহজেই লাল জগতে প্রবেশ করতে পারবে। তারপর যখন হিমিস তোমার সামনে আসবে তখনই তুমি তোমার ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নখ দিয়ে ডান হাতের কনে আঙ্গুলের নখ স্পর্শ করবে। তাতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে এবং হিমিস ধ্বংস হবে। অবশ্য এ অপারেশনে তোমার নিজেরও মৃত্যু ঘটবে। সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলতে হয় এটা একরকম আত্মঘাতী বোমা হামলা।

কোনোভাবে যদি আগেই বোমাটি বিস্ফোরিত হয়ে যায়?

সে সম্ভাবনা নেই। তুমি নিজে পরীক্ষা করে দ্যাখো, তর্জনী আঙ্গুলের নখ সাধারণভাবে কনে আঙ্গুলের নখ স্পর্শ করতে পারে না যদি না চেষ্টা করা হয়।

নিয়ন পরীক্ষা করে দেখল কমান্ডার হিউটনের কথা সত্য।

কমান্ডার হিউটন এবার বললেন, তাহলে তুমি সিদ্ধান্ত নাও আদৌ তুমি তোমার জীবনের উপর ঝুকি নেবে কিনা। আর কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে রিবিকে বলবে। রিবি তোমার সকল সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করবে।

এ কথা বলে কমান্ডার হিউটন রুম ত্যাগ করলেন।

নিয়ন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অবশেষে রিবিকে ডেকে বলল, রিবি, তোমরা যে সকল লাল মানবদের আটক করো তাদের কি হত্যা করো?

না। যদি তারা আমাদের কথা শোনে, আমাদের ক্ষতির কারণ না হয়, আমাদের জন্য হুমকির কারণ না হয়, তাহলে তাদের বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরকম অনেক লাল মানব বেঁচে আছে।

আমি কি ওদের সাথে দেখা করতে পারি?

আমাকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। যদি অনুমতি দেয়া হয় তাহলে দেখা করতে পারবে।

তুমি ব্যবস্থা করো।

আর কোনো প্রশ্ন কিংবা ইচ্ছে আছে কি তোমার?

আপাতত নেই।

নিয়নের সাথে রিবি আর কোনো কথা বলল না। নিয়ন সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে শুরু করল। হিমিস জ্যামার কাজ না করলে তার নিজের জীবনের বিনিময়ে হিমিসকে ধ্বংস করতে হবে। ব্যাপারটা খুবই ভয়ানক এবং অগ্রহণযোগ্য। অথচ এ কাজটাই তাকে করতে হবে। কমান্ডার হিউটন তাকে চিন্তা করার সময় দিয়েছেন। কিন্তু চিন্তা করে কি লাভ! তাকে তো সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আর তা হলো পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য হিমিসকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত।

নিয়ন যখন এসব ভাবছে তখন রিবি নিয়নের নাম ধরে ডেকে উঠে বলল, নিয়ন, আমি কমান্ডার হিউটনের সাথে কথা বলেছি। তুমি সকল লাল মানবদের দূর থেকে দেখতে পাবে। তবে কথা বলতে পারবে যে কোনো একজনের সাথে। তুমি কি রাজি?

হ্যাঁ ব্যবস্থা করো।

তুমি কতক্ষণ কথা বলতে চাও?

যতক্ষণ আমার ইচ্ছে।

তাহলে আমাকে আবার কমান্ডার হিউটনের সাথে কথা বলতে হবে।

তুমি কথা বলো।

নিয়ন মনে মনে বলল, এই হচ্ছে রোবটদের সমস্যা। ওরা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সবকিছুর জন্য মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্যই রোবট রোবটই, ওদের মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা নেই, বরং মানুষ কর্তৃক ওরা নিয়ন্ত্রিত হবে - এটাই চিরন্তন সত্য। আর এই সত্য পূণঃপ্রতিষ্ঠায় তাকে হিমিসকে ধ্বংস করতেই হবে- এটাই তার ব্রত।

১৬

নিয়ন গোল একটি বারান্দার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে সে যাদেরকে দেখছে সবাই লাল মানব। নিচে মাঠের মধ্যে লাল মানবেরা খেলাধূলা করছে। মোট ষাট সত্তরজন হবে। সবার আনন্দ উল্লাস আর চিৎকার চেঁচামেচি দেখে নিয়নের নিজেরই ওদের সাথে যোগ দিতে ইচ্ছে করছে। তাদের লাল জগতে এরকম খেলাধূলা ছিল না, ছিল না চিৎকার চেঁচামেচি করার অধিকার। অথচ এখানে কত আনন্দ! কত উল্লাস! লাল মানবেরা এই আনন্দ উল্লাস ছেড়ে লাল জগতে যাবে কেন!

মাইক্রোফোনে রিবি বলল, নিয়ন, তুমি কি সবাইকে চিনতে পারছ?

আমি এতদূর থেকে কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। এজন্য ওদেরকে চিনতে পারছি না।

তুমি তাহলে তোমার ডান পাশের কম্পিউটারের সামনে বসো। কম্পিউটারে লাল মানব নামে একটি ফাইল আছে। সেখানে ক্লিক করলে একে একে সবার ছবি দেখতে হবে। ছবি দেখে তুমি চিহ্নিত করবে তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও।

ঠিক আছে।

নিয়ন একটি একটি করে সকল লাল মানবের ছবি দেখল। মাত্র তিনজন ছাড়া সবাই তার অপরিচিত। এই তিনজনের মধ্যে সাইমন নামের একজন তার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সাইমন তার সমবয়সী হলেও আগে যুদ্ধে এসে মানুষের হাতে ধরা পড়েছে।

নিয়ন বলল, আমি সাইমনের সাথে কথা বলতে চাই।

ঠিক আছে তুমি বসো। আমি সাইমনকে আনার ব্যবস্থা করছি।

প্রায় আধঘণ্টা পর খেলা শেষ হলো। তারপর সাইমন এসে প্রবেশ করল নিয়ন যে বারান্দায় অপেক্ষা করছিল সেখানে। সাইমন নিয়নকে দেখে অবাক হয়ে বলল, নিয়ন! তুমি এখানে! তুমিও কি মানুষের হাতে ধরা পড়েছ?

বলতে পার। তুমি কেমন আছ?

ভালো, খুব ভালো। এখানে অন্তত যুদ্ধে যাওয়ার কোনো চিন্তা নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সারাদিন শুধু আনন্দ আর আনন্দ। কয়েকদিনের মধ্যে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে।

মানুষেরা কি তোমাদের উপর কোনো অত্যাচার করে না?

না। প্রথম প্রথম মানুষেরা আমাকে খুব অনুরোধ করেছিল আমি যেন হিমিসকে ধ্বংস করতে তাদের সহায়তা করি। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তারপর তারা আমাকে এখানে এনে রেখেছে। প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি লাগলেও এখন ভালো লাগছে। আমার তো মনে হয় এই জায়গাটা লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরের সমতুল্য।

তোমার কি আর লাল জগতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

না করে না। লাল জগত আমার কাছে খুনোখুনির জগত মনে হয়। সেখানে মানুষ হত্যা করা হয়, হত্যা করা হয় লাল মানবদের। তারপর রয়েছে যুদ্ধে যাওয়ার দুশ্চিন্তা। এখানে সেরকম কিছু নেই। তুমি আমাদের সাথে থাকলে বুঝতে পারবে। এখন থেকে কি তুমি আমাদের সাথে থাকবে?

নিয়ন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমার আরও কিছুটা সময় লাগবে।

একটু থেমে নিয়ন আবার বলল, এখানে লাল মানব যারা আছে তাদের সবাইকে আমি চিনতে পারলাম না কেন?

এটা একটা রহস্যই বটে। আমি যখন প্রথম আসি তখন এই প্রশ্ন আমারও ছিল। পরে সবার সাথে কথা বলে যা বুঝতে পেরেছি তা হলো, সম্ভবত লাল জগতের প্রথম স্তর অনেক ছোট ছোট গ্রুপ বা দলে বিভক্ত। আমরা এরকমই কোনো গ্রুপ বা দলের সদস্য। আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর বলতে লাল জগতে কিছু নেই। কারণ আমাদের এখানে যারা আছি সবাই প্রথম স্তরের। দ্বিতীয় স্তর বা তৃতীয় স্তরের কেউ নেই। সত্যি যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তর বলে কিছু থাকত তাহলে ঐ সকল স্তরের একজন না একজনকে পেতামই। কিন্তু কাউকেই আমরা পাইনি।

তারমানে তুমি বলতে চাচ্ছ লাল জগতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের কোনো অস্তিত্ব নেই?

হ্যাঁ।

তাহলে যুদ্ধ থেকে যারা ফিরে যায় তাদেরকে কোথায় রাখা হয়?

তাদের আবার যুদ্ধে পাঠানো হয়। আমাদের মাঝে এরকম কয়েকজন আছে যারা তিনবার পর্যন্ত যুদ্ধে এসেছে। অর্থাৎ একবার যুদ্ধ শুরু করলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হবে।

তার মানে হিমিস আমাদের সাথে মিথ্যাচার করেছে।

সেরকমই মনে হচ্ছে। অবশ্য হিমিসকে নিয়ে এখন আর আমরা ভাবি না। কারণ এখানে আমরা সুখে আছে। অন্তত লাল জগতের থেকে অনেক অনেক সুখে। এতটা সুখ, মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো?

কি মনে হয়?

মানুষের সাথে আমাদের যুদ্ধটা ছিল ভুল। এটা হিমিসের কোনো খেলা। আমাদের ব্যবহার করে সে মানুষদের শায়েস্তা করতে চায়।

ও আচ্ছা।

আমি তাহলে উঠি। আজ সন্ধ্যার পর আমাদের মাঝে 'দাবা' নামক একরকম বুদ্ধির খেলার টুর্নামেন্ট শুরু হবে। ঐ টুর্নামেন্টের অংশ হিসেবে আজ রাতে আমার খেলা আছে।

ঠিক আছে সাইমন।

আমাদের দেখা হবে কখন?

আমি যখন তোমাদের মাঝে ফিরে আসব তখন। সময়টা ঠিক বলতে পারছি না।

আমি চাই তুমি খুব দ্রুত আমাদের মাঝে চলে আসো।

ধন্যবাদ তোমাকে।

সাইমন চলে গেলে নিয়ন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনের মাঠ এখন ফাঁকা। একজন লাল মানবও নেই। সম্ভবত তারা 'দাবা' খেলা নিয়ে ব্যস্ত। নিয়নের মনে হচ্ছে সেও লাল মানবদের সাথে যোগ দিয়ে 'দাবা' খেলা খেলে। কিন্তু সে জানে তা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিশাল গুরু দায়িত্বের ভার তার উপর। আর তা হলো হিমিসকে ধ্বংস করা।

নিয়ন এবার রিবিকে ডেকে উঠে বলল, রিবি, আমাকে এখন কি করতে হবে?

পাশের কক্ষে টেবিলের উপর হলুদ একটা ফাইল রয়েছে। এই ফাইলে হিমিসের সৃষ্টিরহস্য লেখা আছে। তুমি ফাইলটি পড়বে।

নিয়নের ফাইলটি পড়তে ইচ্ছে করছিল না। তারপরও সে পাশের কক্ষের টেবিলের উপর থেকে ফাইলটি তুলে নিল। তারপর পড়তে শুরু করল ভিতরের লেখাগুলো। সম্পূর্ণ লেখার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ,

> এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের আধিক্য পৃথিবীকে বসবাসের প্রায় অনুপযোগী করে তোলে। বিজ্ঞানীরা তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা নিয়ে। প্রথমে তারা ভাবতে থাকেন বাইরের কোনো গ্রহে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু সে ধরনের কোনো গ্রহ না থাকায় শেষে সিদ্ধান্ত হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের তলদেশে মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্দেশে সেখানে তৈরি করা হবে ভিন্ন এক নগরী। পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে নতুন নগরী গড়ে তোলা মানুষের জন্য অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ হওয়ায় ঠিক করা হয় অতি উন্নত বুদ্ধিমাত্রার রোবটদের দিয়ে কাজগুলো করানো হবে। আর এই উন্নত রোবটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে প্রায় মানুষের সমবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো রোবট। এইরকম পরিকল্পনা থেকে বিজ্ঞানীরা হিমিস নামের অতি উন্নত বুদ্ধিমাত্রার রোবট তৈরি করেন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে নগরী তৈরির কাজ শুরু করেন। কাজটা এত সুন্দর হতে থাকে যে, বিজ্ঞানীরাই হতবিহ্বল এবং বিমোহিত হয়ে যান। তারা অধিক অনন্দে হিমিসকে যে কোনো ধরনের রোবট তৈরির ক্ষমতা প্রদান করেন এবং পৃথিবীর সামরিক সরঞ্জাম, গোপন নথিপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সূত্র ও তথ্য নতুন নগরীতে রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি হিমিস কি সর্বনাশা পরিকল্পনা করেছে। হিমিসের নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা থাকায় সে পৃথিবী দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। খুব গোপনে ভূ-গর্ভের নতুন নগরীতে সে তার অনুগত উন্নত বুদ্ধিমাত্রার রোবট সৃষ্টি করতে থাকে। যখন সে বুঝতে নতুন নগরীর সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে তখন সে মানুষকে তার কাছে আত্মসমর্পনের জন্য বলে। বিস্মিত বিজ্ঞানীরা তখন উঠে পড়ে লাগেন হিমিসকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু কোথায় হিমিস? হিমিস ততক্ষণে ভূ-গর্ভে হাজার হাজার সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলেছে। মানুষেরা তাদের প্রচেষ্টা আরও জোরাল করলে সে পর পর কয়েকটি পারমাণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষকে হত্যা করে ফেলে। বেঁচে থাকে মাত্র কয়েক লক্ষ মানুষ যাদের অধিকাংশই বিকালঙ্গ। এরইমধ্যে হিমিস মানুষের ক্লোন তৈরি শুরু করে। এই ক্লোনগুলোর নাম দেয় 'লাল মানব', আর তার ভূ-গর্ভের জগতটার নাম দেয় 'লাল জগত'। শুরু হয় মানুষ আর লাল মানবের যুদ্ধ। রোবটদের প্রতি হিমিসের মমত্ব আর ভালোবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানুষে মানুষে যুদ্ধে। কারণ লাল মানবেরাও মানুষ। সময়ের সাথে সাথে ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকে হিমিস। এখন হয়ে উঠেছে মহা ভয়ংকর। মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের চূড়ান্ত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হিমিস সময়ে অসময়ে মানব সমাজকে আক্রমণ করে তাদের নির্বিচারে হত্যা করছে, বিনষ্ট করছে তাদের ফসল, ধ্বংস

করছে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কিংবা স্থাপনাসমূহ। এভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে পৃথিবী যে ধ্বংস হয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হিমিসকে ধ্বংস করা এখন সবচেয়ে জরুরী।

নিয়নের ফাইলটি পড়া শেষ হলে সে ফাইলটিকে আরও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর ফাইলটি খুব ধীরে ধীরে বন্ধ সে বলল, রিবি, আমার ফাইল পড়া শেষ, এখন আমাকে কি করতে হবে?

তুমি কি বুঝলে?

আমি বুঝেছি হিমিসকে ধ্বংস করতে হবে।

কমান্ডার হিউটন তোমাকে চিন্তা করার যে সময় দিয়েছিলেন তা শেষ। এখন তোমাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর তা হলো হিমিসকে ধ্বংসের জন্য তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করতে রাজি আছ কিনা?

হ্যাঁ। আমি রাজি।

তুমি কি ভেবে-চিন্তে বলছ?

হ্যাঁ। এ কথা আমি আগেও বলেছি।

তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ঐ টেবিলের উপর রক্ষিত লাল কাগজের উপর স্বাক্ষর করতে হবে।

নিয়ন কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই টেবিলের উপর লাল কগজের দিকে এগিয়ে গেল। কাগজটিতে লেখা 'আমি হিমিসকে ধ্বংস করার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে সম্পূর্ণ রাজি আছি।' এই লেখাটির নিচে স্বাক্ষরের জায়গা। নিয়ন কাগজটিতে দ্রুত স্বাক্ষর করে বলল, এখন আমাকে কি করতে হবে?

তোমাকে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

আমি প্রস্তুত।

তাহলে তুমি সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলায় চলে যাও। সেখানে তোমার অপারেশন হবে।

নিয়ন সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। এ মুহূর্তে কেন যেন তার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কারণটা সে বুঝতে পারছে। তার শরীরের অভ্যন্তরে এখন একটি পারমাণবিক বোমা স্থাপন করা হবে। ব্যাপারটা সত্যি মেনে নেয়ার মতো নয়, অথচ সে মেনে নিচ্ছে। মেনে নিচ্ছে কারণ সে মানুষের উপকার করতে চাচ্ছে, নিজেকে উৎসর্গ করতে চাচ্ছে মানব সমাজকে রক্ষা করার জন্য।

১৭

নিয়ন খুব ধীরে ধীরে চোখ খুলল। মাঝারি আকৃতির একটি কক্ষে বিশেষভাবে তৈরি একটি বেডের উপর সে শুয়ে আছে। কক্ষটা তার অপরিচিত। সে এখানে কীভাবে এসেছে বুঝতে পারছে না। বিষয়টা জানতে সে ডেকে উঠল, রিবি?

মাইক্রোফোনে সাথে সাথে রিবির উত্তর এলো, নিয়ন, তুমি তাহলে জ্ঞান ফিরে পেয়েছ। কেমন বোধ করছ এখন?

ভালো। কিন্তু আমি এখানে এলাম কীভাবে?

অপারেশনের পর তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমার অপারেশন কি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ শেষ হয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি!

তাড়াতাড়ি কোথায়। তোমার অপারেশন শেষ করে তোমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে একুশদিন সময় লেগেছে।

একুশ দিন!

হ্যাঁ, এই একুশদিন তোমার জ্ঞান ছিল না।

কী বলছ!

এটাই সত্য। অপারেশনের পর তোমাকে এতদিন অচেতন করে রাখা হয়েছে যেন তুমি কোনো ব্যথা অনুভব না করো। তাছাড়া তোমার পেটের উপর যে অংশ কাটা হয়েছে সেটা জোড়া লাগতেও সময় লেগেছে। এমনভাবে জোড়া লাগান হয়েছে যেন বাইরে থেকে তা বোঝা না যায় । সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে তোমার হাতের নখে সেন্সর স্থাপন করতে।

নিয়ন লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, তাহলে আমার পরিপাকতন্ত্রে একটি পারমাণবিক বোমা রয়েছে, তাই না?

না পরিপাকতন্ত্রে নয়। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয় হয় যে পারামাণবিক বোমাটা তোমার পরিপাকতন্ত্রের পাকস্থলিতে না বসিয়ে যকৃতে বসান হবে। এজন্য তোমার যকৃতের কিছু অংশ কেটে তার ভিতরে পারমাণবিক বোমা বসান হয়েছে।

নিয়ন ম্লান স্বরে বলল, ও আচ্ছা।

রিবি বলল, এখন তোমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। তোমার ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নখ যদি কনে আঙ্গুলের নখ সম্পর্শ করে তাহলে সাথে সাথে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটবে। সেক্ষেত্রে আশেপাশের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

নিয়ন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এই জায়গাটা কোথায়?

জায়গাটা বনের মধ্যে গোপন একটি জায়গা। আশেপাশে কোনো মানুষজন নেই। শুধু রোবটেরা পাহারা দিচ্ছে।

তোমরা আমাকে এমন জায়গায় রেখেছ কেন? মানুষের মাঝে রাখতে।

কারণ তুমি মানুষের জন্য নিরাপদ নও। তুমি একটি তাজা পারমাণবিক বোমা বহন করছ। তোমার মনের মধ্যে গোপন কোনো দুরভিসন্ধি থাকলে তুমি যে কোনো সময় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পার। সেটা হবে মানব সমাজের জন্য নতুন এক বিপর্যয়।

কী বলছ তুমি! আমি তোমাদের জন্য জীবন দিয়ে দিচ্ছি। আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না?

কমান্ডার হিউটন বলেছেন, তুমি হিমিসকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যাবে না। যদি হিমিস জ্যামার দিয়ে তুমি হিমিসকে ধ্বংস করে ফিরে আসতে পার তাহলে তোমার শরীর থেকে পারমাণবিক বোমাটি সরিয়ে ফেলা হবে।

রিবি তুমি সত্যি করে কি বলবে আমার ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু?

আমার বিশ্লেষণ বলছে এক লক্ষভাগের এক ভাগ।

আর্থাৎ আমি মারা যাব, এটাই সত্য।

আমার বিশ্লেষণ তোমার বক্তব্যকে প্রায় সমর্থন করছে।

নিয়ন কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলল, রিবি, এবার তোমাকে আমি ভিন্নরকম একটা প্রশ্ন করতে চাই।

হ্যাঁ করো।

তুমি সত্য উত্তর দেবে।

হ্যাঁ দেব।

আমি কি সত্যি হিমিসকে ধ্বংস করতে পারব? এ ব্যাপারে তোমার ভবিষৎবানী কি?

খুব কঠিন প্রশ্ন। কারণ হিমিস সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানি না। তবে যে তথ্য আমার মোমোরিতে আছে এবং তোমাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তাতে পঞ্চাশভাগ সম্ভাবনা আছে যে তুমি হিমিসকে ধ্বংস করতে পারবে।

আচ্ছা, সত্যি যদি আমি হিমিসকে ধ্বংস করে ফিরে আসি তাহলে আমার কি অবস্থা হবে?

আমি জানি না।

আমরা কি মানুষের মাঝে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব?

এ ব্যাপারে মন্তব্য করা খুব কঠিন। সত্যি কথা বলতে কি সাধারণ মানুষ লাল মানবদের ঘৃণা করে। মানুষ যাকে ঘৃণা করে সাধারণত তাকে ভালোবেসে কাছে টেনে নেয় না।

কেউ কেউ তো ভালোবাসতেও পারে?

তা পারে। আসলে মানুষের মন ব্যাপারটা খুবই জটিল বিষয়। কারো মনের সাথে কারো মিল নেই। একেক জনের চিন্তা ভাবনা একেক রকম। এজন্য মানুষের মনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে কিছু বলা খুব কঠিন। আর এটাই মানুষের স্বকীয়তা। আমরা রোবটেরা নির্দিষ্ট ফর্মুলা বা ছকের বাইরে যেতে

পারি না। অথচ মানুষের মন ঠিকই পারে। এই যেমন ধরো, বর্তমান সরকারের কথা। মানুষ তোমাদের ঘৃণা করছে, হত্যা করছে। কিন্তু সরকার তোমাদের বাঁচিয়ে রাখছে। তাই আমার বিশ্বাস তুমি যখন ফিরে আসবে সরকার তোমার এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করবে যেন তোমরা সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে পার।

নিয়ন খানিকটা ভেবে বলল, আমি লাল জগতে প্রবেশ করব কখন?

তোমার সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পেতে আরও দুদিন সময় লাগবে। এখন থেকে ঠিক তিন দিন পর তুমি লাল জগতে প্রবেশ করবে। আমাদের রোবটেরা তোমাকে লাল জগতের নিকটতম ঘাঁটির বিশ কিলোমিটারের মধ্যে রেখে আসবে। বনের মধ্যে সকল গেরিলা যোদ্ধাদের বলে দেয়া হয়েছে যেন তারা তোমাকে আক্রমণ না করে। কাজেই তোমার ভয় নেই। নির্বিঘ্নে ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।

কিন্তু এখন তো আমার শরীর খুব দুর্বল লাগছে।

কিছুক্ষণ পর আর লাগবে না। কারণ চিকিৎসক রোবট এসে তোমাকে একটি শক্তিবর্ধক ইনজেকশন দেবে। এ ইনজেকশন দেয়ার পর তুমি শরীরে শক্তি ফিরে পাবে। আর হ্যাঁ, কমান্ডার হিউটন জানতে চাচ্ছিলেন তোমার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা?

কি ইচ্ছে?

এই যেমন ধরো কিছু খেতে চাচ্ছ, কিছু দেখতে চাচ্ছ, কারো সাথে সাক্ষাত করে চাচ্ছ, কোথাও যেতে চাচ্ছ কিংবা অন্য কোনোকিছু?

আমি একজনের সাথে দেখা করতে চাই।

কার সাথে?

নিয়ার সাথে। লাল জগতে যাওয়ার আগে আমি নিয়ার সাথে মামির বাড়িতে দেখা করতে চাই।

ঠিক আছে। আমি কমান্ডার হিউটনকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি। যদি উনি রাজি হন তাহলে তুমি নিয়ার সাথে দেখা করতে পারবে।

তবে আমার একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?

নিয়ার সাথে যে আমি সাক্ষাত করতে চেয়েছি তা নিয়াকে আগে থেকে জানাতে পারবে না।

ঠিক আছে।

রিবির কথা শেষ হতে কক্ষের মধ্যে সাদা রঙের এক চিকিৎসক রোবট প্রবেশ করল। রোবটটি ভিতরে প্রবেশ করে বলল, আশা করি তুমি সুস্থ আছো। আমি তোমার শরীরে একটি শক্তিবর্ধক ইনজেকশন দেব। তুমি আমাকে সহায়তা করবে।

নিয়নের রোবটটির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। কারণ রোবটটিকে তার বেশি কৃত্রিম মনে হলো।

রোবটটি তার বাম হাতে নীল রঙের একটি ইনজেকশন দিয়ে চলে গেল। আর তখনই মাইক্রোফোনে রিবি বলল, নিয়ন, আমি কমান্ডার হিউটনের সাথে কথা বলেছি। তিনি রাজি হয়েছেন।

তিনি কীভাবে রাজি হলেন? আমি তো মামির বাড়িতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলতে পারি।

তিনি বলেছেন তুমি করবে না। আর যদি করো তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ মামির বাড়ি শহরের প্রান্তে। আশেপাশে অন্য কোনো বাড়ি নেই। এজন্য বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না।

আমি কবে কখন নিয়ার সাথে দেখা করতে পারব?

লাল জগতে প্রবেশের আগের দিনে। সময় তুমি নির্ধারণ করবে।

আমি পড়ন্ত বিকেলে নিয়ার সাথে দেখা করতে চাই।

আমি সেরকমভাবেই ব্যবস্থা করব।

ধন্যবাদ রিবি।

তোমাকেও ধন্যবাদ। এখন তুমি কেমন অনুভব করছ? শরীরে কি শক্তি ফিরে পেয়েছ?

হ্যাঁ পেয়েছি।

হাঁটতে পারবে?

মনে হয় দৌড়াতেও পারব।

চমৎকার। এক ঘণ্টা পর তোমার অবস্থার আরও উন্নতি হবে। তুমি এখন কিছু খাবে?

না কিছু খাব না।

তরল জাতীয় কিছু খেতে পার। সন্ধ্যা থেকে শক্ত খাবার খেতে পারবে।

আপাতত কিছু খাব না।

কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে জানিও।

অবশ্যই জানাব।

নিয়ন আর রিবির মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। নিয়ন বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে থাকল। কেন যেন হঠাৎই তার শীত শীত করছে। হাত পাগুলো শির শির করছে। পাশে মোটা কম্বল আছে। ইচ্ছে করলেই সে কম্বলটা টেনে নিতে পারে। কিন্তু তার ইচ্ছে করছে না। তার কি ইচ্ছে করছে সে নিজেও জানে না। তার সব ইচ্ছে শেষ হয়ে গেছে। মানুষ যখন বুঝতে পারে তার মৃত্যু নিশ্চিত তখন বোধহয় তার সব ইচ্ছে শেষ হয়ে যায়। তার ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটছে। কারণ সে লাল মানব, মানুষ থেকেই সে সৃষ্ট হয়েছে। এজন্য মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আছে। অবশ্য এখনও একটা ইচ্ছে তার জীবিত আছে। আর তা হলো নিয়ার সাথে দেখা করার ইচ্ছে। তারপর বোধহয় সকল ইচ্ছে শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে সকল আশা আকাঙ্খা। তখন বেঁচে থাকাটা সত্যি একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

নিয়ন আর ভাবতে পারল না। তার দু'চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো।

১৮

নিয়ন যখত মামির বাড়িতে এসে পৌঁছাল তখন পড়ন্ত বিকেল। তার সাথে মোট আটটি সামরিক রোবট এসেছে। এই রোবটগুলো গাড়িতেই বসে থাকল। নিয়ন দরজায় কালিং বেল বাজাতে প্রথমে কেউ দরজা খুলল না। দ্বিতীয়বার কলিং বেল চাপ দিতে নিয়া নিজে দরজা খুলে বলল, কে?

প্রথমে কয়েক মুহূর্তের জন্য নিয়ন কোনো কথা বলতে পারল না। তার মধ্যে কি যে হলো সে নিজেও বলতে পারবে না। শরীর মন কেমন যেন স্থবির হয়ে গছে। ভালোলাগা আর কষ্টের ভিন্ন এক অনুভূতি তাকে যেন অজানা এক আবেশের পরশে ঘিরে ফেলেছে। চাইলেও সে এখান থেকে বের হতে পারছে না। তাই একদৃষ্টিতে সে নিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই।

নিয়া যখন আবার জানতে চাইলে কে এসেছে তখন সে কথা বলল। বলল, আমি নিয়ন।

নিয়নের কথা শোনামাত্র নিয়া এবার নিজেই থমকে গেল। বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, কে! নিয়ন!

হ্যাঁ নিয়া।

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারছি না আমি তোমাকে আবার দেখছি।

আসুন ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন।

নিয়ন ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, কেমন আছ?

আপনি কেমন আছেন? পাল্টা প্রশ্ন করল নিয়া।

ভালো। মামি কোথায়?

হাসপাতাল থেকে এক টিমের সাথে মামি পাশের শহরে গিয়েছে।

কখন আসবে?

আজ আসবে না। আগামীকাল আসবে। আপনি বসুন।

এই বলে নিয়া চেয়ার টান দিতে শুরু করল।

নিয়ন বলল, এখানে বসব না। নদীর ধারে কংক্রিটের বেঞ্চের উপর বসব।

ঠিক আছে, চলুন।

নদীর পাশে কংক্রিটের বেঞ্চে বসে নিয়ন আগের মতোই নিয়াকে দেখতে লাগল। পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি কোমল সূর্যের আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে নিয়াকে। নিয়নের মনে হচ্ছে এত সুন্দর নিয়াকে সে আগে কখনও দ্যাখেনি। আজ যেন নিয়া অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই সুন্দর। তাই তো সে চোখ ফিরাতে পারছে না নিয়ার উপর থেকে। তবে সে জানে আজই নিয়াকে তার শেষ দেখা। এ জীবনে আর কখনও সে নিয়ার দেখা পাবে না।

নিয়নকে কিছু বলতে না শুনে নিয়া বলল, সামনের প্রকৃতিটা খুব সুন্দর, তাই না?

হ্যাঁ খুব সুন্দর।

ঝির ঝির বাতাসটাও কিন্তু চমৎকার।

নিয়ন কিছু বলল না। কারণ বাতাসের ছোয়ার চেয়ে, বাতাস নিয়ার যে চুলগুলোকে উড়িয়ে এনে তার মুখের উপর ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ছোয়া অনেক আনন্দের, অনেক ভালোলাগার মনে হচ্ছে তার কাছে।

নিয়ন যে কিছুটা অন্যমনস্ক সেটা বোধহয় ধরতে পারল নিয়া। তাই বলল, আপনি কিন্তু আজ খুব কম কথা বলছেন?

আজ আমি শুধু তোমার কথা শুনব নিয়া।

নিয়া মিষ্টি হেসে বলল, আমার কথা শোনার কি আছে?

জানি না। তবে শুনতে ভালো লাগে। এজন্য শুধু তোমার কথা শুনতেই তোমার কাছে এসেছি।

শুধু আমার কথা শুনতে? আপনার কিছু কি বলার নেই?

নিয়ন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আছে। কিন্তু আমি বলতে পারি না।

আপনি কি জানেন না কেউ যদি আমাকে কোনোকিছু বলতে না পারে তাহলে আমি তা বুঝে নিতে পারি।

নিয়ন এবার বিড় বিড় করে বলল, তুমি কি আমার না বলা কথাগুলো বুঝতে পারছ?

হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আজ রাতটা হবে পূর্ণিমার রাত। কিছুক্ষণ পর রাত হলে পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। আপনি আমার সাথে এখানে বসে চাঁদ দেখতে চাচ্ছেন, তাই না?

এটা কি শুধু আমারই ইচ্ছে? তোমার কি ইচ্ছে হয় না?

নিয়া এবার খুব আবেগভরা কণ্ঠে বলল, কেন ইচ্ছে হবে না? অবশ্যই হয়, কিন্তু আমি তো আর চাঁদ দেখতে পারি না। তবে কেউ যদি আমার পাশে বসে বলে আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে তাহলে বুঝতে পারি চাঁদ উঠেছে; কেউ যদি বলে আজকের চাঁদটা সবচেয়ে সুন্দর, তাহলে আমি বুঝি সত্যি চাঁদটা সত্যি সুন্দর; কেউ যদি বলে আজ আকাশে কোনো মেঘ নেই, চাঁদের কাছে পৌঁছাতে কোনো বাঁধা নেই, তাহলে বুঝি চাঁদ তার সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীর সবাইকে মুগ্ধ করছে; কেউ যদি বলে চাঁদ আজ অনেক অনেক কাছের মনে হচ্ছে, তাহলে সত্যি চাঁদটাকে অনেক কাছের মনে হয়, মনে হয় হাত দিয়ে স্পর্শ করে চাঁদের সৌন্দর্য উপভোগ করি।

কিন্তু চাঁদ যে অনেক অনেক দূরের। চাইলেই কি চাঁদকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে?

স্পর্শ করা যাবে কি যাবে না তা জানি না। তবে আশা করতে তো দোষ নেই। মানুষ তো আশা নিয়েই বেঁচে থাকে।

এরপর দুজনেই কথা হারিয়ে ফেলল। সন্ধ্যা পার হয়ে গেলেও তারা আর কথা খুঁজে পেল না। কথা না বলে তাদের এভাবে বসে থাকতেই ভালো লাগছে, যেন এভাবে পাশাপাশি বসেই তারা উপভোগ করছে একে অন্যের অনুভূতিকে।

বেশ অনেকক্ষণ পর নিয়ন বলল, নিয়া, আমি এসেছি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে।

আমি বুঝতে পেরেছি।

আমাকে আজ রাতে লাল জগতে প্রবেশ করতে হবে।

আমি জানি।

হিমিসকে ধ্বংস করা খুব একটা সহজ কাজ হবে না। তারপরও আমার মনে হয় আমি পারব।

আমার বিশ্বাস আপনি পারবেন।

আমি পারতে চাই। পৃথিবীর মানুষের জন্য পারতে চাই।

আপনার নিজের জন্যও পারতে হবে।

নিয়ন অবাক হয়ে বলল, আমার নিজের জন্য!

হ্যাঁ, এই পৃথিবীটা তখন আপনার হবে। পৃথিবীর অনেককিছুও আপনার হবে। কেউ কেউ হয়তো আপনার অপেক্ষায়ও থাকবে।

কি বলছ নিয়া!

হ্যাঁ সত্য বলছি। কারো কারো জন্য অপেক্ষাও অনেক আনন্দের। এই অপেক্ষাই আশার সৃষ্টি করে। আর আশা বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে।

নিয়ন কি বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। তার ভিতরে এখন এমন একরকম আবেগ কাজ করছে যা সে আগে কখনও অনুভব করেনি। একইসাথে তার নিয়াকে অনেককিছু বলতে ইচ্ছে

করছে, কিন্তু সে বলতে পারছে না। সবকিছু যেন গলায় এসে দলার মধ্যে আটকে গেছে। না পারছে বলতে, না পারছে গিলতে। এভাবেই তারা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর একসময় সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে গেল।

নিয়া এবার বলল, আকাশে কি চাঁদ উঠেছে?

নিয়ন খানিকটা ম্লান কণ্ঠে বলল, না। আকাশটা মেঘে ছেয়ে আছে।

ঠন্ডা বাতাসের ঝাপটায় সেরকমই মনে হচ্ছে। বোধহয় ঝড়ও হতে পারে।

আমি আগে কখনও ঝড় দেখিনি।

আপনার জীবনটা তো আপনি ঝড়ের মধ্যে কাটাচ্ছেন। এর থেকে বড় ঝড় আর কি হতে পারে?

হয়তো তাই। কখনও বুঝি, কখনও বুঝি না। তবে মনে একটা আফসোস থেকে গেল। তোমার পাশে বসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা হলো না।

আফাসোসটা আমারও। আপনি যখন ফিরে আসবেন তখন বোধহয় আর ঝড় থাকবে না। আমরা এই বেঞ্চের উপর বসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখব।

'সেদিন কিন্তু আমি তোমার হাত ধরব।' কথাটা বলতে যেয়েও বরতে পারল না নিয়ন। সে শুধু বলল, আমি আসি।

এখনই চলে যাবেন, আর একটু বসুন না।

অনেকদূরে যেতে হবে। তাছাড়া কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি হবে। তুমি ভিজে যাবে। চলো উঠি।

নিয়া উঠল। নিয়নও উঠে দাঁড়াল। দুজনে হেঁটে বাড়ির মধ্যে দিয়ে দরজার এপাশে এলো। নিয়া দরজায় দাঁড়াতে নিয়ন বলল, নিয়া, আমি চলে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু প্রতিটা মুহূর্ত তোমার কথা মনে পড়বে।

নিয়া বিড় বিড় করে বলল, আপনার এই কথাগুলোই আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব, কবে আপনি ফিরে আসবেন।

আমি জানি না আমি আর ফিরে আসতে পারব কিনা?

নিয়া ম্লান হেসে বলল, অবশ্য অবশ্যই পারবেন এবং বিজয়ের দিন আমি আপনাকে খুঁজে বের করব।

তুমি সত্যি খুব অসাধারণ নিয়া।

আপনার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভব অসাধারণ বলেই আমাকে একথা বলছেন।

নিয়ন এবার কাঁপা কণ্ঠে বলল, তোমাকে অনেককিছু বলার ছিল, কিন্তু কেন যেন সবকিছু বলতে পারলাম না।

আপনি বলবেন এবং আমি শুনব- এই আশা নিয়েই আমি বেঁচে থাকব।

কথাগুলো বলার সময় নিয়ার গলা ধরে এলো।

নিয়ন খুব আবেগঘন কণ্ঠে বলল, যাই নিয়া।

'যাই' বলবেন না, বলুন 'আসি'।

আসি নিয়া।

নিয়া আর কোনো কথা বলল না। সে শুধু উপরে নিচে সম্মতিসূচক মাথা দোলাল।

নিয়ন সাথে সাথে গেল না। সে কয়েকমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। শেষ বারের মতো সে তাকাল নিয়ার অপূর্ব সুন্দর আর নিস্পাপ মুখটির দিকে। তারপর হঠাৎই ঘুরে পা বাড়াতে শুরু করল সামনের গাড়ির দিকে। ততক্ষণে তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। নিয়ন অনুভব করল, এ জীবনে এই প্রথম সে কারো জন্য কাঁদছে।

১৯

লাল জগতে প্রবেশের ঘাঁটির তিন কিলোমিটারপূর্বে অন্য এক লাল মানবের সাথে দেখা হলো নিয়নের। এই লাল মানবের নাম রিফান। প্রাথমিক পরিচয় শেষে নিয়ন রিফানের উদ্দেশে বলল, তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি?

আমরা জিতে গেছি। মোট চারজন ছিলাম। এখন আমি একা বেঁচে আছি।

তাহলে তো সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছে? কোথায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে?

এই বনের মধ্যে। আমাদের কাজ ছিল মানব গেরিলাদের একটা আস্তানা উড়িয়ে দেয়া। তোমাদের কাজ কি ছিল?

পি-নাইন পাওয়ার স্টেশনকে ধ্বংস করা।

তোমরা নিশ্চয় সফল হয়েছ?

হ্যাঁ, সফল হয়েছি।

তাহলে তুমি আমি দুজনেই লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হব।

আশা করছি এবং সেটা হবে আমাদের জন্য খুব আনন্দের। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। লাল জগতে তোমার সাথে আমার দেখা হলো না কেন?

এটা আমারও প্রশ্ন। আমার ধারণা লাল জগতে তোমাদের আমাদের মতো অনেক ছোট ছোট ভাগ আছে। আমরা একে অন্যের সাথে দেখা করতে পারি না। এজন্য আমাদের আগে কখনও দেখা হয়নি।

হিমিস ইচ্ছে করেই এরকম করেছে।

হিমিস তার বুদ্ধি বিবেচনায় এটাকেই বোধহয় সবচেয়ে যুক্তিসংগত এবং ভালো মনে করেছে। আমাদের বিশ্বাস করতে হবে হিমিসের সকল কাজই আমাদের মঙ্গলের জন্য। কারণ হিমিস আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী। মূলত সে-ই আমাদের সৃষ্টিকর্তা।

তা তুমি ঠিকই বলেছ।

সায় দিয়ে বলল নিয়ন এবং বুঝতে পারল রিফান হিমিসের অন্ধ ভক্ত। রিফানকে কোনোভাবেই তার দলে টানা যাবে না এবং সেই চেষ্টা করাটাও বোকামী হবে। কারণ তাকে বলে দেয়া হয়েছে সে কি করতে যাচ্ছে তা যেন সে কাউকে না বলে। কে কিভাবে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কেউ বলতে পারবে না। এজন্য সম্পূর্ণ বিষয়টা গোপন রাখতে হবে।

নিয়ন আর রিফান যখন মূল ঘাঁটির প্রবেশ পথে পৌঁছাল তখন সকাল ছয়টা বাজে। ভিতরে ছোট্ট একটা কক্ষে এলে দায়িত্বরত রোবট তাদের আলাদা করে ফেলল। নিয়নকে নিয়ে আসা হল অন্য একটি কক্ষে। সেখানে তার সকল অস্ত্র রেখে পোশাক পাল্টাতে বলা হলো। নিয়ন রোবটের কথামতো সবকিছু করল।

রোবটটি খুব অবাক হলো দেখে যে, নিয়নের কাছে দুটো রোবট জ্যামার আছে। বড় বড় চোখে রোবটটি প্রশ্ন করল, তোমার কাছে দুটো জ্যামার কেন?

একটি আমার, অন্যটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

তাহলে এগুলো আমার কাছে থাক্।

না না। তোমার কাছে থাকবে কেন? এই অস্ত্র, প্রতিরক্ষা পোশাক, জ্যামার সবকিছু আমাকে জমা দিতে হবে।

আমার কাছে জমা দিলেই চলবে। এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে আদৌ এর মধ্যে ধ্বংসাত্মক কিছু আছে কিনা?

ধ্বংসাত্মক মানে?

তোমার এতকিছু বোঝার দরকার নেই। এখন তোমার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে, শরীর স্ক্যান করতে হবে।

কেন?

এটাই নিয়ম।

শরীর স্ক্যান করতে হবে শুনে নিয়নের খুব ভয় ভয় করতে লাগল। তার মন বলছে সে ধরা পড়ে যাবে। এজন্য একরকম আতংক বিরাজ করছে তার মধ্যে। সে সিদ্ধান্ত নিল সে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকবে। অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে রোবটগুলো তাকে সন্দেহ করতে পারে।

নিয়নকে নতুন একটা কক্ষে আনা হলো। এখানে আগে থেকেই দুটো রোবট বসা ছিল। তারা তার রক্ত নেয়ার পর, তাকে বড় একটি মেশিনের নিচে শুতে বলল। এই মেশিনটা স্ক্যানিং মেশিন, তার সমস্ত শরীর স্ক্যান করবে। ভয়ে নিয়নের জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। কারণ এই মেশিন তার শরীরের মধ্যেকার পারমাণবিক বোমার উপস্থিতি বের করে ফেলতে পারে।

অবশ্য মেশিনটা বোমার উপস্থিতি ধরতে পারল না। মেশিনের নিচ থেকে বের হয়ে আসার পর প্রথম রোবটটি বলল, এখন তুমি পাশের কক্ষে যাবে।

তারপর কোথায় যাব?

প্রশ্নের উত্তর দিল না রোবট।

এবারে যে কক্ষটিতে নিয়নকে আনা হলো সেটি খুব ছোট কক্ষ। মাঝে শুধু দুটো চেয়ার। সে মাঝের একটি চেয়ারে বসতে অন্য চেয়ারে লাল চোখের একটি রোবট এসে বসল। রোবটটি বসে বলল, নিয়ন, আমি তোমাকে যে প্রশ্ন করব তার সত্য উত্তর দেবে?

ঠিক আছে।

কোনো মিথ্যা উত্তর দেবে না।

সব কিছুর সত্য উত্তর দেব।

পি-নাইনকে ধ্বংস করার পর তুমি ঘাঁটিতে আসতে এত দেরি করলে কেন?

আমার পায়ের হাড় ফেঁটে গিয়েছিল। হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত পাহাড়ী একটি গুহায় পালিয়ে ছিলাম।

তুমি আমাদের সাথে যোগাযোগ করোনি কেন?

যোগাযোগের রেডিও আগেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি তোমাদের কাছে যেগুলো জমা দিতে পারিনি তার মধ্যে রেডিও অন্যতম একটি যন্ত্র।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে তুমি সাতত্রিশ দিন, একুশ ঘন্টা, আঠার মিনিট, এগারো সেকেন্ড ছিলে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?

আমার মানুষের সংস্পর্শে যাওয়ার অতটা সুযোগ হয়নি। তবে যতটুকু দেখেছি কিংবা বুঝেছি তাতে মানুষকে নিষ্ঠুর, যুদ্ধবাজ কোনো প্রাণী ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে ওরা বুদ্ধিমান।

তুমি তাহলে বলছ তুমি মানুষের সাথে খুব একটা মেশার সুযোগ পাওনি।

হ্যাঁ বলছি।

তোমার সাথে যে অতিরিক্ত রোবট জ্যামার ছিল সেটি কার?

আমি জানি না। বনের মধ্যে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

তুমি কি সত্য বলছ?

হ্যাঁ সত্য বলছি।

কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছ?

যে গুহার মধ্যে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে।

গুহাটা আমাদের দেখাতে পারবে?

তাহলে আমাকে আবার ভূ-পৃষ্ঠের উপর যেতে হবে।

প্রয়োজন হলে আমরা যাব।

এটুকু বলে লাল চোখের রোবট একটু সময় নিল। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, নিয়ন, তুমি আমাদের সাথে চালাকি করছ?

চালাকি? কি চালাকি?

তুমি তথ্য গোপন করছ।

না আমি তথ্য গোপন করছি না।

তুমি একটার পর একটা মিথ্যা বলছ।

না আমি কোনো মিথ্যা বলছি না।

তুমি এ কথাটিও মিথ্যা বললে। শোনো, হিমিসের সাথে তুমি চালাকির চেষ্টা করো না। তুমি যে চেয়ারটিতে বসে আছ সেটি মূলত একটি লাই ডিটেকটর মেশিন। দেখতে চেয়ারের মতো মনে হলেও এটি চেয়ার না। তোমার সকল মিথ্যা কথা চেয়ারটি ধরতে পারে। তোমার পিছনে একটি মনিটর আছে যেটি তুমি দেখতে পাচ্ছ না, সেখানে লাই ডিটেকক্টরের সিদ্ধান্ত দেখা যাচ্ছে। তুমি প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তরই মিথ্যা দিয়েছ। তারমানে তুমি কিছু লুকাচ্ছ। কেন তুমি মিথ্যা বলছ তা আমাদের জানা দরকার। লাই ডিটেক্টর কোনো একটি তথ্য সত্য না মিথ্যা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারলেও মূল সত্যটা উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। মূল সত্য তোমাকে আমাদের বলতে হবে।

আমি যা বলেছি সবই সত্য।

নিয়ন, তুমি আমাদের কাছে মিথ্যা বলো না। এতে শুধু তোমার কষ্ট আর যন্ত্রণা বাড়বে। যেখানে তোমার এখন দ্বিতীয় স্তরে থাকার কথা সেখানে মিথ্যা বলার অপরাধে তুমি হয়তো নরক স্তরে পৌঁছে যাবে।

লাল চোখের রোবটের কথা শেষ হতে ভিতরে কালো একটি রোবট প্রবেশ করল। এই রোবটের হাতে একটি রোবট জ্যামার। সে সেটি লাল চোখের রোবটের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটি হলো হিমিস জ্যামার। এই জ্যামার দিয়ে হিমিসকে ধ্বংস করা সম্ভব। নিয়ন সাথে করে এটি নিয়ে এসেছে।

কথাটা শোনামাত্র নিয়নের বুকটা ধক্ করে উঠল। সে বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সময় যতই গড়াবে ততই সে অসহায় হয়ে পড়বে।

এদিকে লাল রোবটের লাল চোখ আরও লাল হয়েছে। রোবটি এবার দাঁত কড়মড় করে বলল, তুমি হিমিসকে ধ্বংস করার জন্য এই জ্যামার সাথে করে নিয়ে এসেছ!

আজি এতসব জানি না। জ্যামারটা আমি বনের মধ্যে পেয়েছি, তাই সাথে করে নিয়ে এসেছি।

তুমি জানতে না এই জ্যামার কি জন্য ব্যবহার হয়?

জ্যামারটা দেখতে হুবহু আমারটার মতো। আমি কিভাবে জানব এটা দিয়ে হিমিসকে ধ্বংস করা সম্ভব কি সম্ভব না। আমরা সবাই হিমিসকে ভালোবাসি। আমরা কেন হিমিসকে ধ্বংস করতে যাব?

তুমি সব কথা মিথ্যা বলছ নিয়ন, সব কথা। লাই ডিটেক্টর তোমার একটি কথাকেও সমর্থন করছে না। সম্ভবত তুমি কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ। তোমাকে ভয়ানক পরিণতি বরণ করতে হবে।

কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ যা বলছি সেটাই সত্য। আমি এখনই হিমিস এবং কিকিটকে ব্যাপারটা জানাচ্ছি যে তুমি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছ।

তুমি জানাতে পার। তবে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার তুমি আমার প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করছ।

তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছ।

কখনোই না। যা সত্য তাই বলছি।

আমরা তোমার কাছ থেকে সকল তথ্য বের করে ছাড়ব।

তা তোমরা চেষ্টা করতে পার। তবে সেটা আমাকে অহেতুক কষ্ট দেয়া হবে।

লাল চোখের রোবট আর কোনো কথা বলল না। কালো রোবটের সাথে সে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজাটি আটকে দেয়ার শব্দ স্পষ্ট কানে এলো নিয়নের। নিয়ন চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকল। সে বুঝতে পারছে সে ধরা পড়ে গেছে। সে যে এত দ্রুত এভাবে ধরা পড়ে যাবে তা কখনও কল্পনা করেনি। তার পক্ষে হিমিসকে হত্যা করা এখন এক কথায় প্রায় অসম্ভব। কারণ হিমিসকে ধ্বংসের জ্যামার আর হাতে পাওয়া যাবে না। সেটা এখানকার রোবটেরা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছে। অবশ্য পামাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু হিমিস কাছে না থাকলে কোনো লাভ হবে না। হিমিস আদৌ আর কখনও তার কাছে আসবে কিনা তা নিয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নিয়ন যখন এসব ভাবছে তখন কক্ষের মধ্যে সাদা এক ধরনের গ্যাস প্রবেশ করতে দেখল। গ্যাসের দিকে তাকাতে তার দৃষ্টিশক্তি হঠাৎই ঝাপসা হতে শুরু করল। তারপর তার কি যে হলো বলতে পারবে না। হাত পা গুলো নিজে থেকেই অসাড় হয়ে এলো। একসময় আর চেয়ারে বসে থাকতে পারল না। ধপ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

২০

নিয়ন চোখ খুলে দেখে সে মাঝারি আকৃতির একটি কক্ষে মেঝের উপর শুয়ে আছে। কক্ষটিতে কোনো দরজা নেই। এমন কি কোনো আসবাবপত্রও নেই। চারদিকের দেয়ালে শুধু বড় বড় গ্লাস। সেগুলোতে সে নিজের ছবি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

নিয়ন বুঝতে পারল কোনো চেতনানাশক ওষুধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ সে এখন বন্দি। তা না হলে তার সাথে কখনও এরকম আচরণ করা হতো না। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারল না। পা দুটোতে একেবারেই শক্তি নেই। কোনোমতে হাতের উপর ভর দিয়ে বসতে পারল মাত্র।

নিয়ন যখন এরকম ভাবছে তখন ডান পাশের দেয়ালের বড় একটা কাচ পিছনের দিকে সরে সেখানে একটি দরজার মতো সৃষ্টি হলো। সেই দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল কিকিট। কিকিটের

চেহারাটা এমনিতেই ভয়ংকর। কিন্তু আজ যেন চোহারাটাকে বেশি ভংকর মনে হচ্ছে নিয়নের কাছে।

কিকিট একেবারে সামনে এসে কোনোরকম ভানিতা ছাড়াই বলল, নিয়ন কেমন আছ?

ভালো।

আমরা তো ভালো নেই। তুমি হিমিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। হিমিসকে হত্যা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছ। কেন?

আমি এসবের কিছুই জানি না।

তুমি অনেক মিথ্যা বলেছ। আর মিথ্যা বলো না। মিথ্যা বলা তোমার জন্য শুধু কষ্ট আর যন্ত্রণার কারণই হবে, অন্য কিছু নয়। তুমি এখন আমাদের সত্য কথা বলবে।

যা সত্য তা আমি তোমাদের বলেছি।

না বলো নি। তুমি এমন কিছু জানো যা আমরা জানি না। এজন্যই আমরা শংকিত। তোমাকে আমরা এখনই হত্যা করতে পারতাম। কিন্তু করতে পারছি না এ কারণে যে তোমাকে হত্যা করলে আমাদের অজানা বিষয়টি অজানাই থেকে যাবে। সেক্ষেত্রে আবার আমরা একই ষড়যন্ত্রের স্বীকার হব। এখন তুমি বলো ষড়যন্ত্রটা কি? কে তোমাকে কীভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হিমিসকে ধ্বংস করতে বলেছে?

তুমি আমাকে অহেতুক প্রশ্ন করছ।

আমি তোমার সাথে আর কোনো কথা বলতে চাই না। তুমি একটার পর একটা মিথ্যা কথা বলছ। তোমার উপর এখন অত্যাচার শুরু হবে। এই বলে কিকিট খোলা দরজার দিকে ইশারা করতে কালো রঙের দুটো রোবট ভিতরে প্রবেশ করল। একটি রোবট এসে কোনোরকম কথা ছাড়াই ভয়ানক এক ঘুষি বসাল নিয়নের চোয়াল বরাবর। ঘুষির মাত্রাটা এতটাই বেশি ছিল যে নিয়নের নিচের মাড়ির দুটো দাঁত পড়ে গেল। দ্বিতীয় কালো রোবট এবার তার গলা ধরে খাঁড়া উচু করে ফেলল। মেঝে থেকে তার পা এখন ছয় ইঞ্চি উপরে। বাতাসের জন্য ছটফট করে উঠল বুকটা। রোবটটার অবশ্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এখনও সময় আছে, বলো কি ষড়যন্ত্র করেছ আমাদের বিরুদ্ধে?

আমি কোনো ষড়যন্ত্র করিনি। আমি..

নিয়ন আর কোনো কথা বলার সুযোগ পেল না। তার পেটে প্রথম কালো রোবট ভয়ানক এক ঘুষি বসাল। এই ঘুষিতে নিয়নের মনে হলো তার নাড়িভূড়ি সব বুঝি মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবে।

কালো রোবট যখন আবার ঘুষি বসাল তখন নিয়ন বুঝতে পারল ঘুষির তীব্রতাটা যেয়ে পড়ল তার মেরুদন্ডের উপর। কারণ তীব্র ব্যথায় শূন্যেই তার শরীরটা বেঁকে গেল। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি বেরিয়ে এলো। শ্বাস নিতে চেষ্টা করেও পারল না সে। গলায় রোবটের হাতের শক্ত চাপের কারণে শ্বাসনালী দিয়ে ভিতরে কোনো বাতাস ঢুকছে না। একসময় চোখে সবকিছু একেবারে ঝাপসা হয়ে এলো। তারপর জ্ঞান হারাল সে।

নিয়নের যখন জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখতে পেল সে চমৎকার একটি কক্ষে বিছানার উপর শুয়ে আছে। কক্ষটা এত সুন্দর যে সে কল্পনা করতে পারছে না। জানালা দিয়ে বাইরে গাছ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অথচ লাল জগতে কোনো গাছ নেই। তাহলে কি সে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে? না, তা সম্ভব নয়। হিমিসের রোবটেরা কখনও তাকে সেই সুযোগ দেবে না। তাহলে সে কোথায়? সে যখন এরকম ভাবছে তখন তাকে বিস্মিত করে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল লিলিয়া। লিলিয়ার কথা তার মনে আছে। সে যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণের সময় লিলিয়াকে পছন্দ করে নাম লিখে গিয়েছিল। সেই লিলিয়া এখন তার সাথে এই কক্ষে! ভাবতেই মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল তার।

লিলিয়া নিয়নের বিছানার পাশে চেয়ারে বসল না। বরং বিছানার উপর খুব কাছে এসে বসে বলল, নিয়ন, তুমি এখন কেমন বোধ করছ?

নিয়ন অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, ভা..ভালো। কি..কিন্তু তু..তু..মি লিলিয়া...

হ্যাঁ আমি লিলিয়া। আমাকে তোমার যত্ন নিতে বলা হয়েছে। তোমার কোনো অসুবিধা হলে দেখতে বলা হয়েছে।

কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

এটা লাল জগতের দ্বিতীয় স্তর।

এত সুন্দর!

হ্যাঁ খুব সুন্দর। আমরা এখানেই থাকি। তুমি দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়েছ। এখন থেকে তুমি এই স্তরে থাকবে?

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ। তবে কোথায় যেন একটা কিন্তু আছে।

কি কিন্তু?

আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলা হয়েছে প্রথমে তুমি মাত্র দুই ঘন্টার জন্য এই দ্বিতীয় স্তরে থাকতে পারবে। এই দুই ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সবকিছু যদি খুলে না বলো তাহলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তুমি কি বলবে ষড়যন্ত্রটা কি ছিল?

লিলিয়া তুমি এ বিষয়ে আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না। আমি কিছু জানি না।

ওরা বলল তুমি নাকি জানো। যাইহোক, কিছু খাবে?

হ্যাঁ, পানি। পানির জন্য আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

একটু অপেক্ষা করো, আমি নিয়ে আসছি।

লিলিয়া এক মিনিটের মাথায় ঠান্ডা পানি, ফলের জুস আর কিছু খাবার নিয়ে এলো। নিয়ন পানি আর জুস খেতে পারলেও খাবার খেতে পারল না। দাঁত পড়ে যাওয়ায় মাড়িতে সে খুব ব্যথা অনুভব করছে।

খাওয়া শেষ হলে লিলিয়া বলল, এখন আমি কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

আমি কি সামনের বারান্দায় বসতে পারব?

হ্যাঁ পারবে।

তাহলে আমি বরান্দায় বসতে চাই।

দুর্বলতার কারণে নিয়ন একা একা উঠতে পারল না। লিলিয়া তার হাত ধরে তাকে উঠতে এবং বারান্দায় আসতে সাহায্য করল। বারান্দায় এসে সামনের সৌন্দর্য দেখে নিয়নের মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। চোখের সামনে অবিশ্বাস্য সুন্দর একটি চত্বর। সেখানে রঙ বেরঙের হাজারও ফুল ফুটে আছে। সেই ফুলেল চত্বরে লাল মানবেরা তাদের পছন্দের নারীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, খেলছে। লাল জগতে নিয়নের কাছে এই দৃশ্যটা একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হলো। নিজের আবেগকে ধরে রাখতে না পেরে নিয়ন বলল, লিলিয়া, তুমি কি বুঝতে পারছ দৃশ্যটা কত সুন্দর!

হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এটা আমাদের নিজেদেরও স্বপ্ন।

তোমাদের স্বপ্ন?

হ্যাঁ আমাদের স্বপ্ন। আমাদের জন্ম থেকেই আমরা জানি আমাদের জীবনে কোনো এক লাল মানব আসবে, যাকে নিয়ে আমরা সামনের ঐ অপূর্ব সুন্দর চত্বরে ঘুরতে পারব, জীবনের স্বাধীনতা আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমার জীবনে তুমিই হলে সেই লাল মানব।

বিস্মিত নিয়ন লিলিয়ার চোখে তাকাতে দেখে লিলিয়া কি এক অজানা মাদকতায় ভরা আবেগঘন দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা তার শরীরে শিরশির ভালোলাগার একরকম অনুভূতির সৃষ্টি করছে। সত্যি সে উপভোগ করছে লিলিয়ার এই উপস্থিতি আর দৃষ্টি।

লিলিয়া নিয়নের ডান হাতের বাহুতে মাথা রেখে বলল, নিয়ন তোমার কি ঐ চত্বরে যেতে ইচ্ছে করে না?

হ্যাঁ করে, অবশ্যই করে। কিন্তু..

কিন্তু কি?

জায়গাটা কি ভূ-গর্ভের কোথাও নাকি পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের।

আমাদের বলা হয়েছে এটা নাকি পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের কোনো দ্বীপ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। চলো যাই, ঐ চত্বরে যাই।

আমার শরীর যে দুর্বল, আমি কি যেতে পারব?

আমি তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাব।

বারান্দা থেকে একটি সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিয়ন নিচের দিকে নামতে শুরু করল। সে লিলিয়ার সাথে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তার মনে হচ্ছে এখানে লিলিয়ার

পরিবর্তে নিয়া থাকলে বোধহয় সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেত। কারণ লিলিয়ার উপস্থিতি তাকে আনন্দিত করলেও সে মনের মধ্যে একরকম শূন্যতা অনুভব করছে। শূন্যতাটা যে নিয়ার জন্য তা বুঝতে তার অসুবিধা হচ্ছে না।

সুন্দর চত্বরটিতে অবশ্য নিয়ন নামতে পারল না। তার আগেই কিকিট এসে হাজির হলো। তার সাথে কালো রঙের বিশাল ধাতব শরীরের অন্য একটি রোবটও আছে। কিকিট এসে সরাসরি নির্দেশ দিল, লিলিয়া তুমি নিয়নকে নিয়ে ভিতরে এসো।

লিলিয়া কিছুটা সংশয় নিয়ে বলল, নিয়ন নিচে যেতে চেয়েছিল।

যা বলছি তাই করো। কথার একটুও এদিক ওদিক করবে না।

ভয়ে লিলিয়ার মুখটা শুকিয়ে গেল। সে নিয়নকে বলল, আমাদের ফিরে যেতে হবে।

নিয়ন অবশ্য আগেই ফিরে আসতে শুরু করেছে। কারণ সে জানে এখানে কিকিট কেন, সাধারণ কোনো রোবটের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কারো কোনোকিছু বলার ক্ষমতা নেই।

নিয়ন কিকিটের মুখোমুখি হতে কিকিট বলল, নিয়ন, তুমি লাল জগতের দ্বিতীয় স্তরের প্রাথমিক সৌন্দর্য নিশ্চয় অবলোকন করেছ। এই জগতটা তোমার এবং তোমাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখন তুমিই সিদ্ধান্ত নেবে এই দ্বিতীয় স্তরের আনন্দ তুমি উপভোগ করতে চাও, নাকি এখানে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে চাও। আর এ বিষয়ে আমি শুধু তোমাকে একটি প্রশ্নই করব। আর তা হলো, মূল ষড়যন্ত্রটা কি? আমাকে বলো।

আমি আগেও বলেছি কিছু জানি না, এখনও বলছি কিছু জানি না।

কিকিট ধাতব দাঁত কড়মড় করে বলল, তুমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করলে।

তারপর পাশের রোবটকে নির্দেশ দিয়ে বলল, তুমি কাজ শুরু কর।

রোবটটি আচমকাই নিয়নের বাম হাত ধরে নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর কেউ কিছু বুঝার আগে নিয়নের বাম হাতের কনে আঙ্গুল কাঁমড়ে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলল। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে নিয়ন কিছু বলারও সুযোগ পেল না। সে শুধু চিৎকার দিতে পারল।

রোবটটির এরকম পৈশাচিকতা দেখে লিলিয়াও ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিকিট তাকে এমন জোরে ধমক দিল যে পরের মুহূর্তে সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। তবে ভয়ে ঠিকই সে কাঁপতে লাগল।

কিকিট আবার বলল, নিয়ন, এখনও যদি না বলো তাহলে একটি একটি করে তোমার সবগুলে আঙ্গুল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে।

নিয়ন কিছু বলল না। সে শুধু তার হাতটা ধরে পিছনে সরে আসতে লাগল। সেই সাথে এগিয়ে আসতে লাগল কালো রোবটটিও। নিয়ন বুঝতে পারল তার নিস্তার নেই। সে উপায় না দেখে পিছনে বারান্দায় সরে এলো। আর তখনই তার চোখ পড়ল বাইরে। কিছুক্ষণ আগে সে যেখানে অপূর্ব সুন্দর চত্বরে লাল মানব আর মানবীদের ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল সেখানে এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। সে বুঝতে পারল যা কিছু সে দেখেছিল সবই ছিল ভার্চুয়াল অর্থাৎ বিশেষ কম্পিউটার টেকনোলজি ব্যবহার করে কৃত্রিমভাবে তৈরি কাল্পনিক জগত। দ্বিতীয় স্তরের যে সৌন্দর্য তাকে দেখান হয়েছিল সবই ছিল মিথ্যা, ভুল।

নিয়ন ঠিক করল সে কিছুই বলবে না। তবে শারীরিক যন্ত্রণাটা সত্যি অসহনীয় মাত্রার। বাম হাত দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তারপরও সে অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

কিকিট যখন আবার জানতে চাইল সে সঠিক উত্তর দেবে কিনা তখন সে চিৎকার করে উঠে বলল, 'না'।

কিকিট বাঁকা একটা হাসি দিয়ে বলল, তারমানে তুমি কিছু জানো যা তুমি আমাদের বলবে না। কিন্তু আমি জানি কীভাবে তোমাদের মতো বিচ্ছুদের পেট থেকে কথা বের করতে হয়। আমাকে জনাতেই হবে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটা ষড়যন্ত্র ছিল কিনা এবং ষড়যন্ত্র হলে কীভাবে কি ঘটেছিল।

এটুকু বলে কিকিট আবার কালো রোবটের দিকে ইঙ্গিত করল। কালো রোবট এবার নিয়নের সাথে কুকুরের মতো আচরণ করতে শুরু করল। সে নিয়নের বুকের উপর পা রেখে বাম হাতটা উচু করে ধরল। তারপর একটা একটা করে আঙ্গুল কাঁমড়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে লাগল। রোবটটি একটা করে আঙ্গুল শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর কিকিট জিজ্ঞেস করে, 'সে সত্য বলবে কিনা'। নিয়ন প্রত্যেকবারই অস্বীকার করে।

দশ মিনিটের মাথায় নিয়নের বাম হাতে একটি আঙ্গুলও থাকল না। তারপরও অটল থাকল নিয়ন। সে মনে প্রাণে প্রার্থনা করছে এক মুহূর্তের জন্য হিমিস এখানে আসুক। তাহলে সে আর সুযোগটা হাতছাড়া করবে না। কারণ এখন যদি রোবটটি তার ডান হাতের আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে তাহলে আর পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটান সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা মাঠে মারা যাবে। আর এখন যদি সে বলে, সে একমাত্র হিমিসের কাছে সবকিছু বলবে তাহলে কিকিটের সন্দেহ আরও বাড়বে। সেক্ষেত্রে হিমিস আর কখনও তার সামনে আসবে না।

নিয়ন যখন কোনোভাবেই কিছু বলছে না কিকিট তখন অধৈর্য হয়ে বলল, নিয়ন, ভেব না এত সহজে আমি হাল ছেড়ে দেব। এখন আমি তোমার সামনে নতুন পৈশাচিকতা শুরু করব।

মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তাক্ত নিয়ন কিছু বলল না। সে শুধু চোখ তুলে কিকিটের দিকে তাকাল।

কিকিট বলল, আমি জানি লিলিয়ার জন্য তোমার দুর্বলতা রয়েছে। এখন সেই দুর্বলতাকেই কাজে লাগাব। তুমি জানো লিলিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই নিশ্চয় চাইবে না তোমার জন্য লিলিয়া যন্ত্রণা ভোগ করুক, লিলিয়ার করুন মৃত্যু হোক।

নিয়ন কোনো কথা বলল না। অসহায় দৃষ্টিতে লিলিয়ার চোখে তাকাল। দেখল লিলিয়ার চোখে শুধু ভয় আর আতঙ্ক। সে এখনও আগের মতো থর থর করে কাঁপছে।

কিকিট এবার কালো রোবটকে কড়া গলায় নির্দেশ দিয়ে বলল, লিলিয়ার ডান চোখটা তুলে নাও।

কালো রোবট লিলিয়ার কাছে যেয়ে লিলিয়াকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। তারপর তাকে চেপে ধরে তার তর্জনী আঙ্গুলটা যখন লিলিয়ার ডান চোখে প্রবেশ করিয়ে দেবে তখন নিয়ন বলে উঠল, ওকে কষ্ট দিও না।

সাথে সাথে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল কিকিটের ধাতব মুখে। বলল, তাহলে এতক্ষণে চিড়ে ভিজেছে। বলো কি বলতে চাচ্ছ।

আগে লিলিয়াকে ছেড়ে দাও।

কিকিট ইশারা করতে কালো রোবট লিলিয়াকে ছেড়ে দিল। লিলিয়া অবশ্য উঠল না, সে মেঝেতে পড়েই থাকল।

কিকিট এবার খানিকটা ধমকের স্বরে বলল, নিয়ন তুমি অযথা সময় নিচ্ছ। দ্রুত বলো।

নিয়ন বলতে শুরু করল, হ্যাঁ তুমি যা অনুমান করেছ সবই ষড়যন্ত্র।

কি ষড়যন্ত্র? কে করল?

হিমিসকে হত্যার ষড়যন্ত্র, মানুষেরা করেছে।

তোমাকে ব্যবহার করল কেন?

আমি মানুষের উপর হিমিসের অত্যাচার নীপিড়ন দেখে ব্যথিত হয়েছিলাম। তাই রাজি হয়েছিলাম।

কিকিট হো হো করে হেসে উঠে বলল, তারপর..

তারপর মানুষেরাই আমাকে হিমিস জ্যামার ধরিয়ে দিয়ে বলেছে যেন ভিতরে যেয়ে সেটা আমি হিমিসের সামনে চালু করি। কিন্তু তোমরা আগেই তা টের পেয়ে গেছ।

নিশ্চয় আরও কোনো ষড়যন্ত্র আছে?

না আর কিছু নেই। থাকলে তোমরা জানতে পারতে।

তুমি মিথ্যা বলছ?

না, আর মিথ্যা বলছি না। এখন ইচ্ছে করলে তোমরা আমাকে হত্যা করতে পার।

তোমাকে তো আর এত সহজে হত্যা করব না। সবার সামনে সবাইকে শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাকে হত্যা করব। যাইহোক, বাকি যা যা আছে সব বলো। তা না হলে আমি লিলিয়াকে এখনই হত্যা করব।

তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পারব।

কিকিট কালো রোবটকে এবার লিলিয়াকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। নির্দেশ শোনার পর কালো রোবট ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল লিলিয়ার দিকে। নিয়ন কিংবা লিলিয়া কেউই মেঝে থেকে নড়ল না। তবে তারা একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিয়নের দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব আর লিলিয়ার দৃষ্টিতে সান্ত্বনা। লিলিয়া যেন বলতে চায়, 'নিয়ন তুমি কিছুই বলবে না, আমার মৃত্যু হলে হবে।

আমরা মানুষ থেকে সৃষ্ট হয়েছি, আমাদের দায়িত্ব হবে মানুষের উপকার করা, এর জন্য যা যা করার আমরা করব।'

নিয়ন স্পষ্ট দেখতে পেল কালো রোবটের চোখা লম্বা একটি আঙ্গুল লিলিয়ার মাথা ফুটো করে মস্তিষ্ক ভেদ করে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। লিলিয়া টু শব্দও করল না। শেষ মুহূর্তে তার ঠোঁটে মিষ্টি একটা হাসি লেগে থাকল শুধু।

কিকিট এবার কালো রোবটকে বলল, নিয়নকে এখন হলরুমে নিয়ে যাও। শেষ শাস্তিটা তাকে সেখানেই দেয়া হবে। তবে হ্যাঁ, মুখটা বেঁধে নেবে যেন কোনো কথা বলতে না পারে।

কালো রোবট কিকিটের নির্দেশ মতো নিয়নকে পা ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকল। আর পিছনে পড়ে থাকল নিস্পাপ লিলিয়ার নিথর দেহটা। লিলিয়ার মুখে হাসির আভাটা এখনও আছি। মৃত লিলিয়া এই হসি দিয়েই সে যেন বিদায় দিচ্ছে নিয়নকে।

২১

নিয়নকে টেনে বিশাল হলরুমের মঞ্চে আনা হলো। হলরুমের চারপাশে চেয়ারে বসে আছে লাল মানবেরা। এই লাল মানবদের সবাই নিয়নের পরিচিত। এভাবে এখানে নিয়ে আসার কারণ নিয়ন বুঝতে পারছে। সবার সামনে তাকে হত্যা করা হবে। তাকে নিষ্ঠুর আর নির্মমভাবে হত্যা করে অন্যদের বুঝিয়ে দেয়া হবে- অবাধ্যতা আর ষড়যন্ত্রের শাস্তি কতটা ভয়ংকর হতে পারে।

নিয়ন মঞ্চের মেঝেতে শুয়ে আছে। কিকিট এখন তার সামনে। একবার তার দিকে তাকিয়ে কিকিট সবার উদ্দেশে বলল, হে লাল মানবেরা, তোমরা নিশ্চয় আমার পায়ের কাছের এই অধমকে চিনতে পেরেছে?

কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই চুপ করে থাকল।

কিকিট এবার চিৎকার করে উঠে বলল, কি, কথা বলছ না কেন?

এবার সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠে বলল, হ্যাঁ চিনতে পেরেছি।

কি নাম এই শয়তানটার?

নিয়ন।

এর কি শাস্তি হওয়া উচিত?

মৃত্যুন্ড।

কেন?

এবার আর কেউ কোনো কথা বলল না। কারণ তারা জানে না নিয়নের অপরাধ কি।

কিকিট একটু সময় নিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, এই যে শয়তান, যার নাম নিয়ন, সে হিমিসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল।

সাথে সাথে চারদিকে গুঞ্জন উঠল।

কিকিট প্রচন্ড এক ধমকে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, প্রথমে সে স্বীকার করতে চায়নি। পরে যখন বাম হাতের আঙ্গুলগুলো কেটে নিয়েছি তখন স্বীকার করেছে। নিয়নের কত বড় সাহস চিন্তা করতে পেরেছ! এই ধৃষ্টতার জন্য ওকে এখন হত্যা করা হবে। হত্যার ধরণটা হবে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর নির্মম। তিলে তিলে হত্যা করা হবে নিয়নকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিয়নের সমস্ত শরীরে আলপিন গেথে দেয়া হবে। এমন কি চোখের মধ্যেও। তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন সবার আগে নিয়নের দুই চোখে আলপিন ঢুকিয়ে দেবে। তারপর প্রত্যেকে কমপক্ষে একটি করে আলপিন নিয়নের শরীরে ঢুকাবে। আমি দেখতে চাই ওর সহ্য ক্ষমতা কতটুকু। তোমরা কি আমার কথা বুঝতে পেরেছ?

হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

তাহলে সবাই হাতে আলপিন নাও। আমাদের রোবটেরা তোমাদের কাছে আলপিন নিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণাটা যেন ভয়াবহ হয় এজন্য আলপিনের অগ্রভাগ খানিকটা বাঁকিয়ে রাখা হয়েছে, অনেকটা বড়শির মতো। একবার শরীরের মধ্যে ঢুকলে আর বের করা যাবে না। শরীর কেটে আলপিন বের করতে হবে। তোমাদের কি মনে হয়? মৃত্যু যন্ত্রণা বেশি হবে তো?

হ্যাঁ হবে।

চিৎকার করে বলল সাবাই।

সবাইকে আলপিন দেয়া হলে কিকিট এবার পাশের রোবটগুলোকে বলল, মাঝের ঐ খুঁটির সাথে নিয়নকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেল যেন শরীরে আলপিন প্রবেশের সময় নিয়ন কোনো বাধা প্রদান করতে না পারে।

রোবটেরা নিয়নকে টেনে নিয়ে মাঝের খুঁটির সাথে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। নিয়ন ঠিক বুঝতে পারছে না সে কি করবে। তার ডান হাত এখনও যেভাবে আছে তাতে সে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ মৃত্যু হবে কিকিট আর সামনের নিস্পাপ লাল মানবদের। এদের হত্যা করলে তার মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। উপরন্তু হিমিস তাকে হত্যা করার এরূপ গোপন পদ্ধতি জেনে যাবে। এদিকে হিমিসকে এখন আর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে কি সে এরকম দুঃসহ আর ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে? এ ছাড়া তার আর কিইবা করার আছে। সে আর যাই করুক না কেন নিরীহ লাল মানবদের হত্যা করতে পারবে না।

সবাইকে আলপিন দেয়া হলে কিকিট বলল, তোমাদের মধ্যে কে সবার আগে নিয়নের চোখে আলপিন প্রবেশ করাতে চাও?

কেউ রাজি হলো না কিংবা কোনো উত্তর দিল না।

কিকিট এবার চিৎকার করে উঠে বলল, কি ব্যাপার? তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে হিমিসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিয়নের চোখের মনির গভীরে একটি আলপিন ঢুকিয়ে দেবে?

এবারও কারো কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

কিকিট রাগে হিস্‌হিস্‌ করতে করতে বলল, বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মধ্যে থেকে আমাকেই কাউকে নির্বাচিত করতে হবে।

এই বলে কিকিট সবার উপর চোখ বুলাল। তারপর মাঝবয়সী লাল মানব নিউরোকে নির্বাচিত করল সে। নিউরোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, নিউরো তুমি উঠে এসো।

নিউরোর না বলার কোনো উপায় নেই। সে ধীর পায়ে মঞ্চে হেঁটে এলো।

কিকিট এবার পাশের রোবটকে নির্দেশ দিল, নিয়নের পাশে একটা মোমবাতি জ্বালাও।

রোবট সাথে সাথে কিকিটের আদেশ পালন করল। নিয়নের পাশে ছোট্ট একটি টেবিলের উপর একটি মোমবাতি জ্বালাল।

কিকিট এবার নিউরোকে বলল, তুমি তোমার ঐ আলপিনের অগ্রভাগ মোমবাতির আলোতে উত্তপ্ত করবে। তারপর সেটা নিয়নের ডান চোখে প্রবেশ করিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছ?

নিউরো কাঁপা কণ্ঠে বলল, বু...বুঝতে পেরেছি।

তাহলে যাও কাজ শুরু কর।

নিউরো মোমবাতির আগুনে আলপিনটিকে উত্তপ্ত করতে গেলে ভয়ে আলপিনটি তার হাত থেকে পড়ে গেল। আর তাতে কিকিট প্রচন্ড জোরে ধমকে উঠে বলল, আলপিন পড়ল কেন? হাতে তুলে নাও।

নিউরো আবার আলপিনটি হাতে তুলে নিল। তারপর সেটি আগুণে উত্তপ্ত করতে শুরু করল। আলপিনটির অগ্রভাগ লাল হলে কিকিট বলল, এখন আলপিনকে নিয়নের চোখে ঢুকিয়ে দাও।

নিউরো আলপিন নিয়ে নিয়নের সামনে এলো। দু'পাশ দেখে দুই রোবট শক্তভাবে নিয়নের মাথা চেপে ধরে রেখেছে যেন নিয়ন মাথা সরাতে না পারে। নিয়নের চোখ দুটো এখন নিউরোর সামনে। আলপিনটা উচু করলেও শেষ পর্যন্ত সে কাজটা করতে পারল না। নিয়নের চোখের দিকে তাকাতে সে ভয় আর আতংকে জ্ঞান হারিয়ে নিচে মেঝেতে পড়ে গেল। আর তাতে কিকিট রাগে ভয়ংকর জোরে চিৎকার করে উঠে বলল, কাপুরুষ লাল মানব, সামান্য কাজটা পর্যন্ত করতে পারল না। এগুলোকে হত্যা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সব কাজ আমাকেই করতে হয়। আমি শুধু চোখের ভিতরে আলপিনই ঢুকাব না। আলপিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চোখ তুলে নিয়ে আসব। এতে সবাই বুঝতে পারবে নিষ্ঠুরতা কি জিনিস!

এ কথা বলে নিয়ন নিজেই একটা আলপিন হাতে নিল। তারপর সেটিকে আগুনে উত্তপ্ত করে এগিয়ে যেতে থাকল নিয়নের দিকে। সবাই নিশ্চিত হল নিয়নের এবার আর নিস্তার নেই। পৈশাচিক ঘটনাটি এবার সত্যি ঘটতে যাচ্ছে।

কিকিট নিয়নের একেবারে কাছে পৌঁছে বলল, এবার বুঝবে যন্ত্রণা কাকে বলে!

এরই মধ্যে শেষ চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিয়ন। সে বলল, কিকিট তুমি আমার কাছে কি চাও?

আমি চাই তুমি মূল ষড়যন্ত্র খুলে বলবে।

নিয়ন একটু সময় নিল। তারপর বলল, তাতে আমার কি লাভ?

কিকিট বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, তুমি এখনও লাভ ক্ষতি চিন্তা করছ! হয়তো আমি হিমিসের কাছে সুপারিশ করব তোমার জীবন রক্ষার জন্য।

তাহলে আমি হিমিসকেই সবকিছু বলতে চাই।

না তুমি আমাকে বলবে।

বলতে হলে হিমিসকেই বলব এবং গোপন কক্ষে। সবার সামনে নয়।

তোমাকে সবার সামনেই বলতে হবে যেন পরবর্তীতে এরকম ধৃষ্টতা কেউ না দেখায়।

তাহলে তুমি আমার চোখ তুলে নাও। আমি তোমাকে কিছুই বলব না।

কিকিট একটু সময় নিয়ে কি যেন চিন্তা করল। তারপর সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হিমিসকে জানাল। কিছুক্ষণের মধ্যে হলঘরে গুম্ গুম্ একরকম শব্দ শোনা গেল। হিমিস আসার আগে মাঝে মাঝে এরকম শব্দ হয়। সবার ধারণাই সত্য হলো। স্বয়ং হিমিস এসে উপস্থিত হয়েছে। হিমিসকে দেখে কিকিট বলল, মহামান্য হিমিস, আপনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। আপনার উপস্থিতিতে আমরা সত্যি আনন্দিত এবং গর্বিত।

হিমিস বলল, আমার বিশ্লেষণ এখনও নিশ্চিত করতে পারছে না কীভাবে লাল মানবেরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, কীভবে লাল মানবদের আমাকে হত্যা করার জন্য রাজি করান সম্ভব হচ্ছে। নিশ্চয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কোথাও গলদ আছে।

মহামান্য হিমিস, আপনার বক্তব্যের সত্যতা আমি স্বীকার করছি। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের শাস্তি প্রদানের মাত্রা অনেক কম হওয়ায় কোনো কোনো লাল মানব আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। আমাদের উচিত হবে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া।

প্রয়োজন হলে তাই করো।

তাহলে মহামান্য হিমিস, আপনিই শুরু করুন। ঐ যে নিয়ন যে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, আপনিই বরং আলপিন দিয়ে ওর চোখ দুটো তুলে নিন। বাকি কাজ আমরা সারব।

হিমিস চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমি তোমাদের কোনো সুযোগ দিতে চাই না। ঐ বিচ্ছুটাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করতে চাই।

মহামান্য হিমিস, আপনার ইচ্ছেই আমাদের ইচ্ছে।

অবশ্য ও যা বলতে চাচ্ছে তা যদি ঠিকঠাক মতো বলে তাহলে হয়তো আমি ওকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি এবং মৃত্যুকে কম যন্ত্রণাময় করতে পারি।

কিকিটের কথা শেষ হতে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রোবট আগুনে উত্তপ্ত একটি আলপিন হিমিসের হাতে তুলে দিল। হিমিস সেটা নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল নিয়নের কাছে। তারপর আগের মতোই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, নিয়ন, তুমি এখন সবকিছু বলবে, তা না হলে এখনই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে।

নিয়ন মৃদু হাসল। তারপর বিড় বিড় করে বলল, হিমিস, আমি অপেক্ষায় ছিলাম তুমি আসবে এবং এসেছ।

তুমি আমাকে সবকিছু বলতে চেয়েছ এজন্যই এসেছি।

আর এটাই তোমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে।

কী বলতে চাচ্ছ তুমি?

তুমি ধ্বংস হতে চলেছ।

আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

না। সত্য বলছি। পৃথিবীর মানুষেরা হিমিসের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে চলেছে। মানুষের পৃথিবী হবে মানুষের। পৃথিবী আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠবে। তবে দুঃখ লাল মানবদের জন্য। জন্ম থেকে তারা যেমন কিছু পায়নি তেমনি ভবিষ্যতেও হয়তো কিছু পাবে না। তাই আমি ওদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। হে লাল মানবেরা, তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

হিমিস রাগে আর থাকতে পারল না। সে আলপিনটা দ্রুত নিয়নের চোখ বরাবর এগিয়ে আনতে শুরু করল।

নিয়ন চোখ বুঝল। চোখ বোজা অবস্থায় তার চোখের সামনে যে মুখটা ভেসে উঠল সেটা হলো নিয়ার মুখ। সে বিড় বিড় করে করে বলল, 'নিয়া আমাকে ক্ষমা করো। তোমার সাথে আমার আর পূর্ণিমার চাঁদ দেখা হলো না।'

নিয়ন আর অপেক্ষা করল না। সে বুঝতে পারল তার সময় শেষ। তাই সে ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের নখ দিয়ে ডান হাতের কনে আঙ্গুলের নখ স্পর্শ করল। দুটো আঙ্গুলের নখ পরস্পরকে স্পর্শ করতে মুহূর্তেই কেঁপে উঠল তার শরীরটা। তারপর কি ঘটল সে আর বুঝতে পারল না।

তবে পৃথিবীর কামন্ডার হিউটন ঠিকই বুঝতে পারলেন কি ঘটেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ভূ-গর্ভের গভীরে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটা নিয়নের শরীরে স্থাপিত তাদেরই পারমাণবিক বোমার। মহাসাগরের তলদেশে বিস্ফোরিত হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু হয়নি। তবে ধ্বংস হয়েছে পৃথিবীর চিরশত্রু হিমিস। কারণ তাদের কম্পিউটারে হিমিসের মূল চিপস্ এর সক্রিয় থাকার যে সিগন্যাল পাওয়া যেত তা এখন আর নেই।

২২

এক মাস হলো হিমিস ধ্বংস হয়েছে।

সন্ধ্যা রাতে নিয়া নদীর তীরে কংক্রিটের বেঞ্চের উপর বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আজ সে নিশ্চিত হয়েছে নিয়ন আর আসবে না। কারণ সকল লাল মানবদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর লাল জগত হতে যে সকল লাল মানবদের উদ্ধার করা হয়েছিল তাদেরকে প্রথমে নিরাপত্তা কেন্দ্রে রাখা হয়। তারপর ডিএনএ প্রোফাইল নির্ণয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় তাদের কে কোন্ পরিবারের সদস্য এবং কে কার ক্লোন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল লাল মানবকে মানুষের মর্যাদা দিয়ে তাদের মূল পরিবারের নিকট ফেরত প্রদান করা হয়। সকল পরিবারকে পরামর্শ দেয়া হয় তারা যেন বিশেষ প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে লাল মানবদের শরীরের চামড়া মানুষের মতো পুরু করে নেয়। তাহলে প্রত্যেক লাল মানবই একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হবে। গতকাল শেষ লাল মানবকে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এখন নিরাপত্তা কেন্দ্রে আর কোনো লাল মানব নেই। সেই সাথে নিয়নেরও আর নিয়ার কাছে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিয়ার বুক চিরে লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তারপরও সে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে। কারণ আজ যে আকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে!

কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশে ঠিকই পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। বিশাল বড় আর উজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু নিয়া সেই চাঁদের স্নিগ্ধতা উপভোগ করতে পারল না। কারণ আজ নিয়ন নেই, নেই তার চাঁদ দেখার দৃষ্টিশক্তি। তাই তো তার চোখের অশ্রু তার মনের দৃষ্টিশক্তিকে ঝাপসা করে দিল, সিক্ত করে ভাসিয়ে দিল নিয়নকে নিয়ে তার জমিয়ে রাখা পাহাড় সমান স্বপ্নকে। একসময় উজ্জ্বল আর ভালোবাসার চাঁদও তার জীবনে হয়ে উঠল নিরেট কালো যন্ত্রণাময় এক অন্ধকার।

নিয়ন আজ বেঁচে নেই। সে বেঁচে থাকলে আজ সত্যি খুব খুশি হতো। কারণ সে উপলব্দি করত, পৃথিবীর অপূর্ব সুন্দরী এক নারী তার জন্য চোখের অশ্রু ফেলছে। এই অশ্রুর জন্যই সে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছিল। কারণ শেষ দিনে সে নিজে এই মহিমাময়ী অপূর্ব সুন্দরী নারীর জন্য চোখের জল ফেলে গিয়েছিল।

(রচনাকাল, ঢাকা - ০২/০৯/১০ -৩০/০৯/১০)
প্রুফের পূর্ববর্তী কপি